শুক্লবসনা সুন্দরী।

প্রথম ভাগ।

উইল্‌কি কলিন্স্‌ প্রণীত 'উম্যান্‌ ইন্‌ হোয়াইট্‌'
নামক উপন্যাস অবলম্বনে।

শ্রী-দামোদর-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেনস্থিত কালিকা যন্ত্রে
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০ সাল।

মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

'শুক্লবসনা সুন্দরী' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল; ইহা তিন ভাগে সমাপ্ত হইয়াছে। পাঠকগণের অবিদিত নাই যে শ্রীযুক্ত উইল্কি কলিন্স্ প্রণীত 'উমান্ ইন্ হোয়াইট্' নামক উপন্যাস অবলম্বনে ইহা লিখিত। ইংলণ্ডের জীবিত উপন্যাস লেখকগণের মধ্যে কলিন্সের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তাঁহার উপন্যাস সমূহ অত্যদ্ভুত রহস্য-জালে-জড়িত। পাঠক যাহা ভাবেন নাই, একবারও যাহা মনে করেন নাই, কলিন্স্ স্বীয় উপন্যাসে তাদৃশ অচিন্তিত-পূর্ব্ব ফলাফলের অবতারণা করিয়া পাঠক পাঠিকাকে বিস্ময়-সংবলিত আনন্দরসে পরিপ্লাবিত করিয়া দিতে বিশেষ নিপুণ। এতাদৃশ অদ্ভুত রহস্য সৃষ্টি করিতে একাগ্রচিত্ত থাকিয়াও, মহাত্মা কলিন্স্ কুত্রাপি উপন্যাসোচিত শিক্ষা ও সুনীতি সম্বন্ধে হীনযত্ন হন নাই; প্রত্যুত ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে।

কলিন্সের যাবতীয় উপন্যাসই হৃদয় উন্মাদকারী রহস্যের ভাণ্ডার। বিশেষতঃ তাঁহার 'উমান্ ইন্ হোয়াইট্' আমার চক্ষে বড়ই প্রীতি-প্রদ। এইরূপ আশ্চর্য্য কৌতূহল পূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই—ইংরাজিতেও আর আছে কি না সন্দেহ। প্রথম ভাগে বর্ত্তমান উপন্যাসের কোন অংশই স্ফুটিত হয় নাই। যে জগদীশনাথ চৌধুরী এই উপন্যাসের প্রাণ, এ ভাগে কেবল তাঁহার নাম মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে; তাঁহার অন্য কোন পরিচয় উত্থাপন করিবার অবসর এখনও উপস্থিত হয় নাই। যে সকল কল্পনাতীত কাণ্ড এই উপন্যাসের সর্ব্বস্ব তৎসমস্তের আভাস মাত্রও প্রথম ভাগে অবতারিত হয় নাই।

কলিন্সের এই পুস্তকের ও অন্যান্য কোন কোন পুস্তকের প্রণালী সম্পূর্ণ নূতনবিধ। পাত্র পাত্রীর নিজ নিজ উক্তিতেই এ উপন্যাস পরিপুষ্ট। আমাদের শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'রজনী' উপন্যাসে এই প্রণালীর অনুকরণ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিবার সময়ে আমি বড়ই স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়াছি। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমার তাদৃশ স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্য। এই সামঞ্জস্য বিরহিত বিজাতীয়

ঘটনাবলিকে আমি যেরূপে আবর্ত্তিত করিয়া আনিয়াছি, যদি ইহার শেষ পর্য্যন্ত সেইরূপ সমান ভাবে চালাইতে পারি, তাহা হইলে আমি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করিব।

উদারচিত্ত উইল্কি কলিন্স্ মহাশয়কে প্রকাশ্য রূপে ধন্যবাদ প্রদান করিতে আমি বাধ্য এবং এই তাহার সুন্দর সুযোগ। তাঁহার গ্রন্থানুবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি আমাকে যে উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল—

90, GLOUCESTER PLACE,
Portman Square, W.
London, Friday 16th November, 1883.

DEAR SIR,

I should be insensible indeed if I had not read your welcome letter with feelings of pride and pleasure. With perfect sincerity, I can say that I regard your proposal to translate my works into the Bengali language as conferring on me one of the greatest distinctions of my literary life. The course of your labours will be followed by me with true interest—and any assistance which it may be within my power to render to you is offered with all my heart.

Let me next thank you for the presentation copies of your works of fiction, and for the opinions of the Press. Your novels are placed in a book-case, side by side with my copies of my own works. I cannot doubt that I gain a special advantage by possessing a translator who is also a literary colleague.

With esteem and regard,
Believe me,
Dear Sir,
Faithfully yours
(Sd.) WILKIE COLLINS.

To

DAMODAR MUKERJI Esqr.
&c. &c. &c.

এরূপ উদারভাবে আমাকে পত্র লেখায় আমি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। বিনয় ও শীলতা, জ্ঞান ও বুদ্ধির চিরসহচর। চৈত্র। ১২৯ ।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

শুক্লবসনা সুন্দরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্র নাথ বসুর কথা।

[বয়স—২৫ বৎসর। ব্যবসায়—শিক্ষকতা।]

বৈশাখ মাস শেষ হয় হয় হইয়াছে। ওঃ! কি প্রচণ্ড গ্রীষ্ম—বৃষ্টির নাম নাই। পৃথিবী যেন শুষ্ক, আমার শরীরও শুষ্ক, আর বলিতে কি, আমার হাতও শুষ্ক—হাতে একটীও পয়সা নাই।

এক খানি বই খুলিয়া বসিয়াছিলাম। পড়িব কি মাথা মুণ্ড—শরীরেও সুখ নাই, মনেও সুখ নাই। বই বন্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময় উঠিলাম। ভাবিলাম কলিকাতার জনাকীর্ণ রাস্তায় দুই দণ্ড বেড়াইয়া আসি।

এখানে বলা আবশ্যক, এ পৃথিবীতে আমার আপনার বলিতে কেহই নাই। মা বাপ অনেক দিন পৃথিবীর সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়াছেন, ভাই ভগ্নী কেহই নাই, কাজেই আমি একা। কেবল এক ব্যক্তি অকৃত্রিম প্রণয়-ডোরে আমাকে বাঁধিয়া ছিলেন। তাঁহার নাম রমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পূর্ব্ব বঙ্গে তাঁহার নিবাস। তিনি আমার ন্যায় নিতান্ত বেকার বা দুরবস্থাপন্ন নহেন। দুই একটী ভদ্র পরিবারের বাটীতে শিক্ষকতা করিয়া তিনি দশ টাকা উপায় করিতেন; তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। লোকটী অতি সরল, অতি আমোদী, এবং অতি পরোপকারী। একবার তিনি বড় বিপ-

দাপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। আমি সেই সময় যথাসম্ভব যত্নে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। এই ক্ষুদ্র ঘটনা স্মরণ করিয়া তিনি নিয়ত আমার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। আর উভয়ের উপজীবিকাও এক রকম। সে-জন্যও পরস্পর হৃদয়ের সহানুভূতি ছিল। অদ্য পথে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই রমেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম তিনি ব্যস্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—

"ভাই দেবেন্! বড় সুখবর।"

আমি বলিলাম,—

"কর কি রাস্তার মাঝখানে? গলা ছাড়! কি সুখবর?"

রমেশ বলিলেন,—

"ধন্য জগদীশ্বর! তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহার সীমা নাই। আমি হতভাগ্য তোমার কোন উপকারেই লাগি না।"

আমি বলিলাম,—"তুমি অনাবশ্যক গৌরচন্দ্রিকা ছাড়িয়া দিয়া কাজের কথা বল দেখি।"

রমেশ বলিলেন,—"তাইত বলিতেছি। আমি যদি তোমার সামান্য মাত্র কাজেও লাগি, সেও আমার পরম আনন্দ। আমি যে খবর দিতেছি"——

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"খবর দিতেছ কই? কেবল বৃথা বকামি করিতেছ। তোমার খবর মিছা কথা। চল বেড়াইয়া আসি।"

রমেশ বলিলেন,—"কি, খবর মিছা কথা? খবরের প্রমাণ আমার পকেটে।"

এই বলিয়া রমেশ পকেট হইতে একখানি কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন, এবং বলিলেন,—"খবর মিছা কথা? খবরের প্রমাণ আমার হাতে। আমি যে খবর দিতেছি, তুমি তাহা বিশেষ ভাল বল

নাই বল, আমি বলি সে খবর খুব সুখবর। সেই জন্যই আমার পরম আনন্দ। আমার দ্বারা সে ঘটনা ঘটিতেছে, ইহাতে আমার আরও আনন্দ।"

আমি বলিলাম,—"তুমি এতও বকিতে পার। তোমার দ্বারা কিছুই ঘটে নাই। যে এত বকা তাহার দ্বারা কি কোন কাজ হয়?"

রমেশ বলিলেন,—"কি! হয় না? এই দেখ।" বলিয়া রমেশ হস্তস্থিত পত্র আমার হস্তে প্রদান করিলেন।

আমি পত্র খুলিয়া পাঠ করিলাম—

"এতদ্দারা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে, বাদ খোরাকী ও বাসা খরচ, মাসিক ১০০৲ একশত টাকা বেতনে আমার বাটীতে থাকিয়া বালিকাগণের শিক্ষকতা ও তদনুরূপ অন্যান্য কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলাম।

"তিনি শীঘ্র আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন ইহাই অনুরোধ। ইতি।

রাধিকাপ্রসাদ রায়।

আনন্দধাম—শক্তিপুর।"

আমি পত্র পাঠ করিয়া অবাক হইলাম; ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম,—"কাণ্ডটা কি রমেশ?"

রমেশ বলিলেন,—"সামান্য কথা। তোমার যেরূপ গুণ, যেরূপ ক্ষমতা তাহাতে এ কার্য্য তোমার পক্ষে অতি সামান্য। সামান্যই হউক, আর বড়ই হউক, আমার যত্নে তোমার যে একটুও উপকার হইল, ইহা আমার পরম আহ্লাদ।"

আমি বলিলাম,—"তা বেশ। এখন এ ব্যাপারটা কি আমাকে বল।"

রমেশ বলিলেন,—"ব্যাপার তো তুমি নিজ চক্ষেই দেখিলে। কখন শক্তিপুর যাইতেছ বল।"

আমি বলিলাম,—"না জানিয়া শুনিয়া যাইব কিনা বলি কেমন করিয়া?"

রমেশ বলিলেন,—"সে কি? জানিবে কি? শক্তিপুরের সুবিখ্যাত জমীদার, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী, রাধিকা প্রসাদ রায়ের কথা কে না জানে?"

আমি বলিলাম,—"আমি রাধিকা প্রসাদ রায়ের নাম জানি, তিনি যে একজন বড় জমীদার তাহাও আমি শুনিয়াছি, এবং তাঁহারা সপরিবারে যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাহাও আমার অবিদিত নাই। আমি তোমাকে সে সব কথা জিজ্ঞাসিতেছি না। কেমন করিয়া এ পত্র তোমার হস্তগত হইল, কিরূপে এ কাজ যোগাড় হইল, তাহাই বল।"

রমেশ বলিলেন,—

"যোগাড়—যোগাড়ের কথা কও কেন? বলি শুন। জানত তুমি আমি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম পরিবার ঘোষ মহাশয়দিগের বাটীতে বালক বালিকার শিক্ষকতা করি।"

আমি বলিলাম,—"জানি; তার পর বল।"

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"একদিন রায় মহাশয়ের দুইটী অবিবাহিতা কন্যাকে আমি তদ্গত চিত্তে "মেঘনাদ বধ কাব্য" পড়াইতেছি। যে খানে—

> "বরিষার কালে, সখি, প্লাবন পীড়নে
> কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
> বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
> দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
> তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো সরমে।"

বলিয়া সীতা সরমার সমীপে পঞ্চবটী বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন, সেই স্থানে আমাদের পড়া চলিতেছে। আমি রায় মহাশয়ের বালিকা-দ্বয়ের সমক্ষে কখন শিখি-শিখিনী নাচাইতেছি, করভ-করভী, মৃগ-মৃগী প্রভৃতির আতিথ্য-সৎকার করিতেছি এবং তরুসহ নব লতিকার বিবাহ দিতেছি, আর কখন প

——তরল সলিলে
ন যেন, নব তারাবলী ;
কান্ত-কান্তি————

থা যায় তাহা বুঝাইতেছি। পড়া খুব চলিতেছে।
দের ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—'রমেশ বাবু, একটা
আমরা সকলেই হঠাৎ তাঁহার কথা শুনিয়া চমকিয়া
য কখন সেখানে আসিয়াছেন, তাহা আমরা কেহই
মাই। তিনি আপনিই বলিলেন, 'আমি অনেক
পাছে আপনার ব্যাখ্যার বাধা জন্মে বলিয়া
নাই।' আমি বলিলাম, 'আমাকে কি বলিবেন ?
নি বলিলেন, 'শক্তিপুরে আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত
রায় মহাশয় তাঁহার বালিকাদ্বয়ের জন্য এক জন
বাপন্ন শিক্ষক পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। আপনার
হান লোক আছেন কি ?' বলা বাহুল্য যে তোমার
ন গাঁথাই ছিল। আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে
লাম, 'অতি সচ্চরিত্র সুযোগ্য লোক আমার সন্ধানে
নি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—'আপনি আমাকে
কণ্ঠা হইতে নিষ্কৃতি দিলেন দেখিতেছি। লোকের
ন বড় চিন্তা করিতেছি। পূর্ব্বে আপনাকে বলিলে
াক স্থির করিয়া পাঠান হইয়া যাইত। আপনি
য়কে বিশেষ সচ্চরিত্র এবং যোগ্য লোক বলিয়া
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে পরের কাজ
ী থাকিতে হইতেছে, সুতরাং একটু বিশেষ করিয়া
আপনি যে লোকের কথা বলিতেছেন তাঁহার কোন
?' আমি বলিলাম, 'রাশি রাশি।' তিনি বলি-
দয়া করিয়া তাঁহার দুই এক খানি প্রশংসা পত্র
াহা হইলে বড় উপকৃত হই। কল্য আসিবার
বেন কি ?' আমি বলিলাম,—'কল্য কেন, আমি

আবশ্যক তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া, র[illegible] বাসায় আহার করিতে যাত্রা করিলাম।

প্রথমতঃ সেখানে আহার করিতে, তাহার পর [illegible]দিনের জন্য রমেশের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে রাত্রি অনেক হইয়া পড়িল। ১২টা বাজিয়া গেল। তখন আমি বাসায় ফিরিবার জন্য বাহির হইলাম। মনটা বড়ই উচাটন ছিল। এই চিরপরিচিত আত্মীয়গণকে ছাড়িয়া চলিতে হইতেছে—যেখানে যাইতেছি তাহারা কেমন লোক তাহা জানি না, আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহাই বা কে বলিবে, যাহাদের শিক্ষকতা করিতে হইবে তাহারা কেমন প্রকৃতির ছাত্রী তাহাই বা কে জানে, জানি না অদৃষ্টে কি আছে! বোধ হইতেছে যেন এই ঘটনার সহিত আমার সমস্ত জীবন বাঁধা থাকিবে, যেন এই ঘটনা আমাকে আজীবন কাল ঘুরাইবে। কি জানি মন কেন এমন করিতেছে। জানি না জানি, বুঝি না বুঝি, মনটা বড়ই উদাস হইয়াছে। এমন বাঞ্ছনীয় সৌভাগ্য উপস্থিত, সাংসারিক ক্লেশ হইতে—এই ঘোর পয়সার টানাটানি হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপায় এখন করতল-গত, তথাপি মন এমন হইল কেন? কেমন করিয়া বলিব? জানি না মনের ভাব এমন কেন হয়।

পথে বাহির হইয়া ইচ্ছা হইল সোজা পথে না ফিরিয়া একটু ঘুরিয়া যাই। হয়ত তাহাতে মন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইতে পারে। এই ভাবিয়া আমি বেড়াইতে বেড়াইতে সর্কুলার রোডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন সুবিমল চন্দ্র-কিরণে ধরণী সমুজ্জ্বল। সরকুলার রোড জনহীন—নিস্তব্ধ। চন্দ্রালোকে সম্মুখে ও পশ্চাতে বহুদূর পরিষ্কার রূপ দেখা যাইতেছে। কোথাও একখানি গাড়ি নাই—একটী মানুষ নাই! কেবল স্থানে স্থানে এক একজন পাহারাওয়ালা হয় গাছ হেলান দিয়া, না হয় কোন দোকানের পাটাতনে বসিয়া, নয় কোন বাটীর বারান্দায় আশ্রয় লইয়া ঘুমাইতেছে। সারি সারি—পরে পরে রমণীয় গ্যাসালোক দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে; বোধ হইতেছে

তাতার কণ্ঠে হীরক-মালিকা সাজাইয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে আমি চলিতে লাগিলাম। প্রকৃতির প্রশান্ত মাধুর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আমি গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ আমি মাণিকতলা ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নূতন পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেমন ভাবে চলিব, ছাত্রীগণের সহিত কেমন ব্যবহার করিব, ছাত্রীরাও সম্ভবতঃ আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, গৃহস্বামী জমীদার মহাশয় আমার সহিত কেমন ভাবে ব্যবহার করিবেন, আমিই বা তাঁহাকে কিরূপ সম্মান করিব, ছাত্রীগুলি দেখিতে কেমন, তাঁহাদের সহিত আমার মনের ঐক্য ঘটিবে কিনা, এই সকল বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনায় আমার মন নিবিষ্ট। তখন সহসা কে যেন ধীরে আমার পৃষ্ঠদেশ কোমল করে স্পর্শ করিল! আমার সমস্ত চিন্তা-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল—আমি অতীব বিস্ময় সহকারে করস্থ যষ্টি সজোরে ধারণ করিয়া ফিরিয়া চাহিলাম,—দেখিলাম কি?

দেখিলাম সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল, গ্যাসালোক প্রদীপ্ত সুবিস্তৃত পথি-মধ্যে শুক্লবসনা সুন্দরী! সুন্দরী গম্ভীর ও অনুসন্ধিৎসু ভাবে আমার বদনের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে—তাহার উর্দ্ধোত্তোলিত হস্ত পার্শ্বস্থ পথাভিমুখে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কামিনী কি স্বর্গের সুস্নিগ্ধ নিকেতন হইতে এস্থলে ধীরে ধীরে অবতারিত হইল, অথবা সহসা ভূপৃষ্ঠ বিদারণ করিয়া এ স্থানে উপস্থিত হইল!

আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। এরূপ অজ্ঞাত পূর্ব্ব ভাবে, এমন জনহীন স্থানে, এমন গভীর রাত্রিকালে সহসা সেই বিস্ময়-জনক মূর্ত্তি দেখিয়া আমি অবাক হইলাম; কি বলিতে হইবে, কি করিতে হইবে, তাহা আমার মনে হইল না। সুন্দরী প্রথমেই কথা কহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"পাথুরিয়াঘাটা যাইবার পথ কি এই?"

প্রশ্নকারিণীর বদনমণ্ডল আমি একবার বিশেষ রূপে দেখিলাম। দেখিলাম তাঁহার বর্ণ পাণ্ডু, বদন যৌবন শ্রীতেপূর্ণ—কিছু লম্বাটে—বড় বিষণ্ণতাযুক্ত। নয়নদ্বয় আয়ত, গম্ভীর স্থির। অধরোষ্ঠ চঞ্চল। মস্তকে

ঘন কৃষ্ণ নিবিড় কেশ কলাপ। যুবতীর ব্যবহারে কোন প্রকার বিসদৃশ অথবা কোন হীন জনোচিত ভাব পরিলক্ষিত হইল না। তাঁহাকে শান্ত ও স্থির প্রকৃতির লোক বলিয়াই মনে হইল। বোধ হইল, তিনি বিষাদ-ভারে নিপিড়ীত এবং কথঞ্চিৎ সন্দিগ্ধচিত্ত। তাঁহার সহিত আমার অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই। যাহা শুনিয়াছি তাহাতে বুঝিলাম, তাঁহার কথা কিছু দ্রুত। তাঁহার এক হস্তে একটী ক্ষুদ্র পুঁটুলি। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, এবং গাত্রাবরণী জামা, পরিস্কার ও শুক্লবর্ণ। কে এ রমণী এবং কেনই বা এই গভীর রাত্রিকালে এ জনপথে আসিয়া উপনীত হইল, তাহা আমি অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা আমি নিঃসংশয়িতরূপে মীমাংসা করিলাম যে, এই ঘোর রাত্রিকালে ও এতাদৃশ নির্জ্জন প্রদেশে এই রমণীর সহিত কথোপকথন করিয়া, নিরতিশয় ইতর-স্বভাব মনুষ্যের মনেও কদাচ কোন দুরভিসন্ধি স্থান পাইতে পারে না; অথবা তাঁহার বাক্যের কোন বিরুদ্ধ অভিপ্রায় কল্পিত হইতে পারে না। যুবতী পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি শুনিলেন কি? আমি জিজ্ঞাসিতেছিলাম, পাথুরিয়াঘাটা যাইবার কি এই পথ?"

আমি উত্তর দিলাম,—"হাঁ, এই পথ দিয়া যাইলে পাথুরিয়াঘাটা যাওয়া যাইতে পারে। আমি প্রথমেই আপনার কথার উত্তর দিই নাই বলিয়া অমার দোষ গ্রহণ করিবেন না; আমি সহসা আপনাকে এস্থানে দেখিয়া কিয়ৎপরিমাণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখনও আমি আপনার এস্থানে, এ অসময়ে আগমনের কোনই কারণ স্থির করিতে পারি নাই।"

"আমি কোন মন্দ কার্য্য করিয়াছি বলিয়া আপনি সন্দেহ করিতেছেন কি? কেন? আমিতো কোনই অন্যায় কার্য্য করি নাই। সম্প্রতি আমার কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল—এ অসময়ে এস্থানে আমাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য প্রযুক্তই আসিতে হইয়াছে। কিন্তু আপনি আমাকে সন্দেহ করিতেছেন কেন?"

প্রয়োজনাতিরিক্ত অনুনয় ও উদ্বেগ সহকারে যুবতী কথা কয়েকটী বলিয়া সভয়ে আমার নিকট হইতে কিয়দ্দূর পিছাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে নিরুদ্বিগ্ন ও প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলাম। বলিলাম,—

"আপনার সম্বন্ধে সন্দেহ সূচক কোন ভাবই আমার মনে নাই, এবং যতদূর সম্ভব আপনার সাহায্য করিবার ইচ্ছা ব্যতীত আমার অন্য কোন প্রকার বাসনাও নাই। আপনি আমার চক্ষুগোচর হইবার পূর্ব্বে এই রাজপথ সম্পূর্ণরূপ জনহীন ছিল; তাহার পর হঠাৎ আপনাকে দেখায় আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে এবং তাহাই আমি ব্যক্ত করিয়াছি। সন্দেহের কথা আপনি মনেও স্থান দিবেন না।"

যুবতী সন্নিহিত একটী বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন,—

"আমি আপনার পদ-শব্দ শুনিয়া ঐ বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম লোকটী ভদ্রলোক কি না,—তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করা যায় কি না। যতক্ষণ আপনি আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া না গেলেন, ততক্ষণ মনে কতই ভয় ও কতই সন্দেহ হইতে লাগিল। তাহার পর অলক্ষিত ভাবে আপনাকে স্পর্শ করিলাম।"

আমি ভাবিলাম, লুকাইয়া আসিয়া স্পর্শ করা কেন? ডাকিলে কি দোষ হইত? কি জানি! এ স্ত্রীলোকের সকলই আশ্চর্য্য! সুন্দরী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি কি? আমি সম্প্রতি কোন দুর্ঘটনায় পড়িয়াছিলাম, সে জন্য আপনি কোন মন্দ ভাব গ্রহণ করিবেন না।" তাহার পর যুবতী, যেন কি বলিতে হইবে বা কি করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, কিছু অস্থির হইয়া উঠিলেন। হস্তস্থিত পুঁটুলি এক হস্ত হইতে অপর হস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং বারংবার সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এই সহায়হীনা বিপন্না স্ত্রীলোকের অবস্থা আমার হৃদয়ে আঘাত করিল, তাঁহাকে সাহায্য করিবার এবং তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিবার

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমার সর্ব্ব প্রকার বিচার শক্তি, সাবধানতা প্রভৃতির অপেক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। বলিলাম,—

"নির্দ্দোষ কার্য্যে আপনি অনায়াসে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন। আপনার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করিতে যদি কষ্ট হয় তাহা হইলে সে প্রসঙ্গ আর মনেও করিবেন না। আপনার সমস্ত বিষয় জানিতে চেষ্টা করা আমার অধিকারের বহির্ভূত। এক্ষণে কি কার্য্যে আপনার সাহায্য করিতে পারি তাহা বলুন; যদি তাহা আমার সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব।"

"আপনি বড়ই দয়ালু। আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আমি আর একবার মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখানকার কিছুই জানি না। রাত্রি কি অনেক হইয়াছে? নিকটে কোথাও কি গাড়ি পাওয়া যায় না? আমিতো কিছুই জানি না। কলিকাতায় আমার এক আত্মীয় আছেন, তাঁহার নিকট যাইলে আমি সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব। কোথায় গাড়ি পাওয়া যায় যদি আপনি আমাকে দেখাইয়া দিতেন এবং যদি প্রতিজ্ঞা করিতেন আমার যেখানে যখন ইচ্ছা আমি চলিয়া যাইব, তাহাতে আপনি কোন বাধা দিবেন না—আর আমি কিছু চাই না—আপনি প্রতিজ্ঞা করিবেন কি?"

অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে সুন্দরী সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন হস্তস্থিত পুঁটুলি বারংবার হস্তান্তরিত করিতে লাগিলেন এবং বারংবার সভয় ও সানুনয় দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আপনি প্রতিজ্ঞা করিবেন কি?"

আমি করি কি? আশ্রয়হীনা বিপন্না অপরিচিতা স্ত্রীলোক অদ্য আমার করুণা প্রার্থনায় সম্মুখে দণ্ডায়মান। নিকটে কোন বাটী নাই, পথ দিয়া কেহ যাইতেছে না যে তাহার সহিত একটা পরামর্শ করি, জানি না এ স্ত্রীলোকের কি অভিপ্রায়, জানিলেও তাহার কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে আমার কোনই অধিকার নাই। ভবিষ্যৎ ঘটনার

ছায়া যে কাগজে লিখিতেছি তাহাও যেন অন্ধকার করিয়া তুলিতেছে, কাজেই এই কয় পঁক্তিতে আত্মবিশ্বাসের রেখা দেখা যাইতেছে। তথাপি বল দেখি পাঠক! আমি এ অবস্থায় করি কি?

অন্ততঃ কি উত্তর দিব তাহা ভাবিবার জন্য একটু সময় চাই। একটু সময় পাইবার জন্য সুন্দরীকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আপনি নিশ্চিত জানেন এই গভীর রাত্রে আপনার কলিকাতাস্থ আত্মীয় আপনাকে সমাদর সহকারে স্থান দিবেন?"

"তাহাতে কোনই সংশয় নাই। আপনি কেবল বলুন যে, যখন যেরূপে ইচ্ছা আমাকে চলিয়া যাইতে দিবেন—আমার কার্য্যে কোন বাধা দিবেন না। আপনি এ প্রতিজ্ঞা করিবেন কি?"

তৃতীয় বার প্রতিজ্ঞার কথা বলিবার সময় সুন্দরী আমার সমীপস্থ হইলেন এবং সহসা আমার অজ্ঞাতসারে তাঁহার কৃশ হস্ত আমার বক্ষদেশে স্থাপিত করিলেন! ভাবিয়া দেখ পাঠক, একজন স্ত্রীলোক—বিপন্না, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোক আমাকে বার বার করুণভাবে জিজ্ঞাসিতেছেন,—

"আপনি এ প্রতিজ্ঞা করিবেন কি?"

"হাঁ।"

আমার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল!

কি ভয়ানক! এই একটা সতত ব্যবহৃত, সর্ব্বজন রসনাস্থ ক্ষুদ্র বাক্য আমাকে দারুণ সত্য বন্ধনে বদ্ধ করিল। ওঃ! এখনও লিখিতে লিখিতে কাঁপিয়া উঠিতেছি!

তাহার পর আমরা সিমলার অভিমুখে চলিলাম। যে রমণী আমার সঙ্গে চলিল তাহার নাম, তাহার চরিত্র, তাহার বৃত্তান্ত, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, তাহার সকল কথাই আমার পক্ষে অপরিমেয় রহস্য পূর্ণ। সকলই যেন স্বপ্নের ন্যায়। আমি সেই দেবেন্দ্রনাথ বসু বটি তো? এই সেই মাণিকতলা ষ্ট্রীট বটে তো? আমি নিস্তব্ধ—অবাক্—অসীম চিন্তা সাগরে ভাসমান। যুবতীর বাক্যে আবার আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল।

"আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কলিকাতার অনেক লোককে চেনেন কি?"

"হাঁ অনেককে চিনি।"

যুবতী বড়ই সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—

"অনেক ধনবান লড় লোককে চেনেন কি?"

আমি কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম,—

"কাহাকে কাহাকে চিনি।"

"রাজা উপাধিধারী অনেক লোককে চেনেন?"

প্রশ্নসহ যুবতী আমার বদনের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন।

আমি উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

"আমি ভরসা করি আপনি একজন রাজাকে জানেন না।"

"তাঁহার নাম বলিবেন কি?"

সুন্দরী মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধোত্তোলিত করিয়া নাড়িতে নাড়িতে উচ্চৈঃস্বরে পরুষভাবে বলিলেন,—

"আমি পারি না—আমি সাহস করি না—সে নাম উচ্চারণ করিতে হইলে আমি আত্ম বিস্মৃত হইয়া পড়ি।" তাহার পর সুন্দরী অনতিবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

"বলুন আপনি কোন্ রাজাকে জানেন না।"

এই সামান্য বিষয়ে তাঁহাকে সন্তুষ্ট না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিন জন রাজার নাম করিলাম। একজন রাজার পুস্তকালয়ের আমি কিছুদিন অধ্যক্ষ ছিলাম, আর একজনের একটী পুত্রকে কিছুদিন পাঠ বলিয়া দিতাম, আর একজনকে সংবাদ পত্র পড়িয়া শুনাইবার জন্য কিছুকাল নিযুক্ত ছিলাম।

সুন্দরী নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন, "আঃ! তবে আপনি তাহাকে জানেন না!"

"আপনি নিজেও কি একজন বড় জমিদার?"

"আমি একজন সামান্য শিক্ষক মাত্র।"

আমার মুখ হইতে এই উত্তর নির্গত হইবামাত্র যুবতী তাঁহার স্বভাবসুলভ সরলতা সহকারে আমার হস্ত ধারণ করিলেন এবং আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—

"বড় জমিদার নহেন—ধন্য জগদীশ্বর! আমি তবে আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি।"

এতক্ষণ আমি ক্রমাগত আমার প্রবর্দ্ধমান কৌতূহল দমন করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু অতঃপর আর তাহা পারিলাম না। জিজ্ঞাসিলাম

"আমার বোধ হইতেছে, কোন বিশেষ বিখ্যাত জমিদারের উপর বিরক্ত হইবার আপনার গুরুতর কারণ আছে। আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনি যে জমিদারের নাম পর্য্যন্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না, তিনি হয়ত আপনার প্রতি কোন কঠিন অত্যাচার করিয়া থাকিবেন। সেই ব্যক্তির জন্যই কি আপনাকে এই অসময়ে এরূপ স্থলে আসিতে হইয়াছে?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, আমাকে আর সে কথা বলিতে বলিবেন না। আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিয়াছি। এক্ষণে কোন কথা না কহিয়া আপনি যদি দয়া করিয়া একটু দ্রুত চলেন, তাহা হইলে আমি যৎপরোনাস্তি অনুগৃহীত হইব।"

আবার আমরা দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া একটীও কথা বাহির হইল না। অলক্ষিত ভাবে আমি এক একবার তাঁহার বদনের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। বদনের সেই ভাব। ওষ্ঠাধর সংলগ্ন; ললাটের ক্রুদ্ধ ভাব, নেত্রদ্বয়ের সতেজ অথচ উদ্দেশ্যবিহীন সম্মুখ দৃষ্টি। আমরা হেদোর স্কুলের নিকটস্থ হইয়াছি প্রায়, এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি কি কলিকাতাতেই থাকেন?"

আমি বলিলাম, 'হাঁ' কিন্তু তখনই মনে হইল, কি জানি সুন্দরী যদি আমার নিকট কোন সহায়তা প্রার্থনা করেন, অথবা উপদেশ

জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার ভবন ত্যাগ হেতু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে; এজন্য অগ্রেই তাঁহার আশা-ভঙ্গের সম্ভাবনা তিরোহিত করিয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া বলিলাম, "কিন্তু কল্য হইতে এখন কিছু দিনের জন্য আমি কলিকাতা ত্যাগ করিতেছি। আমি বিদেশে যাইতেছি।"

তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায়? উত্তর অঞ্চলে, কি দক্ষিণ অঞ্চলে?"

আমি বলিলাম,—"এখান হইতে উত্তরে—শক্তিপুরে।"

তিনি সাদরে বলিলেন,—"শক্তিপুর! আহা! আমিও এখনই সেখানে যাইতে পারিতাম! এক সময়ে শক্তিপুরে আমি সুখে ছিলাম।"

এই সূত্রে সুন্দরীর অপরিজ্ঞাত কাহিনীর কিয়দংশ জানিতে চেষ্টা করিবার জন্য আবার আমার কৌতূহল জন্মিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "বোধ হয় সুশ্যামল সুশীতল শক্তিপুর প্রদেশেই আপনার জন্মস্থান?"

তিনি উত্তর দিলেন, "না, হুগলী জেলা আমার জন্ম ভূমি। আমি অত্যল্প কাল শক্তিপুরে থাকিয়া সেখানকার বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম।—শ্যামল—শীতল তাহাতো আমি জানি না। কেবল আনন্দধাম নামক পল্লী, আর আনন্দধাম নামক বাটী দেখিতে আমার সাধ করে!"

আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। আমার মনের তখন ঘোর কৌতূহলাকুল অবস্থা, তাহার উপর এই অপরিজ্ঞেয়া রহস্যপূর্ণা সঙ্গিনী আমাকে নিয়তি যে রাধিকা বাবুর বাটীতে লইয়া যাইতেছে, সেই রাধিকা বাবুর সেই বাটীর নাম, এবং পল্লীর নাম উচ্চারণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া তুলিল!

আমি দাঁড়াইবামাত্র সুন্দরী সভয়ে চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেহ কি পশ্চাৎ হইতে আমাদের ডাকিতেছে?"

'না, না, কেহ ডাকে নাই—কোন ভয় নাই। কয়েক দিবস পূর্ব্বে এক জন লোকের মুখে আমি আনন্দধামের নাম শুনিয়াছিলাম—আজি আবার আপনার মুখে সেই নাম শুনিয়া আমার

আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল।" সুন্দরী দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—"শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর স্বর্গ-লাভ হইয়াছে, তাঁহার স্বামীও জীবিত নাই। হয়ত তাঁহাদের ক্ষুদ্র কন্যাটীরও এতদিন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জানি না, এখন কে আনন্দধামে আছে। যদি সে বংশের এখনও কেহ সেখানে থাকে, আমি বরদেশ্বরী দেবীর মায়ায় তাহা-দিগকেও নিশ্চয়ই অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিব না।"

যুবতী আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু পার্শ্বে অনতিদূরে একজন পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সভয়ে আমার বাহু ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছে কি?"

পাহারাওয়ালা একটা রেলের উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা দিতেছিল। সে আমাদিগকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু যুবতী বড়ই ব্যাকুল ও কাতর হইয়া উঠিলেন।

বলিলেন,—"গাড়ি দেখিতে পাইতেছেন কি? আমি বড় ক্লান্ত ও বড় ভীত হইয়াছি। আমি গাড়ির ভিতর দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।"

আমি বলিলাম হেদোর ধারে যে গাড়ির আড্‌ডা ছিল তাহা আমরা ছাড়াইয়া আসিয়াছি, সেখানে একখানিও গাড়ি ছিল না। এখন হয় সম্মুখস্থ বিডনস্কোয়ারে গাড়ির আড্‌ডা পর্য্যন্ত যাওয়া, না হয় কোন চল্‌তি গাড়ি পাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই।" আবার আমি শক্তিপুর সম্বন্ধীয় কথা উত্থাপন করিতে চেষ্টা করিলাম। বৃথা চেষ্টা; গাড়ির ভিতর দরজা বন্ধ করিয়া যাইবার জন্য তাঁহার এক্ষণে এমন ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে যে, আর কোন কথাই তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা যেখান দিয়া যাইতেছিলাম তাহারই অনতি-দূরে একটী বাটীর দ্বারে একখানি গাড়ি আসিয়া লাগিল। গাড়ি হইতে একটি লোক নামিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া প্রস্থান করি-

লেন। আমি তখনই সেই গাড়ির নিকটস্থ হইয়া গাড়োয়ানকে যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল,—"যদি আপনারা গঙ্গার ধারের দিকে যান তবে লইতে পারি। আমার সেই দিকে আস্তাবল। অন্য দিকে আমি যাইতে পারিব না। আমার ঘোড়া মারা যাইবে।"

সুন্দরী বলিলেন,—"তাহা হইলেই চলিবে। তাই চল।"

তিনি গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে গাড়োয়ান নেশাখোর নহে, নিতান্ত অভদ্র বলিয়াও বোধ হইতেছে না। আমি সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে যথাস্থানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিলাম।

তিনি বলিলেন,—"না, না, না। আমি বেশ নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছি—স্বচ্ছন্দ হইয়াছি। আপনি যদি ভদ্র লোক হন, তাহা হইলে আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। গাড়োয়ানকে যতক্ষণ আমি থামিতে না বলি, ততক্ষণ চলিতে বলিয়া দিউন। আমি বিদায় হই। আপনাকে শত শত ধন্যবাদ।"

গাড়ির দরজায় আমার হাত ছিল। তিনি উভয় হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"আমি দুঃখিনী। আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনাকে শত ধন্যবাদ।"

তাহার পর তিনি আমার হস্ত সরাইয়া দিলেন। গাড়ি চলিল। জানি না কেন, আমি গাড়ির পশ্চাতে একটু ছুটিলাম, ভাবিলাম গাড়ি থামাই—আবার পাছে তিনি ভীত হন ভাবিয়া অগ্র পশ্চাৎ করিতে লাগিলাম। একবার অনুচ্চস্বরে ডাকিলাম, কিন্তু সে স্বর শকট-চালকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ক্রমশঃ শকটের চক্র-ধ্বনি মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে গাড়ি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল—শুক্লবসনা সুন্দরী চলিয়া গেলেন!

প্রায় দশ মিনিট অতীত হইল, আমি পথের সেই পার্শ্বেই রহিয়াছি। এক একবার বা যন্ত্র পুত্তলীর ন্যায় দুই চারি পদ অগ্রসর হইতেছি, আবার তখনই স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছি। এক একবার মনে

হইতেছে যেন এখনই যে সকল ঘটনা ঘটিল, সে সকলই অলীক, সে সকলই স্বপ্ন; আবার যেন কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি ভাবিয়া মন নিতান্ত ত্যক্ত ও কাতর হইতেছে, অথচ কি করিলে যে ভাল হইত তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তখন কোথায় যাইতেছি, কি বা করিব সকলই ভুলিয়া গেলাম; আমার চিত্তে ঘোর চিন্তা-জনিত বিশৃঙ্খল ভাব ব্যতীত আর কিছুরই সংজ্ঞা ছিল না। এমন সময় আমার অব্যবহিত পশ্চাদাগত এক অতি দ্রুতগামী শকটের চক্র-নির্ঘোষ শ্রবণে আমার সংজ্ঞা সঞ্চার হইল—আমার জাগ্রৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল।

আমি বিডনগার্ডনের উত্তর পশ্চিম কোণে ফুটপাথের উপর দাঁড়াইলাম। স্থানটী অন্ধকার—আমাকে কেহ দেখিতে পাইল না। বিপরীত দিকে বারান্দার নিম্নে একজন পাহারাওয়ালা বসিয়াছিল। গাড়ি খানি আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। গাড়ি খানি বগী; তাহার উপর দুইজন লোক। একজন বলিল,—

"থাম! ওখানে একজন পাহারাওয়ালা রহিয়াছে—উহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।"

আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার অনতিদূরে গাড়ি থামিল। প্রথম বক্তা জিজ্ঞাসিল,—

"পাহারাওয়ালা, এ পথ দিয়া একজন স্ত্রীলোক যাইতে দেখিয়াছ?"

"কেমন ধারা স্ত্রীলোক বাবু?"

"বাদামে রঙ্গের কাপড় পড়া,"—

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—"না, না। আমরা তাহাকে যে কাপড় দিয়াছিলাম, তাহা তাহার বিছানায় পড়িয়াছিল। নিশ্চয়ই সে প্রথমে আমাদের নিকট যে কাপড় পরিয়া আসিয়াছিল, সেই কাপড় পরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পাহারাওয়ালা, সাদা কাপড় পরা—সাদা কাপড় পরা মেয়ে মানুষ।"

"না বাবু, আমি দেখি নাই।"

"যদি তুমি, কিম্বা পুলিসের কোন লোক তাহাকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাহাকে এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে। এই কাগজ লও, ইহাতে ঠিকানা লেখা আছে। আমি পাঠাইবার খরচা এবং উচিত মত বখসিস দিব।"

পাহারাওয়ালা সাগ্রহে কাগজ খানি গ্রহণ করিল।

"কি জন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করিব মহাশয়? সে করিয়াছে কি?"

"সে পাগল,—পলাইয়া আসিয়াছে। ভুলিও না। সাদা কাপড় পড়া মেয়ে মানুষ। চল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"সে পাগল—পলাইয়া আসিয়াছে।"

এই কয়েকটি কথা আমার জ্ঞানকে আর একদিকে লইয়া চলিল। এখন মনে হইতে লাগিল, 'তাঁহার কোন কার্য্যেই আমি বাধা দিব না,' আমার এই প্রতিজ্ঞার পর তিনি আমাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, হয় স্ত্রীলোকটি স্বভাবতঃই চঞ্চল, না হয় লক্ষ্য শূন্য, না হয় ভুতপূর্ব্ব কোন ভীতিজনক দুর্ঘটনা হেতু তাঁহার মানসিক শক্তি কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত। কিন্তু ইহা আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, সম্পূর্ণ পাগলামির কোন চিহ্নই আমি দেখিতে পাই নাই।

আমি করিলাম কি? যাহা করিলাম তাহার দুই মীমাংসা সম্ভবে। এক, হয়ত আমি একজন অকারণ উৎপীড়িতা স্ত্রীলোকের নিষ্কৃতির সহায়তা করিলাম। আর না হয়ত, যে দুর্ভাগিনী উন্মাদিনীর কার্য্য আমার ধীর ভাবে সংযত করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল, তাহা না করিয়া তাহাকে এই জনাকীর্ণ কলিকাতার মাঝ খানে

ছাড়িয়া দিলাম। বড় শক্ত কথা! এসকল কথা পূর্ব্বে কেন ভাবি নাই বলিয়া এখন আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইল।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম। তখন শয়নের চেষ্টা করা অনর্থক। সে অস্থির চিন্তা-সমাকুল চিত্তে কি ঘুম আইসে? আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমাকে শক্তিপুর যাত্রা করিতে হইবে। ভাবিলাম অধ্যয়ন করিলে হয়ত চিন্তার কতকটা শান্তি ঘটিবে। কিন্তু পুস্তকের পত্র ও আমার চক্ষু এতদুভয়ের মধ্যে সেই অবগুণ্ঠনা সুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইল;—পড়া হইল না। আহা! সে আশ্রয়-হীনা স্ত্রীলোকের কি কোন বিপদ ঘটিয়াছে? এ চিন্তা করিতে সাহস হইল না—সভয়ে এ চিন্তাকে মন হইতে দূর করিলাম। কিন্তু তথাপি তথাবিধ নানা প্রকার অপ্রীতিকর প্রশ্ন স্বতঃই মনে সমুদিত হইতে লাগিল। কোথায় তিনি গাড়ি থামাইয়াছেন? এখন তাঁহার কি অবস্থা? যাহারা বগী করিয়া যাইতেছিল তাহারা কি তাঁহার সন্ধান পাইয়া ধরিতে পারিয়াছে? অথবা এখনও কি তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে? তিনি এবং আমি আমরা উভয়েই কি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথ দিয়া অপরিজ্ঞেয় ভবিষ্যতের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান উদ্দেশে চলিতেছি—আবার কি সেই নির্দ্ধারিত স্থানে আমাদের পুনঃ সাক্ষাৎ ঘটিবে?

বাসার দরজা বন্ধ করিয়া, কলিকাতার আমোদ, বন্ধু বান্ধব, এবং এখানকার ছাত্রবর্গের মায়া ত্যাগ করিয়া যখন আমার প্রস্থান করিবার ও জীবন নাটকের এক নূতন অঙ্কে প্রবেশ করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন যেন আমার চিন্তার কতকটা নিষ্কৃতি হইল মনে হইতে লাগিল। রেলওয়ে ষ্টেশনের মহা গোলমালে আমার চিত্ত আরও একটু প্রশমিত হইল।

গোল—উৎকণ্ঠা সঙ্গে সঙ্গে। তিনটা ষ্টেশন যাওয়ার পর গাড়ির কলখানি ভাঙ্গিয়া গেল। মহাবিপদ! আমাকে অগত্যা সেই স্থানে নিরুপায় হইয়া কয়েক ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হইল। যখন আর এক নূতন গাড়ি আসিয়া আমাকে শক্তিপুরে পৌঁছাইয়া দিল,

তখন রাত্রি দশটা। অন্ধকার যাহার নাম। রাধিকা প্রসাদ রায় মহাশয়ের গাড়ি আমার নিমিত্ত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। সে অন্ধকারে গাড়ি কি ছাই দেখিতে পাওয়া যায়? অতি কষ্টে গাড়িতে উঠিলাম। কোচম্যান আমার অত্যধিক বিলম্ব হওয়ায় আমার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিল; এজন্য আমার সহিত বড় একটা বাক্যালাপ করিল না। কোচম্যান কথা কহুক, আর নাই কহুক, গাড়ি চলিতে লাগিল। রাত্রি যখন প্রায় বারো তখন গাড়ি গিয়া রাধিকা প্রসাদ রায় মহাশয়ের বাটীতে পৌছিল। একজন উচ্চশ্রেণীর চাকর আমাকে "আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, বাটীর লোকজন সকলেই শয়ন করিয়াছেন, আজি রাত্রে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট। আমি সে জন্য বড় আগ্রহও করিলাম না। আমার আহার্য্য প্রস্তুত ছিল; যথাসাধ্য আহার করিলাম। তাহার পর লোকটী আমাকে শয়ন করিবার স্থানে লইয়া গেল। আমি কল্য রাত্রে নিদ্রা যাই নাই—অদ্যও ক্লান্তি কিছু মন্দ হয় নাই। শয়ন করিলাম। এখন স্বপ্ন দেবী কত কি রঙ্গ দেখাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। সেই শুক্লবসনা সুন্দরী-মূর্ত্তি আমার নিদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া আবার দেখা দিবেন নাকি? হয়ত এই আনন্দ-ধামের ব্যক্তিগণের অপরিচিত আকৃতিই আমার নেত্র-সমক্ষে উপস্থিত হইবে! মনে হইল, এ বড় মন্দ নয়; যাহাদের কোন ব্যক্তির সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় নাই, আমি তাহাদের বাটিতে আজি পরমাত্মীয় ভাবে নিদ্রা দিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঘুম ভাঙ্গিতে একটু বেলা হইল। শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিবামাত্র পূর্ব্ব পরিচিত লোকটী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমার তখন যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিল। আমি প্রাতঃকৃত্য সমস্ত সমাপন করিয়া পুনরায় সেই ঘরে আসিবামাত্র একজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত দুই চারি কথা কহিয়া বুঝিলাম যে, তিনি আমার ভবিষ্যৎ ছাত্রীগণের অভিভাবিকা। তাঁহার নাম অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর মুখে শুনিলাম, আমার ছাত্রীদ্বয়ের মধ্যে একজনই অধ্যয়নানুরাগিনী, অপরা তাঁহার সঙ্গের সাথি মাত্র। যাঁহার অধ্যয়নে অনুরাগ আছে তাঁহার নাম লীলাবতী, তিনি রাধিকা প্রসাদ রায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। রাধিকা প্রসাদ রায় স্ত্রী-পুত্র-হীন। তাঁহার শরীরের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। বয়সও নিতান্ত কম নহে। সুতরাং তাঁহার বিবাহ করিবার ও পুত্র হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কাজেই লীলাবতী তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধি-কারিণী। তদ্ভিন্ন লীলাবতীর যে স্ত্রীধন আছে এবং তাঁহার পিতা বিবাহের পর কন্যা যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন বলিয়া উইলে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও প্রচুর সম্পত্তি। তাঁহার বয়স প্রায় সতের বৎসর। আমার দ্বিতীয়া ছাত্রীর নাম মনোরমা। তিনি লীলাবতীর মাসতুতো ভগ্নী। এ সংসারে মনোরমার আপনার বলিতে কেহই নাই। তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই, সহোদর নাই, সহো-দরা নাই। শক্তিপুরের রায় পরিবার ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া বিবাহাদি বিষয়ে যেরূপ উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, মনোরমার পিতামাতা খাটী হিন্দু ছিলেন বলিয়া তাহা করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা গৌরি-দানের ফললাভার্থ আট বৎসর বয়সের মধ্যেই মনো-রমার বিবাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে মনোরমার সে স্বামীও নাই—

মনোরমা বিধবা! লীলাবতী বাল্যকালে ক্রমাগত মনোরমার সহিত একত্রে থাকিতেন, খেলা করিতেন ও বেড়াইতেন। মনোরমার স্বামী-বিয়োগের পর হইতে লীলাবতী জেদ করিয়া তাঁহাকে এখানে আনিয়াছেন। মনোরমার বয়স প্রায় উনাশ। এই দুই ভগ্নীর একের প্রতি অপরের মমতা সহোদরা ভগ্নীর অপেক্ষাও অধিক। মনোরমা পড়িতে তত ভাল বাসিতেন না, কিন্তু লীলাবতী পড়া শুনা বড় ভাল বাসেন। স্নেহ-পরায়ণা মনোরমার সমস্ত বাসনা লীলাবতীর সুখের উদ্দেশে লক্ষিত। দিদি পড়াশুনা করিলে লীলাবতী সুখী হয়; কাজেই মনোরমার পড়া শুনা করিতে হয়। লীলাবতী পিতৃমাতৃ-হীনা। রুগ্ন খুল্লতাত তাঁহার এক মাত্র অভিভাবক।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর মুখে এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া আমি বিস্তর উপকৃত হইলাম। যাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা বাস করিতে হইবে তাঁহাদের বৃত্তান্ত পূর্ব্ব হইতেই যতদূর সম্ভব জানা আবশ্যক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"রাধিকা প্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত ও আমার ছাত্রী-দিগের সহিত কোন্ সময়ে আমার আলাপ হইবে?"

অন্নপূর্ণা দেবী বলিলেন,—"কর্ত্তার সহিত কখন দেখা হইবে তাহা বলা সহজ নয়। তিনি সর্ব্বদা শরীর ও ঔষধ লইয়া যেরূপ ব্যস্ত তাহাতে তাঁহার সহিত দুই এক দিনের মধ্যে দেখা হইবে কি না বলিতে পারি না। আপনার আগমন সংবাদ তিনি পাই-য়াছেন। হয়ত এখনই চাকর আপনাকে ডাকিতে আসিবে। তাঁহার ইচ্ছার কথা আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। আপনার ছাত্রীদের মধ্যে লীলাবতীর আজ সামান্য একটু অসুখ করিয়াছে, এজন্য বোধ হয় তিনি এ বেলা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। মনোরমার সহিত আপনার এখনই সাক্ষাৎ হইবে; আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আমাকে সঙ্গে লইয়া এক সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠ মূল্যবান ও সুদৃশ্য

কোচ, চেয়ার, সোফা, আলমারি প্রভৃতিতে পূর্ণ। পদতলে অতি রমণীয় কার্পেট বিস্তৃত। ভিত্তি-গাত্রে মহার্ঘ তৈল-বর্ণে চিত্রিত নানাবিধ চিত্র বিলম্বিত। আলমারির মধ্যে বহুবিধ অত্যুজ্জ্বল আবরণ যুক্ত পুস্তকসমূহ হীরকের ন্যায় ঝলসিতেছে। একখানি পরম রমণীয় মেহগিনি টেবিলের উপর নানা প্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ, নয়ন বিনোদন লেখনী ও মস্যাধার সমূহ এবং কয়েক খানি পুস্তক পতিত রহিয়াছে। কক্ষের একদিকে একটী হারমোনিয়ম্, তাহারই বিপরীত দিকে একটী পিয়ানোফোর্ট রহিয়াছে। সুবিস্তৃত কক্ষ মধ্যে দুই খানি টানা পাখা দুলিতেছে। অন্নপূর্ণা দেবী সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"এইটী আপনার ছাত্রীগণের পঠনালয়।"

একটী সুঘটিত দেহ সম্পন্না যুবতী বাতায়ন-মুখে দাঁড়াইয়া গৃহ সংলগ্ন উদ্যান দর্শনে নিবিষ্ট ছিলেন। অন্নপূর্ণার কথা শুনিয়া সুন্দরী আমাদের দিকে ফিরিলেন। তিনি ফিরিলে আমি বুঝিলাম, যুবতীর দেহের গঠন যেরূপ সুপরিণত ও সুসম্বদ্ধ তাঁহার বদন-শ্রী-তদনুরূপ নহে। যুবতী শ্যামাঙ্গী। তিনি নিকটস্থা হইয়া বলিলেন,—

"কালি আপনার আসিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল। আমরা, অনেক রাত্রি দেখিয়া, কালি আপনার আসা হইল না স্থির করিলাম। আপনি হয়ত রাত্রে বাটীর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মনে কি ভাবিয়াছেন! অত রাত্রে আপনি যে আসিবেন, তাহা আমরা কেহই ভাবি নাই। লোক জনকে আপনার আসিবার কথা বলা ছিল। রাত্রে আপনার কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই তো?"

আমি বলিলাম,—"না, আমার কোনই অসুবিধা হয় নাই। আমার আসিতে যেরূপ বিলম্ব হইয়াছিল, তাহাতে আমি যে ষ্টেশনে গাড়ি পাইব, অথবা এখানে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইব তাহা প্রত্যাশা করি নাই।"

এই বলিয়া অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী বলিলেন, "ইনিই আমার মনো-রমা, ইনি আপনার এক জন ছাত্রী।"

এই বলিয়া তিনি আমাদের সকলকেই বসিতে বলিলেন। মনোরমা ও আমি দুই খানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী একখানি কোচের উপর বসিলেন। কল্য আসিতে কেন এত বিলম্ব ঘটিয়াছিল, মনোরমা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী লীলাবতীকে দেখিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। আমি মনোরমা ও লীলাবতীর সহিত কিরূপ ভাবে চলিব, তাঁহাদের সহিত কিরূপ আত্মীয়তা করিব এবং তাঁহাদের কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহা মনে মনে আলোচনা করিলাম। স্থির করিলাম, তাঁহারা আমার ছাত্রী হইলেও, তাঁহাদের সহিত বিশেষ সম্মান-সূচক ব্যবহার করাই বিধেয়। তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা যথেষ্ট হইলেও, আমি কদাচ তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিব না। তাঁহাদের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনে আমি প্রাণপণ যত্নবান হইব বটে, কিন্তু আমি কখন তাঁহাদের সহিত মিশিব না; তাঁহাদের কোন বিষয় স্বেচ্ছায় জানিতে চেষ্টা করিব না এবং যাহা আমার লক্ষ্যের মধ্যে নহে তাহার মধ্যে আমি থাকিব না। আমাকে নীরব দেখিয়া মনো-রমা জিজ্ঞাসিলেন,—

"এই নূতন স্থানে, নূতন লোকের সঙ্গে কেমন করিয়া দিন কাটাইতে হইবে, তাহাই ভাবিতেছেন কি?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"না, সে চিন্তা আমার মনে একবারও উদয় হয় নাই।"

মনোরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আপনি তাহা ভাবুন আর নাই ভাবুন, আপনাকে এখানে কেমন করিয়া দিন কাটাইতে হইবে তাহা এই সময় বলিয়া দেওয়াই ভাল। এই ঘর আমাদের পড়ার ঘর। আপনি প্রাতঃকালে দয়া করিয়া এদিকে আসেন ভালই, না আসেন সেও ভাল। আমাদের পড়ার সময় বেলা

৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত। এইটুকু সময় আমাদের জন্য আপনার কষ্ট করিতে হইবে—আপনার জন্যও আমাদিগকে কষ্ট করিতে হইবে। এই অবুঝ মেয়ে মানুষের জাতিকে যাহা হইবার নহে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা আপনার কষ্টের একশেষ,—আর আমরা মেয়ে মানুষ, যাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা আমাদের ক্ষমতার অতীত, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করা আমাদেরও কষ্টের একশেষ। পড়া শুনায় আমার কোন বাতিক নাই, আমি উহার ধারও ধারি না; তবে লীলা পড়ার জন্য পাগল। সে যাহা এত ভাল বাসে, কাজেই আমাকেও তাহা একটু ভাল বাসিতে হয়। কারণ লীলার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা, লীলার ভালতে আমার ভাল, আমার জীবনের লীলাই সর্ব্বস্ব। আমাদের জন্য আপনার দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টা মাত্র কষ্ট করিলেই যথেষ্ট হইবে। অবশিষ্ট সময় আপনি যাহা খুসী করিতে পারেন। ইচ্ছা হয়, আপনি আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসিয়া লেখা পড়াও করিতে পারেন; ইচ্ছা হয়, এই বাগানে বেড়াইতে পারেন; ইচ্ছা হয় কাকা মহাশয় হয় ত আপনাকে যে দুই একটী কাজ দিবেন, তাহাও করিতে পারেন; আর ইচ্ছা হয়, দয়া করিয়া আমাদের ঘরে আসিয়া গল্প গুজব করিতেও পারেন। তাহাতে আমাদের উপকার বই অনুপকার নাই। বাটীর যিনি কর্ত্তা, তিনি শরীর লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার শরীর যে কিসে থাকে, কিসে থাকে না, তাহা কেবল তিনিই বুঝেন। বোধ হয়, তাঁহার রোগ চিকিৎসা শাস্ত্রের বাহির, অথবা তাঁহার রোগ রোগই নহে। হয়ত তিনি আপনাকে আজি একবার ডাকিয়া পাঠাইবেন। আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে দুই চারি কথা শুনিয়া ও তাঁহার রকম সকম দেখিয়া তিনি যে কি ধাতুর লোক তাহা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমার এক্ষণে আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার সহিত আপনার মাসের মধ্যে এক দিন করিয়াও সাক্ষাৎ ঘটিবে কি না সন্দেহ। কাজেই এখানে সমস্ত দিন বনবাস বলিয়া

বোধ হইতে পারে। এই জন্যই বলিতেছি, যখন আপনার ইচ্ছা হইবে, তখনই আপনি দয়া করিয়া এই পড়িবার ঘরে আসিতে পারেন।”

আমি মনোরমার কথাগুলি কখন বা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে ও হাসিতে হাসিতে এবং কখন বা গম্ভীর ভাবে শ্রবণ করিলাম। শুনিয়া বুঝিলাম যে, স্ত্রীলোকটী বড় বুদ্ধিমতী এবং বড়ই সরলা।

মনোরমা আবার বলিতে লাগিলেন,—“আপনি শিক্ষক আমরা ছাত্রী; সুতরাং আমাদের কার্য্যাদি বিচার করিতে আপনার অবশ্যই অধিকার আছে। কাজ হইয়া যাওয়ার পর ভৎসনা করা, বা উপদেশ দেওয়া উভয়ই বৃথা। এই জন্য আমরা সমস্ত দিন কেমন করিয়া কাটাই তাহা এই সময়ে আপনাকে জানান আবশ্যক বোধ করিতেছি। সকালে উঠিয়া অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কখন বাগানে বেড়ান, কখন পড়া শুনা, কখন মাসিক পত্রাদি পাঠ, কখন সেলাই করা, মোজা বোনা ইত্যাদি রকম রকম কার্য্যে অকার্য্যে আমাদের দিন কাটে। সন্ধ্যার পর লীলা কোন দিন হারমোনিয়ম্, কোন দিন পিয়ানো বাজায়, আমরা সকলে শুনি। এইরূপে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেলে নিদ্রার আয়োজন করা হয়। লীলা বড় উত্তম বাজাইতে পারে। সে যাহা করে তাহাই আমার খুব ভাল বোধ হয়। লীলা ছেলে মানুষ—তাহার এত বুদ্ধি! আজি তাহার একটু অসুখ করিয়াছে, এইজন্য এবেলা আপনার সহিত সে দেখা করিতে পারিল না। যদি ভাল থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে বৈকালে আপনার সহিত দেখা করিবে।”

আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত মনোরমার কথা শুনিলাম এবং মনে মনে তাঁহার সরলতা, লীলার প্রতি স্নেহ, প্রভৃতি সদ্‌গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

মনোরমা আবার বলিলেন,—“মাষ্টার মহাশয়! লীলাবতী সুরঞ্জিত উজ্জ্বল বস্ত্র পরিতে বড়ই ভালবাসে। কলিকাতার সম্প্রদায় বিশেষের ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণের ন্যায়, সে সতত শুক্লবসনা যোগিনী-

সাজিয়া থাকিতে ভালবাসে না। তাহার যাহা রুচি তাহা আপনাকে বলা ভাল। আপনি সে জন্য তাহাকে কখন অনুযোগ করিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ।”

এখন হঠাৎ মনোরমার বদন-বিনির্গত ‘শুক্লবসনা’ কথাটা আমার চিন্তা-তরঙ্গকে আর এক পথে লইয়া চলিল। সেই ‘শুক্লবসনা সুন্দরীর’ আমূল বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে মনে আসিল। একথাও মনে পড়িল যে, সেই ‘শুক্লবসনা সুন্দরী’ এই আনন্দধামের স্বর্গীয়া কর্ত্রী শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর নিতান্ত অনুরাগিনী। তখন আমার ইচ্ছা হইল যে, যতদিন এ স্থানে থাকিতে হইবে তাহার মধ্যে, সেই অজ্ঞাত কুল-শীলা শুক্লবসনা সুন্দরীর সহিত বরদেশ্বরী দেবীর কি সম্বন্ধ ছিল তাহার সন্ধান করিতে হইবে। সে সন্ধান করিলে, হয়ত শুক্লবসনা সুন্দরীর নাম ও পরিচয়ও জানিতে পারা যাইবে।

আমি বলিলাম,—“কোন আত্মীয় শুক্লবসনা কামিনীর পরিচ্ছদ ধারণ করে, তাহা আর আমার ইচ্ছা নহে। আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বেই এক শুক্লবসনা কামিনীর যে ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা ইহজীবনে আর ভুলিতে পারিব না।”

মনোরমা বলিলেন,—“বলেন কি? আমি কি সে ব্যাপার শুনিতে পাই না?”

আমি বলিলাম,—“সে ব্যাপার শুনিতে আপনার বিশেষ অধিকার আছে। সে ব্যাপারের নায়িকা একটী অপরিচিতা স্ত্রীলোক—হয়ত আপনিও তাহাকে জানেন না। জানুন বা নাই জানুন, সে কিন্তু আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বর্গীয়া শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর নাম বার বার উচ্চারণ করিয়াছে।”

“আমার মাসীমার নাম করিয়াছে? কে সে? তার পর বলুন।”

যেরূপ ঘটনায় আমার সহিত সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহা আমি ব্যক্ত করিলাম। বিশেষতঃ যে যে স্থলে সে আনন্দধাম ও বরদেশ্বরী দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছিল, সে সকল স্থল বিশেষ করিয়া বলিলাম।

বিশেষ মনোযোগ সহকারে মনোরমা সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে নিরতিশয় বিস্ময় প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, তিনিও আমার ন্যায় সেই শুক্লবসনা কামিনীর রহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা। মনোরমা জিজ্ঞাসিলেন,—

"মাসীমার সম্বন্ধে ঐসকল কথা সে বলিয়াছে, আপনার ঠিক মনে আছে?"

আমি বলিলাম,—"ঠিক মনে আছে। সে যেই হউক, এক সময়ে সে এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ করিত, বরদেশ্বরী দেবী তাহাকে বিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতেন এবং সেই অনুগ্রহ-হেতু কৃতজ্ঞতা স্বরূপে সে এই পরিবার ভুক্ত তাবতকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করে। সে জানে যে, বরদেশ্বরী দেবী ও তাঁহার স্বামী কেহই এখন ইহসংসারে নাই; এবং সে যেরূপ ভাবে শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর কথা বলিল, তাহাতে বোধ হয় বাল্যকালে উভয়ে উভয়কে জানিতেন।"

"সে যে এখানকার কেহ নহে, তাহা সে বলিয়াছে?"

"সে এখানকার কেহ নহে, কিন্তু সে এখানে আসিয়াছিল।"

"আপনি কোন রূপেই তাহার নাম জানিতে পারিলেন না?"

"কোন রূপেই না।"

"আশ্চর্য্য বটে। আপনি তাহাকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে দিয়া ভালই করিয়াছেন। কারণ সে আপনার সমক্ষে এমন কোন ব্যবহারই করে নাই, যাহাতে তাহাকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু তাহার নামটা কি জানিবার জন্য যদি আপনি আর একটু যত্ন করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। যেমন করিয়া হউক, এ সন্ধান করিতেই হইবে। আমি বলি কি, আপনি কাকা মহাশয় বা লীলাবতী দুজনের কাহাকেও এ বিষয় এখন জানাইবেন না। তাহাতে কাজ কিছুই হইবে না, কেবল তাঁহারা অকারণ ব্যাকুল হইবেন মাত্র। আমি তো কৌতূহলে অস্থির হইয়া

উঠিয়াছি। আজি হইতে এই বিষয়ে সন্ধান করা আমি আমার প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য করিলাম। যখন মাসীমা প্রথম এখানে আসিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন আমি এখানে থাকিতাম না। সে বিদ্যালয় এখনও আছে বটে, কিন্তু এখন তাহার সে সকল প্রাচীন শিক্ষকের কেহ কেহ বা মরিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ বা স্থানান্তর চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে দিকে সন্ধানের কোনই সুযোগ নাই। আর একটী উপায়—”

এই সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল,—“কালি রাত্রে যে বাবু আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত কর্ত্তা দেখা করিতে চাহেন।”

মনোরমা বলিলেন,—“তুমি বাহিরে দাঁড়াও, বাবু যাইতেছেন। আমি বলিতেছিলাম কি—লীলাবতীর নিকট, এবং আমার নিকট মাসীমার অনেকগুলি হস্ত-লিখিত পত্র আছে। ঐ সকল পত্র আমার মাসীমা আমার মা ঠাকুরাণীকে এবং লীলাবতীর পিতাকে লিখিয়াছিলেন। যতদিন সন্ধানের অন্য উপায় না পাওয়া যায়, ততদিন মাসীমার সেই চিঠিগুলি আমি দেখিব। লীলার পিতা সহরে থাকিতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি যখন বাটীতে না থাকিতেন, সেই সময় মাসীমা তাঁহাকে সতত পত্র লিখিতেন। সেই সকল পত্রে আনন্দধামের নানা বিবরণ থাকিত; বিশেষতঃ বিদ্যালয়টী তাঁহার প্রিয় পদার্থ ছিল, এজন্য বিদ্যালয়ের বিবরণ তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকিত। এখনই আমি চিঠির সন্ধান করিতেছি। এক্ষণে আপনি কাকা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, হয়ত বেলা ৩টা অর্থাৎ আমাদের পড়িবার সময়ের পূর্ব্বে আর দেখা ঘটিতেছে না। সেই সময় লীলার সহিত পরিচয় হইবে এবং এ সম্বন্ধেও যাহা হয় জানিতে পারিবেন।”

এই বলিয়া মনোরমা সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি প্রকোষ্ঠান্তরে আসিয়া, চাকরের সঙ্গে, শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে চলিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভৃত্য আমাকে সঙ্গে করিয়া একটা প্রকোষ্ঠ মধ্যে গিয়া বলিল,—

"এই ঘরে আপনি বসিয়া নিজের কাজ কর্ম্ম, পড়া শুনা করিবেন, আর এই বিছানায় আপনি রাত্রে ঘুমাইবেন। আপনার জন্য এই ঘর স্থির করা হইয়াছে। এ ঘর, আর এখানকার সব জিনিষপত্র আপনার পছন্দ মত হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য কর্ত্তা মহাশয় ইহা আপনাকে দেখাইতে বলিয়াছেন।"

আমি দেখিয়া বুঝিলাম, সে ঘর এবং তন্মধ্যস্থ দ্রব্য সামগ্রী যদি আমার মনোমত না হয়, তাহা হইলে সুরলোকও আমার মনে ধরিবে কি না সন্দেহ। দেখিলাম ঘরটা অতি প্রশস্ত, উচ্চ, পরিষ্কার এবং আলোকময়। তাহার জানালা ও দরজা অনেক এবং সকল গুলিই বড় বড়। জানালার ভিতর দিয়া নিম্নস্থ কুসুম-কানন নেত্রপথে পতিত হইতেছে। তথায় অগণ্য সুরভি কুসুম বাতাসের সহিত খেলা করিতেছে। ঘরের এক দিকে একখানি পরিষ্কৃত খট্টায় অতি পারিপাট্য শয্যা রহিয়াছে। আর একদিকে দুইখানি অতি সুন্দর টেবিল—তাহার একখানির উপর কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় পুস্তক—পুস্তক গুলি সুন্দররূপে বাঁধান। আর একখানি টেবিলের উপর অতি সুন্দর দোয়াত, কলম, পেন্‌সিল, ছুরি, কাঁচি, রকম রকম ডাকের কাগজ, লিখিবার কাগজ, ব্লটিং কাগজ, চিঠির খাম প্রভৃতি পদার্থ যত্ন সহকারে বিন্যস্ত রহিয়াছে। টেবিলের সম্মুখে একখানি গদি আঁটা চেয়ার এবং জানালার সমীপে একখানি ইজি চেয়ার রহিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে সুবৃহৎ চিত্র সকল বিলম্বিত। সংক্ষেপতঃ ঘরটাতে অতি যত্ন সহকারে আমার প্রয়োজনীয় ও মনোরম পদার্থ সমস্ত সংগৃহীত রহিয়াছে। আমি ঘর দেখিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলাম এবং বার বার তত্রত্য সমস্ত সামগ্রীর সানন্দে প্রশংসা করিতে লাগিলাম। আমার প্রশংসাস্রোত থামিয়া গেল ভৃত্য আবার আমাকে

সঙ্গে লইয়া চলিল। এক, দুই, তিন, চারি করিয়া কত প্রকোষ্ঠই ছাড়াইয়া চলিলাম। দুই তিনটা মহল আমরা পার হইলাম, দুটা তিনটা ছোট ছোট ফুলের বাগানও ছাড়াইয়া চলিলাম। তাহার পর চারিদিকে নবদূর্ব্বাদল সমাচ্ছন্ন সুশ্যামল নাতিবিস্তৃত ক্ষেত্রে-মধ্যে একটী অনতিবৃহৎ অতি চমৎকার ভবন-সম্মুখে আমরা উপস্থিত হইলাম। সমস্ত বাটীর মধ্যস্থ থাকিয়াও, যেন ইহা সকলের সহিত সম্পর্কশূন্য ও স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইল। চাকর আমাকে উপরে উঠিতে ইঙ্গিত করিল আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরের বারান্দায় আরোহণ করিলাম। বারান্দা হইতে আমরা প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রকোষ্ঠের সাজ গোজ বড়ই জাঁকাল। সে প্রকোষ্ঠ হইতে আমরা প্রকোষ্ঠান্তরে চলিলাম। এ প্রকোষ্ঠের দ্বার ও জানালা সমূহে নীল-বর্ণের পর্দ্দা সকল লম্বিত ছিল। চাকর ধীরে ধীরে একটী পর্দ্দা উঠাইয়া আমাকে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ করিয়া দিল। আমি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে বলিল,—"মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন।"

আমি দেখিলাম ঘরটী অতি মনোহর ভাবে সজ্জীকৃত। অতি মূল্যবান সুদৃশ্য সামগ্রী সমূহ তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরের এক-দিকে মেহগনি কাষ্ঠের মহার্হ টেবিল, চেয়ার, আলমারি আদি শোভা পাইতেছে, অপর দিকে অতি উৎকৃষ্ট ফরাশ পাতা রহিয়াছে। সেই ফরাশের উপরে বালিশ বেষ্টিত হইয়া এক পুরুষ বসিয়া আছেন। ঘরের সমস্ত জানালাতেই নীলবর্ণের পর্দ্দা দেওয়া ছিল; সুতরাং বিশেষ আলোক ছিল না। যতটুকু আলো ছিল, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, উপবিষ্ট পুরুষের বয়স পঞ্চাশের কম নহে; তাঁহার কলেবর ক্ষীণ, চক্ষু উজ্জ্বল, বর্ণ পাণ্ডু এবং শরীর দুর্ব্বল। তিনি রাধিকা প্রসাদ রায়। রায় মহাশয় আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,—

"দেবেন্দ্র বাবু আসিয়াছেন, আসুন—আসুন। বসুন। এখানেই বসুন—না, চেয়ারে বসিতে ভাল বাসেন? তাই বসুন। ঐ চেয়ার এক খানি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দিকে সরাইয়া আনিয়া বসুন। আমি

বড় রুগ্ন—মরণাপন্ন, বুঝিলেন, চিররুগ্ন। আমাকে মাপ করিবেন। আপনি—ওঃ এক সঙ্গে অনেক কথা কহিয়া বড় মাথা ধরিয়া উঠিল। একটু ঔষধ খাইতে হইল—কিছু মনে করিবেন না।”

বাস্তবিক লোকটা ঔষধ খাইল! কি ভয়ানক, এই কয়টা কথা কহিয়া যাঁহার অসহ্য মাথা ধরে, ঔষধ খাইতে হয়, তাঁহার শরীরের অবস্থা তো বড়ই শোচনীয়। আমার বড়ই কষ্ট হইল। রাধিকা প্রসাদ রায় দেশমধ্যে একজন বিশেষ বিখ্যাত, ধনবান এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। তাঁহার এ অবস্থা বড়ই কষ্টের কথা। আমার কষ্ট হইল বটে, কিন্তু একটু সন্দেহও হইল। ভাবিলাম, রোগটা কতকটা মানসিক নহে তো?

আমি চেয়ারে না বসিয়া তাঁহার ফরাশের এক পার্শ্বেই উপবেশন করিলাম। দেখিলাম তাঁহার বালিষের এপাশে ওপাশে দুই একখানি কেতাব রহিয়াছে। একখানি পুস্তক খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হইল সেই খানিই তিনি তখন পড়িতেছিলেন। তিনি আবার নাকি সুরে বলিলেন,—“আপনাকে পাইয়া বড় সুখী হইলাম। সময়ে সময়ে কিছু না হয় এক একটা কথা কহিয়াও বাঁচিবে। আপনার ঘরটা দেখিয়াছেন কি? পছন্দ হইয়াছে তো?”

আমি বলিলাম,—“আমি এখনই সে ঘর হইতে আসিতেছি। আমার তাহা সম্পূর্ণ—” কথাটা শেষ করা হইল না। দেখিলাম, হঠাৎ রায় মহাশয় চক্ষু বুঁজিয়া, কপাল জড় করিয়া এবং কাণে অঙ্গুলি দিয়া বড় কাতরবৎ ভাব প্রকাশ করিলেন। কাজেই আমাকে থামিতে হইল। তিনি বলিলেন,—“ওঃ—ওঃ! ক্ষমা করিবেন। মহাশয়, আমার পোড়া অদৃষ্ট। কেহ একটি চেঁচাইয়া কথা কহিলেও আমার সহ্য হয় না; কেবল সহ্য হয় না নয়—প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়। আপনি দয়া করিয়া যদি একটু আস্তে কথা কহিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই বাধিত হই। দোষ লইবেন না। আমার পাপ রোগ—পোড়া শরীর সকল অনর্থের মূল।”

এতক্ষণে আমি বুঝিলাম, ইহার রোগ মিছা কথা, মনের কল্পনা

অথবা সখের বিষয়। যাহাই হউক অপেক্ষাকৃত আস্তে বলিলাম,—"ঘরটি অতি ভাল হইয়াছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"ভাল, ভাল। আপনি জানিবেন, আমার সংসারে জমিদারী চাইল নাই। আমি তাহা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। আপনি এখানে আমাদের সহিত সমান ভাবেই থাকিবেন—কোন ভিন্ন বা অধীন ভাব একবারও মনে করিবেন না। আপনি দয়া করিয়া ঐ আলমারি হইতে সাঙ্খ্য দর্শন পুস্তক খানা আমাকে দিবেন কি? আমার যে শরীর, নড়িলে চড়িলে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্যই বলিতেছি—ওঃ, আমার মাথা বড় গরম হইয়া উঠিয়াছে। আমি মাথায় একটু গোলাপ জল দিব। কিছু মনে করিবেন না।"

তাঁহার ফরাশের উপরই নানা প্রকার শিশি, বোতল, গ্লাস, বাক্স সাজান ছিল, তিনি একটা হইতে একটা একটু গোলাপ জল লইয়া মাথায় দিয়া বলিলেন,—"আঃ!"

আমি আলমারি হইতে পুস্তক বাহির করিয়া আনিলাম। রায় মহাশয়ের এতাদৃশ ব্যবহারে একটুও বিরক্ত হইলাম না, বরং তাঁহার এবংবিধ ভাবে আমার আমোদ জন্মিল। পুস্তক খানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে, তিনি বলিলেন,—

"হাঁ—ঠিক বটে। সাঙ্খ্য দর্শন আপনার পড়া আছে তো দেবেন্দ্র বাবু? কেমন আপনার ইহা ভাল লাগিয়াছে তো? আচ্ছা বলুন দেখি—এই নিরীশ্বর বাদের মধ্যেও কেমন সুন্দর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুকূল অদ্বৈত বাদের ছায়া স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।"

আমি বলিলাম,—"তাহার সন্দেহ কি? 'ঈশ্বরাসিদ্ধে' বলিয়াও ক্রমশঃ তাঁহাকে ঐশ্বরিক শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইয়াছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"ঠিক ঠিক। আপনি কোন বিষয় পড়িতে ভাল বাসেন? আচ্ছা, এখন থাক্—পরে স্থির করিয়া বলিবেন। আমি সেই বিষয়ের পুস্তক আপনার ঘরে পাঠাইয়া দিব। আর কি—আর কি কথা আপনাকে বলিব?—আঃ মনে

পড়িতেছে না—হাঁ—নাঃ। কত কথাই বলিব মনে করিয়া রাখিয়াছি। তাইত—যে মাথার দশা হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া ঐ জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া আস্তে আস্তে একটা চাকরকে যদি ডাকেন; আস্তে আস্তে—চেঁচাইলে আমি মারা যাইব। একটুখানি পর্দা ফাক্ করিবেন। রৌদ্র কি অধিক আলো ঘরে ঢুকিলে আমার বড় কষ্ট হইবে—মূর্চ্ছা হইতেও পারে।”

আমি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া একজন চাকরকে উপরে আসিতে বলিলাম। একজন হিন্দুস্থানী খানসামা নিঃশব্দে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। রায় মহাশয় তখন নয়ন মুদিয়া বালিষের উপর পড়িয়া কপালে একটা তৈলবৎ পদার্থ লেপন করিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন,—“দেবেন্দ্র বাবু, এ ছাইয়ের শরীর লইয়া বাঁচিয়া থাকা মহা বিড়ম্বনা। একটু আলোক চক্ষে লাগিয়াছিল—মূর্চ্ছা হয় হয় হইয়াছিল। এই হিমসাগর তৈলটা এরূপ সময়ে বড় উপকারী। তাহাই কপালে মাখিতেছিলাম। কেও রামদীন? রামদীন, আজি সকালে যে কাগজটায় আজিকার কাজের ফর্দ্দ ধরিয়াছিলাম, সেই কাগজটা খুঁজিয়া বাহির কর তো বাপু।”

রামদীন একখানা উত্তমরূপ বাঁধান খাতা আনিয়া উপস্থিত করিল। খাতাখানি আনিয়া সে রায় মহাশয়ের হস্তে দিতে গেল। রায় মহাশয় পুনরায় চক্ষু বুজিলেন এবং নিতান্ত কাতর ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—“কি দুর্ভাগ্য! ওঃ কি দুর্ভাগ্য! হায় হায়! আমার এই শরীর—আমার উপর সকলেরই দয়া হওয়া উচিত। দেখিয়াছেন দেবেন্দ্র বাবু, চাকরটা কি নিষ্ঠুর—কি মূর্খ। অক্লেশে পুস্তকখানি আমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কি সর্ব্বনাশ! আমার এই মরণাপন্ন অবস্থা—আমি কি মহাশয়, খাতা খুলিয়া কোন্ পাতায় কাজের ফর্দ্দ ধরিয়াছি, তাহা বাহির করিতে পারি? অসাধ্য—অসাধ্য—অসম্ভব? দেবেন্দ্র বাবু, আমাদের দেশের ইতর লোকদের অবস্থা কি শোচনীয়! তাহারা জ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর, হৃদয়-

হীন। হায় হায়! কত দিনে ইহাদের অবস্থা উন্নত হইবে? রামদীন, বই খানির সেই পাতাটা বাহির করিয়া আমার সম্মুখে খুলিয়া ধরা তোমার উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন সে পাতাটা বাহির কর এবং ভবিষ্যতে আর কখন এরূপ অত্যাচার করিও না। কিন্তু এঁকি—বড় মাথা ধরিয়া উঠিল। রামদীন, গোলাপজল—গোলাপজল—শীঘ্র।”

রামদীন তাড়াতাড়ি করিয়া গোলাপজলের বোতল আগাইয়া দিল। আবার রায় মহাশয় বলিলেন,—“হায় হায়! কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর! আমি মাথার জ্বালায় মারা যাইতেছি, রামদীন, তুমি কি একটু জল আমার মাথায় ছড়াইয়া দিতে পার না! ওঃ কি কষ্ট?”

রামদীন একটু জল তাঁহার মাথায় আস্তে আস্তে হাত দিয়া থাবড়াইয়া দিল; কিন্তু রায় মহাশয় আবার চক্ষু বুজিয়া হাঁত ছড়াইয়া ছট্ ফট্ করিতে করিতে বলিলেন—“রামদীন, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—আমার প্রাণ যায়। ওরে বাপ্‌রে! এমন করিয়া জোরে মাথায় কি কখন হাত দিতে আছে? ওঃ মরিয়াছিলাম আর কি! ঈশ্বর হে, কত কষ্টই আমার অদৃষ্টে লিখিয়াছ!”

অনেকক্ষণ হা হুতাশ করিয়া রায় মহাশয় ক্রমে ঠাণ্ডা হইলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইহাঁর নিকট হইতে বিদায় হইতে পারিলে বাঁচি। এমন গ্রহতেও মানুষ পড়ে?

রায় মহাশয় শান্ত হইলে রামদীন তাঁহার সম্মুখে, পুস্তকের নির্দ্ধারিত পাতা খুলিয়া দাঁড়াইল। রায় মহাশয় দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন,—“হাঁ—তাই বলিতেছিলাম। অতি প্রাচীন—হাঁ অতি প্রাচীন একখানি হস্তলিখিত পুঁথি আমি সংগ্রহ করিয়াছি। বৈষ্ণব কবিদিগের প্রাচীন গ্রন্থ। আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া সেই পুস্তকখানির মধ্যে যে সকল ব্রজবুলি আছে তাহার টীকা ও সদর্থ স্থির করিতে হইবে। বই খানি আমি ছাপাইব। আহা! কি মিষ্ট! কি চমৎকার! আপনি বৈষ্ণবকবিদিগের রচনা ভাল বাসেন বোধ হয়। তা বাসেন বই কি? আহা! কি মধুর! তাহার টীকা

প্রস্তুত করিতে হইলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। অবশ্যই হইবেন। কি সুন্দর?"

আমি বলিলাম,—"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস প্রভৃতি কবিদিগের গ্রন্থ আমি যত্ন সহকারে আলোচনা করিয়াছি এবং আমি তৎসমস্তের নিতান্ত অনুরাগী। যদি বর্ত্তমান গ্রন্থ সেইরূপ কোন গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে আমি বিশেষ আনন্দের সহিত ইহা আলোচনা করিব, এবং ইহার টীকা প্রস্তুত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিব।"

রায় মহাশয় কহিলেন,—"বড় আনন্দিত হইলাম—নিশ্চিন্ত হইলাম। যদি আপনার সাহায্যে আমি বঙ্গদেশের একটি গুপ্ত মহারত্ন পুনরুদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে সন্তোষের সীমা থাকিবে না।" বলিতে বলিতে তিনি নিতান্ত ভয়চকিত ভাবে জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, না জানি আবার কি উপসর্গ উপস্থিত! রায় মহাশয় আবার বলিলেন,— "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দেবেন্দ্র বাবু, প্রাণ বাঁচান দায়। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ছেলেগণ নীচের বারান্দায় গোল করিতেছে। তাহাদের কর্কশ কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। বলুন দেখি মহাশয় এমন অত্যাচারে কি এই কাতর শরীর একদিনও থাকে?"

আমি বলিলাম,—"কই মহাশয়, আমি তো কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।"

তিনি বলিলেন,—"আপনি একটু দয়া করিয়া ঐ জানালাটা খুলিয়া শুনুন দেখি। এখনি জানিতে পারিবেন; দেখিবেন যেন আলো না আইসে।"

আমি অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে উঠিয়া জানালার নিকটে গমন করিলাম।

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেখিবেন সাবধান। আর বারকার মত অধিক আলো না আইসে। খুব সাবধান।"

আমি খুব সাবধান হইয়াই পরদার এক কোণ তুলিয়া বারে

বাড়াইয়া বাহিরে উকি দিলাম। আলো আসিল না। তথাপি রায় মহাশয়কে চক্ষু বুজিয়া কপালে হিমসাগর তৈল লাগাইতে হইল। এই সকল মহাব্যাপার শেষ হইলে আমি বলিলাম,—"কই কিছুই তো শুনিলাম না।"

তিনি বলিলেন,—"ভাল ভাল। না হইলেই বাঁচি। আমার যে শরীর।" তাহার পর রামদীনকে একখানি পুস্তক আনিয়া দিবার জন্য উপদেশ দিলেন। রামদীন উত্তম রেশমী রুমালে বাঁধা এক খানি পুঁথি আনিয়া উপস্থিত করিল।

রায় মহাশয় বলিলেন,—"দেখুন, মহাশয় একবার খানিকটা পড়িয়া দেখুন। ওঃ কি দুর্গন্ধ—যাই যে, কিসের দুর্গন্ধ? হাঁ—হাঁ এই পচা পুঁথি খানার এই গন্ধ। কি ভয়ানক! রামদীন আতর—আতর, শীঘ্র—শীঘ্র। দেবেন্দ্র বাবু, পুঁথি খানি আপনি আপনার ঘরে লইয়া যাউন। দেখিয়াছেন কি অসহ্য গন্ধ?"

আমার দুর্ভাগ্যই বল, বা সৌভাগ্যই বল আমি দুর্গন্ধ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম মন্দ নয়। যাহাই হউক, কোন উপায়ে এখন ইহাঁর নিকট হইতে প্রস্থান করিতে পারিলে বাঁচি। বলিলাম,—"আমি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি, তাহার কোনই কথা এখনও হয় নাই।"

তিনি বলিলেন,—"আমি রুগ্ন—কাতর। আমার প্রতি আপনিও নিষ্ঠুরতা করিবেন না। কাজের কথা—কি ভয়ানক! আমার এই শরীরে কি কোন প্রকার কাজের কথা সম্ভব? দেবেন্দ্র বাবু, আমার প্রতি নির্দ্দয় হইবেন না। আপনি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছেন, তাহা আপনি বুঝিয়াই করিবেন। আপনি ভদ্রলোক—আপনাকে বলিব কি? আমার অবস্থা দেখিতেছেন তো। আমি বলিতে, দেখিতে, শুনিতে কিছুই করিতে পারিব না।' লীলা শুনিয়াছি বড় পড়িতে ভাল বাসে—তাহাকে আপনি পড়াইবেন। মনোরমা যদি পড়িতে চাহে তবে তাহাকেও পড়াইবেন। আর আমার এই পুঁথি খানির টীকা প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আর আমি কি

বলিব? কাজের কথা বলা বা আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। দেবেন্দ্র বাবু, তবে আপনি পুঁথি খানি লইয়া আপনার ঘরে যান। আমি গন্ধে মারা যাই।”

আমি উঠিলাম। তিনি আবার বলিলেন,—“বই খানি বড় ভারী। দেখিবেন পড়ে না যেন। লইয়া যাইতে পারিবেন তো?”

ক্ষুদ্র এক খানি পুঁথি লইয়া যাইতে পারিব না, সন্দেহে আমার হাসি আসিল। বলিলাম,—“তা লইয়া যাইতে পারিব।”

রায় মহাশয় বলিলেন,—“তবে দেখিতেছি আপনার শক্তি আছে। আহা! দেহে শক্তি থাকা কি সুখেরই বিষয়। ভগবান্ আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন।”

আমি আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম, যতদিন আনন্দধামে থাকিতে হইবে ততদিন যেন রায় মহাশয়ের সহিত পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ না ঘটে। আমার সংস্কার হইল লোকটি নিতান্ত নির্ব্বোধ ও ভণ্ড। তাঁহার ঘ্রাণ-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, দর্শন-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাঁহার শরীর নিতান্ত কোমল ও কাতর এবং সাধারণের অপেক্ষা এত যত্নে সন্তর্পণে তিনি জীবনপাত করিয়া থাকেন যে অন্যে, কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, যাহা বুঝিতেও নারে না, তিনি তাহাতে বিজাতীয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন। বলা বাহুল্য লোকটির উপর আমার শ্রদ্ধা হইল না।

এবার নির্দ্দিষ্ট ঘরে টেবিলের উপর পুঁথি রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া ক্ষণেক ইতিকর্ত্তব্য আলোচনা করিলাম। এক জন চাকর সংবাদ দিল স্নানাহারের সময় উপস্থিত। আমি ভৃত্যের সঙ্গে গিয়া স্নানার্থে প্রস্তুত হইলাম। পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আমার সমধিক অনুরাগ হওয়ায়, ভৃত্য আমাকে সঙ্গে করিয়া সরোবরে লইয়া চলিল। আমার পরিধেয় বস্ত্র, জুতা, জামা সকলই সে লইয়া চলিল। আমি তৃপ্তি সহকারে আনন্দ ধামের ‘আনন্দ সরোবর’ নামক সুবিস্তীর্ণ, অতি পরিষ্কার, উদ্যান বেষ্টিত সরোবরে অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম।

স্নানান্তে গৃহাগত হইয়া আহারাদি সমাপ্ত করিলাম। অতি পরিষ্কার পাত্রস্থ অতি পরিষ্কার অন্ন ব্যঞ্জন ও নানা প্রকার উপকরণ, পরিষ্কার প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ পরিষ্কার আসনে বসিয়া আহার করিলাম। আহার কার্য্যও সম্পূর্ণ তৃপ্তিজনক হইল। তাহার পর নিজের নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ-গত হইয়া বিশ্রামার্থ খট্টোপরে শয়ন করিলাম। বেলা তখন ১২টা মনে নানা প্রকার চিন্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল। শক্তিপুরের আনন্দ ধামে আসিয়া যাহা যাহা দেখিলাম তন্মধ্যে রাধিকা বাবুর কথা ছাড়িয়া দিলে বাকী সকলই সম্পূর্ণ রূপ প্রীতিপ্রদ। রাধিকা বাবু লোকটা কিছু বেজায় বেতর, কিন্তু মনোরমা বড় উত্তম লোক। চাকর বাকর সকলেই বড়ই ভাল। বাড়ীটি তো স্বর্গ।

ঠাকুরাণীও বেশ মানুষ। যত্নের কোনই ত্রুটী নাই। এমন স্থানে অবশ্যই সুখী হওয়া সম্ভব। কিন্তু এখনও আমার লীলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, না জানি তিনি কেমন লোক। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কাল ক্রমেই নিকট হইয়া আসিতেছে। এখন তিনি যদি লোক ভাল হন, তবেই তো আমার শক্তিপুরে বাস সুখেরই হয়। যাহা হয় ক্রমেই বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই যে শুক্লবসনা সুন্দরী তাহার সহিত আনন্দ-ধামের কি সম্বন্ধ? সে তো এ স্থানের, বিশেষতঃ রায় পরিবারের বড়ই অনুরাগী, অথচ মনোরমা তাহার কথা কিছুই জানেন না, কখন কিছু শুনেনও নাই। ব্যাপারটা কি? অবশ্যই এ ব্যাপারের মধ্যে কোন রহস্য আছে। দেখা যাউক এখানে থাকিতে থাকিতে তাহার কোন সন্ধান হয় কি না। মনোরমা কতক-গুলি পত্র দেখিবেন বলিয়াছেন, হয়ত তাহার মধ্য হইতে কোন সন্ধান বাহির হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বেলা ক্রমে ৩টা বাজিল। আমার পাঠাগারে উপস্থিত হইবার সময় হইয়া আসিল। এই বার লীলাবতীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইবে। মনোরমা হয়ত শুক্লবসনা সুন্দরীর কোন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া থাকিবেন। ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মনোরমা আলমারির নিকটে দাঁড়াইয়া কি একটা জিনিষ পরিষ্কার করিতেছেন, আর অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী একদিকে বসিয়া ঢুলিতেছেন। আমার অপরা ছাত্রী লীলাবতীকে তখনও দেখিতে পাইলাম না। আমি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মনোরমা যে কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন তাহা ত্যাগ করিলেন এবং ঠাকুরাণীও উভয় চক্ষু রগড়াইয়া ঘুমের ঝোঁক কাটাইবার চেষ্টা করিলেন। মনোরমা তাহার পর আমার নিকটস্থা হইয়া বলিলেন,—

"আপনি ঠিক আসিয়াছেন। আমরা এমনই সময়েই পড়ি বটে। আমাকে পড়ার তাগাদা করিবেন না, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। উহাতে আমার বিশেষ মত নাই। আমি যত টুকু শিখিয়াছি তাহাই যথেষ্ট।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"আপনি যে 'পড়িবেন না, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছি। এক্ষণে আমার যে ছাত্রী পড়িতে ভাল বাসেন তাঁহাকে তো দেখিতেছি না। তাঁহার যে অসুখ হইয়াছিল, তাহা সারিয়াছে তো?"

মনোরমা বলিলেন,—"তাঁহার অসুখ সারিয়াছে বটে কিন্তু আজিও তিনি পড়িবেন না। তবে যদি আপনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসুন।

আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে বলিলাম,—"আপনি সমস্ত দিন বসিয়াই থাকিবেন না কি? দুই পা নড়া চড়া না করিলে ঘুমের বেগ যাইবে না তো।"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"চল বাবা, তোমাদের সঙ্গে লীলার কাছে যাই। বুড়া হইলেই ঘুম কিছু অধিক হয়। তোমাদেরও আমার মত বয়স হইলে এমনি করিয়া ঘুমের জ্বালায় অস্থির হইতে হইবে।"

মনোরমা বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়ের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইল—কি দেখিলেন? তাঁহার অসুখের কাচ যথেষ্টই দেখিয়াছেন বোধ হয়।"

আমি চুপ্ করিয়া থাকিলাম। কেমন করিয়া তাঁহাদের পরমাত্মীয়, সেই গৃহের গৃহস্বামী মহাশয়ের নিন্দাবাদ ব্যক্ত করিব? কাজেই আমাকে নির্ব্বাক থাকিতে হইল।

মনোরমা বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি; আপনাকে আর বলিতে হইবে না। খুড়া মহাশয়ের স্বভাবের কিছুই আপনার জানিতে বাকি নাই; এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি।"

মনোরমা আবার বলিলেন,—"বাটীর সকলের সহিতই তো আপনার পরিচয় হইল। কেবল লীলার সঙ্গে পরিচয় বাকি। আসুন লীলার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিব।"

এই বলিয়া মনোরমা অগ্রসর হইলেন। আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে বলিলাম,—"আসুন"। তিনিও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। আমরা গৃহের দক্ষিণ দিকের সরোবর সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ বাগানে আসিয়া অবতরণ করিলাম। অতি বৃহৎ পুষ্পবাটিকা! কেমন পরিষ্কার লাল টক্‌টকে পথগুলি, কেমন সব গাছ ও লতায় জড়িত কৃত্রিম নিকুঞ্জ গুলি, কেমন সমশীর্ষ ঘাসাচ্ছাদিত সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলি, বাগানে কতজাতীয় কতই মনোহর গাছ—লতার গাছ—ফুলের গাছ, আর পাতা—কত বর্ণের, কত রকমের। সেই সুন্দর বাগানের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাগানের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড সরোবর—অতি পরিষ্কার—অতি সুশ্রী। সেই সরোবরের চারিদিকে চারিটী বাঁধা ঘাট। প্রত্যেক বাঁধা ঘাটের উপর একটী করিয়া অতি সুন্দর হর্ম্ম্য। সেই সকল হর্ম্ম্য মধ্যে অতি মসৃণ মার্ব্বল প্রস্তরাচ্ছাদিত নানাবিধ উপবেশনোপযোগী স্থান। আমরা একতম হর্ম্ম্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম কি? দেখিলাম এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী প্রস্তরাসনে সমাসীন হইয়া একখানি মাসিক পত্র পাঠ করিতেছেন। সেই কামিনী লীলাবতী।

কেমন করিয়া বলিব—কেমন করিয়া বুঝাইব—লীলাবতী দেখিতে কেমন। পরাগত ঘটনা সকলের সহিত লীলাবতী ও আমার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সে সকল ঘটনা বিস্মৃত হইয়া কি ভাবে লীলাবতীর রূপের বর্ণনা করিব? লীলাবতীর অগাধ রূপরাশি—আমি যে ভাবে তাঁহাকে প্রথমে দেখিলাম, সেই ভাবে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব। কিন্তু লীলাবতীর রূপ-চিত্র অন্যের সমক্ষে উপস্থিত করা আমার পক্ষে এক্ষণে অসাধ্য। যে সজীব মূর্ত্তি আমার অন্তরে ও ও বাহিরে, যে দেবী এক্ষণে আমার চিন্তা ও কার্য্যের অবলম্বন তাঁহার স্বতন্ত্র বর্ণনা করিব কিরূপে? ভাষার অপূর্ণ শক্তি, ক্ষমতার একান্ত অভাব, এবং বর্ণনীয় বিষয়ের নিতান্ত উচ্চতা সকলই বর্ণন-চেষ্টার বিরোধী। কবির লেখনী বা চিত্রকরের তুলিকা পাইলেও, সে রূপরাশির, সে স্বর্গীয় সুকান্তির কিছুই বুঝাইতে পারিতাম না। তথাপি পাঠকগণের সন্তোষের জন্য একটু চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি মোটামুটি কিছু বুঝাইতে পারি।

দেখিলাম লীলাবতী কৃশাঙ্গী, অথচ সুগোল ও সুকুমারকায়া। তাঁহার পরিচ্ছদ শ্বেত বর্ণ। তাঁহার মস্তকে ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি। কর্ণে উজ্জ্বল হীরক খণ্ড সংযুক্ত দুল্ বিলম্বিত। তাঁহার ভ্রূযুগল সুবিস্তৃত, স্থূল-মধ্য ও সূক্ষ্মাগ্র; নয়নদ্বয় কবি-বর্ণিত সফরী সদৃশ; তাহার অপূর্ব্ব ভাব—কেমন ভাসা ভাসা, কেমন উজ্জ্বল এবং কেমন সুন্দর! নাসিকা সূক্ষ্ম। গণ্ডদ্বয় পূর্ণায়ত ও নিটোল। হাসিলে গণ্ডদ্বয়ের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র, অতি সুন্দর দুইটি গহ্বরের আবির্ভাব হয়। ওষ্ঠাধর রক্ত বর্ণ; পরস্পর সম্মিলিত এবং যেন রস-স্ফীত সুপক্ক ফলের ন্যায় সুন্দর। চিবুক সূক্ষ্ম। মুখ খানি কিছু লম্বাটে। সুন্দরী নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর।

যাহা বলিলাম তাহাতেই কি লীলাবতীর রূপ বর্ণনা করা হইল? সাধ্য কি! এই লোক-ললাম-ভূতা রমণীরত্নকে দেখিয়া আমার হৃদয় তন্ত্রী যেরূপ ভাবে বাজিয়া উঠিল, সহসা ধমনীতে শোণিতের বেগ যেরূপে সম্বর্দ্ধিত হইল, তাঁহার সেই সরলতা পূর্ণ, কৃষ্ণতার অতুলনীয়

দৃষ্টি যেরূপে আমার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল, এবং তাঁহার সেই বীণা-বিনিন্দিত মধুর ধ্বনি যেরূপ অপূর্ব্ব ভাবে আমার কর্ণে ধ্বনিত হইল, যদি সে সকলের বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত হইত তাহা হইলে, পাঠক, আমি লীলাবতীর রূপ হয়ত বুঝাইতে পারিতাম।

তাঁহার সেই অপূর্ব্ব কান্তি, মধুর কোমলতা, স্বভাবের মিষ্টতা আমার চিত্তে অঙ্কিত হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্তে একটি অনিশ্চিত, অজ্ঞাত, কেমন এক রকম ভাবের আবির্ভাব হইল। এক একবার মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার কি অপূর্ণতা আছে, যেন তাহার কি নাই। আবার মনে হইতে লাগিল, না আমারই কি অভাব আছে এবং সেই জন্যই আমি যথোপযুক্তরূপে লীলাবতীকে ধারণা করিতে অক্ষম। যখনই লীলাবতী পূর্ণ ও সরল ভাবে আমার প্রতি চাহিলেন, তখনই এই অপূর্ণতার কথা আমার মনে আরও প্রবলভাবে আঘাত করিল। বুঝিতে পারি না কেন মন এমন হয়, জানিনা কি সে অপূর্ণতা, দেখিতে পাই না কোথায় সে অপূর্ণতা, তথাপি মনের এই ভাব। যেন কি নাই, যেন কি নাই! আশ্চর্য্য!

প্রথম সাক্ষাৎকালে এই অপূর্ণতার কথা আমার মনকে এতই বিচলিত করিয়া তুলিল যে, আমি লীলাবতীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার হিতৈষিণী মনোরমা আমাকে উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতির উপায় করিয়া দিলেন। তিনিই কথা আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন,—"দেখিয়াছেন মাষ্টার মহাশয়, আপনার ছাত্রীর কত পড়ায় মন। তিনি বাগানের মধ্যে হাওয়া খাইতে বসিয়াও পড়া লইয়া ব্যস্ত। আপনি আজি কালি কলিকাতার কতকগুলি ভাক্ত দেশহিতৈষী পণ্ডিতের দলভুক্ত কি না তাহা আমি জানি না। শুনিয়াছি এই সকল পণ্ডিত নাটক, নবেল, কাব্য ইত্যাদির আলোচনা নিতান্ত অনর্থক বলিয়া চীৎকার করেন; এবং যে সকল লোক তাহা পড়ে বা যে হতভাগ্যেরা তাহা রচনা করে, তাহাদের সকলকে যমদূতের ন্যায় ধরিয়া নরকস্থ করিবার চেষ্টা করেন। জানিনা তাঁহারা

কেমন পণ্ডিত, কিন্তু আমার যেন বোধ হয় তাঁহারা মূর্খ-চূড়ামণি। যাহাই হউক, লীলাবতীকে সে দোষ দিতে পারিবেন না; লীলা 'বান্ধব' পড়িতেছেন। যদি বলেন'বান্ধবও' তো কয়েক বৎসর হইতে উপন্যাস বক্ষে ধারণ করিয়া কলঙ্কিত ও পতিত হইয়া গিয়াছে; তাহার উত্তরে আমার নিবেদন যে, 'বান্ধব' এই ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন বটে; কিন্তু লীলা নিশ্চয়ই সে কলঙ্কে হস্ত না দিয়া, কালীপ্রসন্ন বাবুর অপূর্ব্ব শব্দ-ছটা দেখিতেছেন। কেমন লীলা, তুমি এখন কালীপ্রসন্ন বাবুর লেখা পড়িতেছ না?"

সেই অপূর্ব্ব বদনে, অপূর্ব্ব হাসির সহিত লীলাবতী বলিলেন,—"হাঁ, আমি এখন কালীপ্রসন্ন বাবুর শব্দ যোজনার মাধুর্য্যই দেখিতেছিলাম বটে। কিন্তু আমি যে কখন উপন্যাস পড়ি না, একথা বলি কেমন করিয়া। মাষ্টার মহাশয় হয়ত শুনিয়া বিরক্ত হইবেন যে, আমি সময়ে সময়ে নিতান্ত আগ্রহের সহিত কোন কোন উপন্যাস পাঠ করি। যদি মাষ্টার মহাশয় তাহা দোষ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আর কখন আমি সেরূপ কার্য্য করিব না।"

এই সরলতাপূর্ণ, শান্তিমাখা কথাগুলি শুনিয়া আমার বড়ই প্রীতি জন্মিল। আমি ইহার একটা সদুত্তর স্থির করিতেছিলাম, এমন সময় মনোরমা আবার বলিলেন,—"তোমার মতামত মাষ্টার মহাশয়কে জানাইলে না তো। কেবল বলিলে, এইরূপ আমি করি বটে, কিন্তু মাষ্টার মহাশয় নিষেধ করিলে আর করিব না। কেন যে তুমি তাহা কর সে কথা মাষ্টার মহাশয়কে বলা আবশ্যক। তোমার কথা খণ্ডন করিয়া যদি মাষ্টার মহাশয় সে কার্য্যের দোষ বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সে জন্য মাষ্টার মহাশয়ের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। তুমি যে কেন আগ্রহ সহকারে উপন্যাস ও কাব্য পড়িয়া থাক তাহা বুঝাইয়া দাও নাই তো। আমি আমার মত বলিয়াছি তুমি তোমার মত বল। তাহার পর দুইজন দুই দিক হইতে এমনি তর্ক বাধাইয়া দিব যে, মাষ্টার মহাশয়ের মত না থাকিলেও, আমাদের মতে মত দিতে হইবে এবং অবশেষে অব্যাহতি

পাইবার জন্য আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রচুর প্রশংসা করিতে হইবে।”

লীলাবতী বলিলেন,—“মাষ্টার মহাশয় ওরূপ দায়ে পড়িয়া যেন কখন প্রশংসা না করেন।”

আমি বলিলাম,—“কেন?”

লীলাবতী বলিলেন,—“কারণ, সত্য হউক মিথ্যা হউক, আপনার সমস্ত কথাই আমি বিশ্বাস করিব।”

এই এক কথায় লীলাবতীর চরিত্রের পূর্ণ চিত্র আমি দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তাঁহার স্বীয় সত্যপ্রিয়তা ও বাঙ্‌নিষ্ঠা তাঁহাকে ক্রমশঃ পরকীয় বাক্যে পূর্ণ মাত্রায় আস্থা প্রদান করিতে অভ্যস্ত করিয়াছে। সেই দিবস আমি যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, এখন আমি তাহা কার্য্য দ্বারা জানিতে পারিতেছি।

তাহার পর আমারা পুনরায় পঠনালয়ে ফিরিয়া আসিলাম। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আমাকে জল খাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। আমি তাহাতে অস্বীকার করিলাম না। তিনি তাহার উদ্যোগ করিতে গেলেন। কিয়ৎ-কাল পরে একজন দাসী প্রচুর মিষ্টান্ন, আর একজন উপাদেয় ফল-মূলে রৌপ্যপাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়া আসিল, অন্নপূর্ণা স্বয়ং রজত গ্লাসে করিয়া পনীয় জল আনিলেন। মনোরমা পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে স্বহস্তে স্থান মার্জ্জন করিয়া দিলেন এবং লীলাবতী আসন বিস্তার করিলেন। যেরূপ আহার হইল তাহাতে বুঝিলাম যে, রাত্রে আর আহারের প্রয়োজন হইবে না। ঠাকুরাণীকে তাহা বুঝাইয়া দিলে, তিনি একজন ঝির দ্বারা সরকারকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মাষ্টার বাবু রাত্রে আহার করিবেন না। জিজ্ঞাসা করিয়া জনিলাম যে, লীলাবতী ও মনোরমা বেলা দশ টার সময় আহার করেন, তাহার পর বেলা ২টার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করেন এবং রাত্রে শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইচ্ছামত আহার করেন। তাঁহারা উভয়ে একত্রে আহার করেন, সমস্ত দিন একত্রে থাকেন এবং রাত্রে একত্র শয়ন করেন। তাঁহারা যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করেন

তাঁহারই এক পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এবং এক ঝি শয়ন করেন।

আমি আহার সমাপ্তির পর উঠিয়া আসিলাম। নানা প্রকার গল্প চলিতে লাগিল, সমালোচকদের কথা, মাসিক পত্র সকলের প্রসঙ্গ, কেন মাসিক পত্র সকল এরূপ অনিয়মিত তাহার কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের কথা, অক্ষয় বাবুর ভাষার কথা, এখনকার উপন্যাসের বিচার, প্রভৃতি কত কথাই যে হইল তাহার আর সীমা নাই। আপাততঃ কোন্ কোন্ পুস্তক তাঁহাদের পড়িতে ইচ্ছা তাহার মীমাংসা করিবার ভার তাঁহাদের হস্তেই রাখিয়া দিলাম। সন্ধ্যা হইয়া গেল। দাসী দুইটী সেজ আনিয়া একটী টেবিলের উপর, আর একটি হারমোনিয়মের উপর রাখিয়া দিল। মনোরমা বলিলেন,—"লীলা, মাষ্টার মহাশয় হয়ত কলিকাতায় কত উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম বাজান শুনিয়াছেন। তুমি যে হারমোনিয়ম বাজাইতে শিখিয়াছ তাহা কত দূর শ্রবণ-যোগ্য হইয়াছে, মাষ্টার মহাশয়ের কাছে তাহার পরিচয় দিলে মন্দ হয় না; অতএব তুমি কেন একটু বাজনা মাষ্টার মহাশয়কে শুনাইয়া দেও না।"

লীলা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয় যদি দয়া করিয়া আমার বাজনা শুনিতে স্বীকার হন, তাহা হইলে আমি বড়ই আহ্লাদিত হইব।"

আমি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তখন লীলা হারমোনিয়ম সমীপস্থ হইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। মধু—মধু—মধুবৃষ্টি হইতে লাগিল! সে শিক্ষা—সে অভ্যাস—সে নিপুণতার কথা কি বলিব? এ জগতে লীলা ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই অপূর্ব্ব। আমার মন প্রাণ একত্রিত হইয়া কর্ণ-কুহর দিয়া সেই অপূর্ব্ব সুধা পান করিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী একখানি কোচে বসিয়া বাদ্য শুনিতে শুনিতে নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। মনোরমা একতাড়া চিঠি লইয়া টেবিলের নিকট বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া বাজনা চলিল। তাহার পর লীলা যন্ত্র ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং বলিলেন,—

"বড় গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে। আমি এই খোলা ছাতে একটু বেড়াই।"

কেহই এ প্রস্তাবে আপত্তি করিল না। তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন—আমার দৃষ্টিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী দিব্য ঘুম ঘুমাইতেছেন,মনোরমা চিঠির তাড়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, লীলাবতী খোলা ছাতে বেড়াইতেছেন—এক একবার অনেক দূরে যাইতেছেন, আবার অত্যন্ত নিকটে আসিতেছেন, আমার চক্ষু কেবল তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে। এমন সময় মনোরমা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, শুনুন।"

আমি উঠিয়া গিয়া টেবিলের বিপরীত দিকে দাঁড়াইলাম। মনোরমা বলিলেন,—"এই চিটিখানির শেষ ভাগটা আমি পড়িতেছি, আপনি শুনুন দেখি। বোধ করি কলিকাতার পথের বৃত্তান্ত ইহাতে মীমাংসিত হইতে পারে। এই পত্র ১১৷১২ বৎসর পূর্ব্বে মাসী মা মেসো মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। মাসী মা এবং লীলাবতী সে সময়ে এই আনন্দধামেই ছিলেন, মেসো মহাশয় তৎকালে প্রায়ই পশ্চিমে থাকিতেন, আমি সে সময়টাতে কলিকাতার ব্রাহ্ম পরিবার রায় মহাশয়দিগের বাটিতে কোন কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতাম।"

একবার বাহিরের ছাতে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম বিমল চন্দ্রালোকে বহির্ভাগ আলোকিত। শ্বেত বস্ত্রাবৃতা লীলাবতী সেই সুন্দর আলোকে ছাতের উপর পরিভ্রমণ করিতেছেন—কি সুন্দর দেখাইতেছে!

মনোরমা পত্রের শেষভাগ পড়িতে লাগিলেন,—"তুমি ক্রমাগত আমার স্কুলের এবং ছাত্রীগণের বিবরণ শুনিতে শুনিতে হয়ত ত্যক্ত হইয়া উঠিতেছ। কিন্তু প্রাণেশ্বর, সে জন্য যদি কাহাকেও দোষ দিতে হয়, তাহা হইলে সে দোষ আমাকে না দিয়া এই উপলক্ষ রহিত, কার্য্যান্তর হীন আনন্দধামকেই দোষী করা উচিত। এবার তোমাকে একটি নূতন ছাত্রীর বস্তুতঃই অতি আশ্চর্য্য বিবরণ জানাইব।

"কমলা নাম্নী আমাদের পল্লীবাসিনী সেই প্রাচীনা কায়স্থ কামিনীর কথা মনে আছে তো? কয়েক বৎসর রোগ ভোগ করার পর তাঁহার অন্তিমকাল নিকটস্থ হইয়া আসিয়াছে—কবিরাজ জবাব দিয়াছে। হুগলী জেলায় হরিমতি নাম্নী তাঁহার এক ভগ্নী থাকিতেন। দিদির সেবা সুশ্রূষা করিকার জন্য হরিমতি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মেয়েটিও আসিয়াছে। মেয়েটি আমাদের জীবিতাধিক লীলার চেয়ে প্রায় এক বৎসরের বড়।"

আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে লীলাবতী আমাদের নিকটস্থ দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তখনই তিনি আবার চলিয়া গেলেন। মনোরমা আবার পড়িতে লাগিলেন,—

"হরিমতির চাইল চলন, রীতি প্রকৃতি মন্দ নহে। মেয়ে মানুষটি অর্দ্ধবয়সী—দেখিতেও নিতান্ত মন্দ নহে। বয়সকালে যাহা হউক, এখনও দেখিলে নিতান্ত বিশ্রী বোধ হয় না; মাঝামাঝি গোছের সুন্দরী বলিলেও বলা যায়। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে কেমন একটি চাপা রকম ভাব আছে, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এমনই চাপা, সহজেই বোধ হয় যেন কিছু গোপন করিতেছেন। আর তাঁহার মুখের রকম দেখিয়া বোধ হয়, যেন তাঁহার মনেও কি আছে। স্ত্রীলোক-টির জীবন নিতান্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়া আমার মনে হয়। আমার নিকট তিনি একটি সামান্য কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন। কমলা হয়ত সপ্তাহ মধ্যেই কাল কবলিত হইতে পারেন, না হয় তো কিছু দিন গড়া-ইতেও পারেন। যাহাই হউক যতদিন হরিমতিকে এখানে থাকিতে হইবে, ততদিন তাঁহার মেয়েটি যাহাতে আমার স্কুলে লেখা পড়া করিতে পারে, তাহাই তাঁহার প্রার্থনা। সর্ত্ত এই যে, কমলার মৃত্যুর পর যখন হরিমতি বাটি ফিরিয়া যাইবেন, তখনই মেয়েকে সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে দিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, আমি সন্তোষ সহকারে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম এবং সেই দিনেই লীলা ও আমি এই মেয়ে-টিকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে আনিলাম। মেয়েটির বয়স ঠিক এগার বৎসর।"

আবার লীলার পরিষ্কার শ্বেত বর্ণাচ্ছাদিত দেহ আমাদের সমীপাগত হইল। আবার মনেরমা চুপ করিলেন। আবার লীলাবতী দূরবর্ত্তিনী হইলে মনোরমা পড়িতে লাগিলেন,—

"হৃদয়নাথ, আমি এই মেয়েটীকে বড়ই ভাল বাসি। কেন যে তাহাকে এত ভাল বাসি তাহা অগ্রে ব্যক্ত করিয়া তোমার কৌতূহল কমাইয়া দিব না—সকলের শেষে সে কথা বলিব। হরিমতি আমাকে কন্যার আর কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু আমি সেই দিনই পুড়া বলিয়া দিবার সময় বুঝিতে পারিলাম. মেয়েটীর বুদ্ধি সে বয়সে যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ পরিণত হয় নাই। সেই দিনই তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাটী লইয়া আসিলাম এবং গোপনে ডাক্তার ডাকাইয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে বলিলাম। ডাক্তার বলিলেন, বয়স হইলে হয়ত ও দোষ সারিয়া যাইবে। তিনি কিন্তু যথেষ্ট যত্ন সহকারে বালিকাকে পাঠ অভ্যাস করাইতে বলিলেন। তিনি বলেন, বালিকার মর্ম্মগ্রহণ শক্তি যেমন কম, ধারণা শক্তি তেমনই অধিক। একবার যাহা উহার হৃদয়স্থ হইবে, ইহ জীবনে তাহা আর ভুলিবে না। না বুঝিয়া অমনই ভাবিও না যে,আমি একটা পাগলের মায়ায় পড়িয়াছি। না প্রাণেশ্বর, বালিকা মুক্তকেশীর বড় মিষ্ট-স্বভাব, কৃতজ্ঞ হৃদয় .এবং সে সহসা মাঝামাঝি ভীত বা বিস্মিত ভাবে এমন এক একটী কেমন এক রকম মিষ্ট কথা বলে, তাহা বড়ই ভাল লাগে। এক দিনের কথা বলি শুন। বালিকাটী বেশ পরিষ্কার রঙ্গ চঙ্গে কাপড় পরিয়া থাকে। জানাইত তুমি আমি ছেলে পিলেকে সাদা কাপড় পরাইতে বড় ভাল বাসি। আমি তাহাকে লীলার একখানি বাসি করা সাদা ঢাকাই-ধুতি পরিতে দিয়া বলিলাম, তোমার বয়সের মেয়েরা এইরূপ কাপড় পরিলে বেশ দেখায়। মেয়েটী প্রথমে একটু থতমত খাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিব কি প্রাণনাথ, সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলভাবে বলিল, 'এখন হইতে আমি সর্ব্বক্ষণই সাদা কাপড় পরিব মা ; যখন আমি তোমার কাছে থাকিব না এবং তোমাকে দেখিতে পাইব না, তখনও সাদা কাপড় পরিলে

তোমাকে সন্তুষ্ট করা হইতেছে বলিয়া আমার মনে আনন্দ হইবে মা।' এমনই মিষ্ট করিয়া, এমনই সরল ভাবে কথাগুলি বলিল যে, তাহা এখনও আমার হৃদয়ে বাজিতেছে। আমি তাহার জন্য রকম রকম সাদা কাপড় ক্রয় করিব।"

মনোরমা বলিলেন,—"আপনার সহিত পথে যে স্ত্রীলোকটির সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাঁহাকে কি যুবতী বলিয়া বোধ হয়? তাঁহার বয়স তেইস বৎসর হইতে পারে না কি?"

আমি বলিলাম,—"হাঁ, ঐ রকমই বটে।"

"তাঁহার গায়ের কাপড় সকলই সাদা?"

"সকলই সাদা।"

তৃতীয় বার লীলাবতী আবার সেই দ্বারের নিকটস্থা হইলেন। এবার তিনি আর চলিয়া গেলেন না। আমাদের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, ছাতের আলিসায় ভর দিয়া তিনি বাগান দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শুক্ল পরিচ্ছদাবৃত দেহ পূর্ণ-চন্দ্রালোকে শোভা পাইতে লাগিল। আমার বুক কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। কি যেন মনে হইতে হইতে আবার চলিয়া গেল। কে জানে, মনের মধ্যে কেমন একটা ভাবের আবির্ভাব হইল।

মনোরমা বলিলেন,—"সকলই সাদা। চমৎকার বটে। আপনি যে স্ত্রীলোক দেখিয়াছেন তাঁহার এবং মাসীমার ছাত্রীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য একতা। এরূপ একতা ঘটিবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে।"

আমি মনোরমার কথা বড় একটা মনোযোগ সহকারে শুনিলাম না। আমি তখন কেমন তদ্গতভাবে লীলাবতীর শ্বেত পরিচ্ছদের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছি।

মনোরমা কহিলেন,—"এক্ষণে পত্রের শেষাংশ শ্রবণ করুণ। এই অংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং নিতান্ত বিস্ময়জনক।"

যখন মনোরমা এই কথা বলিলেন তখন লীলাবতী বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের নিকটস্থ দ্বার সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি

সন্দিগ্ধভাবে একবার ঊর্দ্ধে একবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পরে আমাদের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

মনোরমা পত্রের শেষাংশ পাঠ করিলেন,—

"প্রাণেশ্বর! আমার সুদীর্ঘ পত্র শেষ হইয়া আসিতেছে; এখন কেন যে আমি মুক্তকেশীকে এত ভাল বাসি তাহার প্রকৃত কারণ তোমাকে জানাইব; শুনিলে তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। প্রকৃতির আশ্চর্য্য কৌশল! আকৃতির অদ্ভুত সাদৃশ্য! ঐ মুক্তকেশীর চুল, বর্ণ, চক্ষুর ভাব, মুখের আকৃতি—"

মনোরমার কথার শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম। সেই নির্জ্জন কলিকাতার রাজপথে, অজ্ঞাত-কর-স্পর্শে আমার যে ভাব হইয়াছিল, এখন আবার সেই ভাব জন্মিল।

লীলাবতী সেই চন্দ্রালোকপূর্ণ স্থানে সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার ভঙ্গী, তাঁহার গ্রীবার পার্শ্বনত ভাব, তাঁহার বর্ণ, তাঁহার মুখের আকৃতি ইত্যাদি এই দূর হইতে দেখিয়া আমার স্পষ্টই মনে হইতে লাগিল, তিনি সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর সজীব প্রতিমূর্ত্তি! যে নিদারুণ সন্দেহ বিগত কয়েক ঘণ্টা আমাকে নিয়ত উৎপীড়ন করিতেছিল এক মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মীমাংসা হইয়া গেল। প্রথম সাক্ষাৎকালে সেই যে 'কি যেন নাই' সন্দেহ হইয়াছিল, এখন বুঝিলাম তাঁহা আর কিছুই নহে, সেই পলাতকা উন্মাদিনীর সহিত আনন্দ ধামস্থ আমার এই ছাত্রীর অদ্ভুত সাদৃশ্য!

মনোরমা পত্র ফেলিয়া দিয়া আমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি বুঝিতে পারিতেছেন,—আপনি দেখিতে পাইতেছেন? এগার বৎসর পূর্ব্বে মাসীমা যে সাদৃশ্য দেখিয়াছিলেন, আপনি এখনও সেই সাদৃশ্য বুঝিতে পারিতেছেন?"

আমি বলিলাম,—"কি বলিব? আমার মনের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি সাদৃশ্য স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সাদৃশ্য হেতু সেই সহায়হীনা, অপরিচিতা, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকের সহিত ঐ বিকসিতাননা নারীর উল্লেখ করিলেও যেন উহার ভবিষ্যৎ জীবনে বিষাদের

কালিমা লেপন করা হয়। অতএব এ ভাব চিত্ত হইতে শীঘ্রই অন্ত-রিত করা আবশ্যক। আপনি অনুগ্রহ করিয়া লীলাবতীদেবীকে ঘরের ভিতর ডাকুন—ওখানে আর থাকিয়া কাজ নাই।”

মনোরমা বলিলেন,—“মাষ্টার মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। স্ত্রীলোকের কথা ছাড়িয়া দিউন, কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, আপনার ন্যায় ব্যক্তির এরূপ ভ্রান্ত সন্দেহ নিতান্ত আশ্চর্য্যের কথা বটে।”

আমি বলিলাম,—“যাহাই হউক, আপনি লীলাবতীদেবীকে ডাকুন।”

“চুপ করুন, লীলা আপনিই আসিতেছেন। এখন লীলাকে বা কাহাকে এ সকল কথা জানাইয়া কাজ নাই। লীলা, এদিকে এস—ঠাকুরাণীর ঘুম তো ভাঙ্গেনা দেখছি। তুমি চেষ্টা কর দেখি, যদি ভাঙ্গাইতে পার।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এইরূপে আনন্দধামে আমার প্রথম দিন কাটিয়া গেল। মনোরমা ও আমি এ রহস্য আর ভাঙ্গিলাম না। সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় রহস্য ব্যতীত আর কোন রহস্যও জানিতে পারা গেল না। একদিন অতি সতর্কতাসহকারে সুযোগ ক্রমে মনোরমা লীলাবতীর নিকট মুক্তকেশীর কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে একটি বালিকার সহিত লীলার আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল, এ কথা লীলাবতীর মনে পড়িয়াছিল মাত্র; কিন্তু আর কিছু বিশেষ বৃত্তান্ত তিনি বলিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ঐ বালিকার নাম মুক্তকেশী, সে কয়েক মাস মাত্র আনন্দধামে ছিল, তাহার পর হুগলী চলিয়া যায়। তাহার মা ও সে আর কখন এখানে আসিয়াছিল কি না, তাহা তাঁহার মনে নাই। তাহাদের নাম তিনি আর কখন শুনেন নাই। মনোরমা

অবশিষ্ট পত্রাদি পাঠ করিয়াও আর কোন নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যতটুকু বিবরণ সংগ্রহ করা হইল, তাহাতে বুঝা গেল যে, কলিকাতার পথে যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সে এবং মুক্তকেশী একই স্ত্রীলোক। আরও বুঝা গেল, মুক্তকেশীর বাল্য-কালে যে চিত্ত চাঞ্চল্য ছিল যৌবনেও তাহা তেমনই আছে। এ সন্ধানের এ স্থানেই আপাততঃ শেষ।

দিনের পর দিন এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া যাইতে লাগিল। সুখে—আনন্দে দিন কাটিতে থাকিল। কিন্তু যে সকল সুখ, যে সকল আনন্দ তৎকালে অজস্র-ধারায় আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, এখন ভাবিয়া দেখিতেছি তাহার কয়টা সারবান্—কয়টা মূল্যবান্! বিগত জীবন আলোচনা করিয়া কেবল নিজের অপূর্ণ-তার, ক্রুটির এবং জ্ঞানহীনতারই পরিচয় পাইতেছি।

আমার এই জ্ঞানহীনতার ও ক্রুটির কথা ব্যক্ত করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না; কারণ সে কথা পূর্ব্বেই আমি একরূপ অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিয়াছি। যখন আমি লীলাবতীর রূপ-বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারি নাই, যখন ভাষা আমার সহায়তা করিতে একটুও অগ্রসর হয় নাই, তখন কি সুচতুর পাঠক, সে কথা বুঝিতে পার নাই? যদি না পারিয়া থাক, তাহা হইলে আমি এখন মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি,—

আমি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি।

না জানি কত জনই আমার এই কথা শুনিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিবেন। কিন্তু আমি করিব কি? যদি কোন করুণ-হৃদয়া সুন্দরী আমার এই কথা পাঠ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, আমার দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। আর যদি কোন কঠিন-হৃদয় পুরুষ পরিহাসের হাসি হাসিয়া আমার কথা উড়াইয়া দেন, আমি অগত্যা তাহা নীরবে সহ্য করিব। আমাকে ঘৃণাই কর, অথবা দয়া করিয়া আমার প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ কর, আমি সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। আমি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি।

কিন্তু আমার দোষ স্খালন করিবার কি কোনই যুক্তি নাই? আমি আনন্দ ধামে যেরূপ ভাবে কাল কাটাইতাম তাহা শুনিলে, অবশ্যই তাহার মধ্য হইতে আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সহৃদয় পাঠক, কিরূপ ভাবে আমাকে এই আনন্দ ধামে কালাতিপাত করিতে হইত। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত আমি নিয়ত রায় মহাশয়ের সেই প্রাচীন পুঁথি আলোচনা করিতাম। সে গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় কি? প্রেম, সৌন্দর্য্য ও শোভা! সেই সকল উচ্চ কল্পনা সম্ভূত, সদ্ভাবপূর্ণ প্রেমচিত্র দর্শন করিতে করিতে আমার মন স্বতঃই নিতান্ত প্রেম-প্রবণ হইয়া উঠিত; সেই গ্রন্থোক্ত মনোহর সৌন্দর্য্য বর্ণন পাঠ করিতে করিতে আমার অন্তরে স্বভাবতঃ লীলাবতীর অপূর্ব্ব মাধুরীর সহিত গ্রন্থবর্ণিত সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হইত। তুলনায় কি বুঝিতাম? বুঝিতাম কবির কল্পনা যে সৌন্দর্য্য সংগঠনে সক্ষম তাহা লীলাবতীর বাস্তব সৌন্দর্য্যের সমীপস্থ হইতেও সমর্থ নহে। গ্রন্থের পরম শোভাময় দৃশ্য মধ্যে পরমসুন্দরী তরুণীর বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হইত, সে কবি কথনই আনন্দ উদ্যানের মনোহর নিকুঞ্জ মধ্যস্থ লীলাবতী সুন্দরীকে দেখেন নাই; তাহা দেখিলে তাঁহার কল্পনা তাদৃশ অঙ্গহীন অপূর্ণ চিত্র পাঠক সমক্ষে উপস্থিত করিয়া কদাচ গৌরব প্রার্থী হইত না। এইরূপ চিন্তায়, এইরূপ আলোচনায়, স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেও, এবংবিধ তর্কের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতাম না। তাহার পর সমস্ত বৈকালটা সেই ভুবনমোহিনীর নয়ন-সমক্ষে আমি থাকিতাম এবং আমার নয়ন-সমক্ষে তিনি থাকিতেন। মনোরমার পরম রমণীয় সরলতা এবং লীলাবতীর অপরিমেয় সৌন্দর্য্য, অদৃষ্টপূর্ব্ব কোমলতা এবং অসাধারণ মধুরতা আমাকে সমস্ত অপরাহ্ণ মাতাইয়া রাখিত। লীলাবতী কবিতা রচনা করিতেন, এক একদিন তাহা আমাকে শুনাইতেন। কেমন মধুর ভাবে, সুন্দর স্বরে, সুন্দর গ্রীবা সুন্দররূপে আন্দোলন করিতে করিতে সেই সকল কবিতা আমাদের সমক্ষে পাঠ করিতেন। কেমন করিয়া বলিব সে

ভাব, সে কবিতা, সে অধ্যয়ন আমার হৃদয়ে আঘাত করিত না। তাহার পর আরও বলি, হস্তাক্ষরের উন্নতি করিতে লীলার বড় অনুরাগ ছিল। তিনি চেয়ারে বসিয়া লিখিতেন; আমাকে হয় তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, না হয় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অনেক সময় লেখার দোষ গুণ বিচার করিতে হইত এবং কখন কখন, কি হইলে লেখা ভাল হয় তাহা দেখাইবার নিমিত্ত, আমাকে নত হইয়া লিখিতে হইত। তখন আমার বদন লীলাবতীর বদন-কমলের সমীপস্থ হইত, লীলাবতীর সুরভি নিশ্বাস আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিত, আমার গণ্ডে তাঁহার গণ্ড মিলিত হয় হয় হইত। কিজানি তখন কি অপূর্ব্ব ভাবে আমার হৃদয় শিহরিয়া উঠিত, প্রাণের ভিতর কেমন গুর্ গুর্ করিত। এইরূপ বিভিন্ন ভাবে দিন কাটিত। কত সময় কত কথায় তাঁহার মধুর অধরে মধুর হাসি দেখা দিত, কত সময় তাঁহার এক একটি কথা কেমন অলক্ষিত ভাবে আমার হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত করিত, আর কত সময় মনোরমা এবং অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর কথা আমার চিত্তের এই আবেগময় ভাব আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিত। হয়ত কোন সময় মনোরমা বলিতেন,—"মাষ্টার মহাশয় আর লীলাবতী দুজনের একই রকম। দুজনেই দিনরাত্রি কেবল পড়া আর লেখা, লেখা আর পড়া।" অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী কখন হয়ত বলিতেন,—"দেবেন্দ্র বাবুর মত সুশ্রী পুরুষ এবং লীলাবতীর মত সুন্দরী মেয়ে আমার চক্ষে আর কখন পড়ে নাই।" এ সকল কথা তাঁহারা সরলভাব ও সরল বিশ্বাসের বশে বলিতেন, কিন্তু আমার উন্মত্ত হৃদয় সে সকল কথার অন্যরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া সুখী হইত। এই সকল নানা কারণে আমি ক্রমশঃ এই দুরাশা সাগরে ডুবিয়াছি। ভাল বল, মন্দ বল, আমি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি।

তাহার পর তোমরা বলিতে পার, স্বীয় পদ ও অবস্থা স্মরণ করিয়া আমার পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কথা ঠিক বটে। কিন্তু সত্য কথা বলিলে তোমরা বিশ্বাস করিবে কি? আমি কি পূর্ব্ব হইতে জানিতাম যে, আমার হৃদয়ের এইরূপ পতন হইবে? কত সময়, কত

দিন আমি তো কতই সুন্দরী মহিলামণ্ডলীর মধ্যে বিচরণ করিয়াছি। কত জনের সহিত পুনঃ পুনঃ কতই আলাপ করিয়াছি, কতই কথা বার্ত্তা কহিয়াছি, কিন্তু কখনই মনের এরূপ ভাব—এমত হৃতকম্প হয় নাই তো। তবে মনকে সাবধান করিব কেন? তবে হৃদয়কে অবিশ্বাস করিব কেন? আমার হৃদয় পরীক্ষিত, সাবধান এবং নিতান্ত দীন বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। সে হৃদয় এরূপে ভগ্ন হইবে, তাহার এতাদৃশ পতন ঘটিবে, অথবা তাহা এরূপ স্পর্দ্ধিত হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর। যখন বুঝিলাম আমার হৃদয়ের পূর্ব্বভাব আর নাই, সে সাবধানতা, সে আত্মাবস্থাজ্ঞান, সে মনোবৃত্তির নিরতিশয় অধীনতা আর নাই, তখনই আমি, হৃদয়বেগ মন্দীভূত করিয়া দিয়া তাহার গতি ভিন্ন পথাবলম্বী করিয়া দেওয়া, বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করিলাম। হৃদয়কে বুঝাইতে, একবার সাবধান করিতে, একবার শাসন করিতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু বুঝিলাম যে আমার হৃদয় আর আমার নহে। আর তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। সে এখন শাসনের বাহিরে গিয়াছে। বুঝিলাম, আমার হৃদয় পূর্ণমাত্রায় লীলাবতীকে ভাল বাসিয়াছে; সেখানে আর প্রবোধ বা উপদেশ, শাসন বা সান্ত্বনার স্থান নাই!

কিন্তু এ কথা এতদিন কেন বুঝি নাই? আরও পূর্ব্ব হইতে কেন সাবধান হইবার চেষ্টা করি নাই? মনের গতি কেন আগেই অনুভব করি নাই? যখন শত সহস্র কার্য্যে, প্রতিহৃৎস্পন্দনে, প্রতি চিন্তার মধ্য হইতে হৃদয়ের এই ভাব ও এই গতি ধরিলে ধরা যাইত, তখন কেন ধরি নাই? তাহারও একই উত্তর। যে অন্ধতা আমাকে অগ্রপশ্চাৎ কিছুই না দেখিতে দিয়া একই পথে লইয়া গিয়াছিল, সেই অন্ধতাই আমাকে মূলে হৃদয়ের ভাব দেখিতে না দিয়া এই বিষম দুরাশা সাগরে আনিয়া মজাইয়াছে।

এই অবস্থায় দিন কাটিতে লাগিল। এক দিন, দুই দিন করিতে করিতে ক্রমে তিন মাস অতীত হইয়া গেল। ভূত ভবিষ্যৎ আমার তখন মনে নাই—নিজের অবস্থা জ্ঞান নাই; চিত্ত একমাত্র সুখময়ী

কল্পনায়—এক মাত্র বিষয় ধ্যানে মগ্ন। সহসা এক দিন, এক মুহূর্ত্তে আমার অবস্থা বিষয়ক জ্ঞান জন্মিল,—আমার কল্পনার ঘোর ভাঙ্গিল।

একদিন প্রাতে—ওঃ কি বিষম দিন! একদিন প্রাতে দেখিলাম লীলার বদন কমল ভাবান্তরিত। কল্য বৈকালে যে লীলা দেখিয়াছি, আজি লীলা সে লীলা নহেন! তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া, তাঁহার নয়নের বিষাদময় দৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে যে বিষাদের অঙ্ক-পাত হইয়াছে, আমি তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। বুঝিতে পারিলাম সে দৃষ্টি—সে ভাব তাঁহার নিজের জন্য কাতর—আমার জন্যও ব্যথিত। তাঁহার পবিত্র হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে, বা তথাকার ভাব বর্ণনা করিতে আমার কোনই অধিকার বা ক্ষমতা নাই। তথাপি তাহার ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইল, তিনি কেবল আমার জন্যই কাতর নহেন, তাঁহার নিজের জন্যও কাতরতার অভাব নাই।

আর দেখিলাম মনোরমার বদন মণ্ডলও প্রফুল্লতা পরিশূন্য—দারুণ চিন্তায় সমাচ্ছন্ন। আমি বুঝিলাম, আমার দুরাশা—আমার প্রগল্‌ভতা আমার আত্মাবস্থা অতিক্রম করিয়া এ অত্যচ্চ আকাঙ্ক্ষা লীলাবতী ও মনোরমার এই কাতরতার কারণ। মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কি করিলে—কি উপায়ে সকলের হৃদয়ে পুনরায় পূর্ব্ব-বৎ শান্তির আবির্ভাব হইবে, ইহাই আমার চিত্তের প্রধান আলোচ্য হইয়া উঠিল। চিন্তা যথেষ্ট করিলাম, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। কোনই মীমাংসা আমার দ্বারা সম্ভাবিত নহে—আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। অবশেষে একদিন মনোরমার স্পষ্টভাষিতা, সরলতা এবং উদারতা আমার এই দারুণ দুরবস্থার শেষ করিয়া দিল; কটু কষায় হইলেও উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা তিনি আমার এই বিষম ব্যাধির চিকিৎসা করিলেন এবং আমাকে ও সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দধামের আরও কাহাকে কাহাকে বিজাতীয় বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সেদিন শুক্রবার। আমি প্রাতঃকালে বেলা অনুমান আটটার সময় পাঠাগারে একটা বিশেষ প্রয়োজন হেতু প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম ঘরে কেহই নাই। বাহিরে চারিদিকে ফুলের সুদৃশ্য টবপূর্ণ বারান্দায় লীলাবতী ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিতেছেন দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম তাঁহার বদনের সেই বিষাদময় ভাব। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র একটু হাস্য করিলেন, কিন্তু সে হাস্য শুষ্ক—নীরস—অস্বাভাবিক। তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন না। হায়! সপ্তাহদ্বয় পূর্ব্বে আমাদের এমন সঙ্কুচিত ভাব ছিল না তো; তখন লীলাবতী আমার নিকট আসিতে একটুও সঙ্কুচিতা হইতেন না তো। তখন আমাকে দেখিলে তাঁহার মুখে এমন শুষ্ক হাসি পরিদৃষ্ট হইত না তো। হায়! সে দিন কোথায় গেল? সে দিন কি আর ফিরাইবার উপায় নাই?

তখনই মনোরমা সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি আসিবামাত্র লীলাবতী ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিলেন। মনোরমা আসিয়াই বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়! কতক্ষণ আসিয়াছেন? আমাদের কাহাকেও এখানে না দেখিয়া আপনি হয়ত বিরক্ত হইয়াছেন।"

আমি বলিলাম,—"আপনাদের সহিত এক্ষণে দেখা করিবার আমার প্রয়োজন ছিল না। আর এরূপ সময়ে আপনারা এখানে থাকিবেন, আমি তাহা প্রত্যাশাও করি নাই।"

তাহার পর মনোরমা লীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন দুইবার—তিনবার চেষ্টার পর বলিলেন,—"লীলা, আমি কাকা মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়াছিলোম। হোরীঘরটাই ঠিক করিয়া রাখা তাঁহার ইচ্ছা। আর আমি যাহা বলিয়াছিলাম তিনিও তাহাই বলিলেন—মঙ্গলবার নহে তো—সোমবার।"

এ সকল কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিলাম না, কিন্তু লীলাবতীর বড়ই উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, কাতর ও অবসন্ন ভাব লক্ষিত হইল। আমার বোধ হয় মনোরমাও সে ভাবান্তর বুঝিতে পারিলেন। তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; লীলাবতী, তাঁহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া, অগ্রেই গৃহত্যাগ করিলেন। গমন কালে তাঁহার সেই বিষাদ-ভারাবনত কাতর নয়ন আমার নয়নের সহিত মিলিত হইল। হায়! কেন আনন্দধামে শিক্ষকতা করিতে আসিয়াছিলাম?

লীলাবতী চলিয়া গেলে মনোরমা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, এক্ষণে আপনার বিশেষ কাজ আছে কি? আপনার সহিত দুইটা কথা ছিল। বোধ হয় বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহা শুনিতে আপনার কষ্ট না হইতে পারে।"

আমি বলিলাম,—"চলুন। আমার এক্ষণে কোনই বিশেষ কাজ নাই।"

আমরা নীচে নামিবামাত্র দেখিলাম, বাগানের ছোকরা মালী একখানি পত্র লইয়া আসিতেছে। মনোরমা জিজ্ঞাসিলেন,—"কাহার পত্র? আমার নাকি?"

মালী বলিল,—"না দিদি—চিঠি ছোট দিদি বাবুর।"

মনোরমা পত্র লইয়া তাহার শিরোনাম পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহা অপরিচিত হস্তে লিখিত। জিজ্ঞাসিলেন,—"কে এ পত্র দিল?"

মালী বলিল,—"দিদিঠাক্‌রুণ, একটা মেয়েমানুষ আমাকে চিঠি দিয়াছে।"

মনোরমা জিজ্ঞাসিলেন,—"কেমন মেয়েমানুষ?"

"ওঃ বড় বুড়ো।"

"বুড়ো? তাকে তুমি চেন?"

"আজ্ঞে না—আমি চিনিনা।"

"কোন্‌দিকে সে মেয়েমানুষ গেল?"

বালক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হাত নাড়িয়া দক্ষিণ দিক দেখাইয়া দিল।

মনোরমা বলিলেন,—"তাইত। হয়ত কাহার ভিক্ষার পত্র।" তাহার পর বালকের হস্তে পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"বাটির ভিতর গিয়া কোন ঝির দ্বারা পত্র তোমার ছোটদিদির কাছে পাঠাইয়া দেও। তাহার পর, মাষ্টার মহাশয়, যদি আপত্তি না থাকে তাহা হইলে এই দিকে আসুন।"

যেস্থানে আমার সহিত লীলাবতীর প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে মনোরমা আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। বলিলেন,—"আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা এই স্থানেই বলিতে পারি।"

এই বলিয়া তিনি এক আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে অপর এক আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি যাহা বলিবেন তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলাম। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, অনর্থক বাগাড়ম্বর আমি ভাল বাসি না, ঘোর ফের করিয়া কথা বলিতেও আমার অভ্যাস নাই; অতএব আপনাকে যাহা বলিব, তাহা স্পষ্ট ও সরল ভাবেই বলিব। এতদিন একত্রে অবস্থান করিয়া আপনার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমার যেরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে আমি হৃদয়ের সহিত আপনাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। কলিকাতার পথে, ঘোর রাত্রিকালে, নিঃসহায়া, দুঃখিনীর বিপদ উদ্ধারের নিমিত্ত আপনি যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সকরুণ প্রার্থনা সমস্ত পূরণ করিয়াছেন, তাহার দুঃখে দুঃখী হইয়াছিলেন এই বৃত্তান্ত যে দিন আপনি আমার সমক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন সেই দিন হইতেই আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ক্রমে ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, আমার শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয় নাই, আপনি প্রকৃতই শ্রদ্ধার পাত্র।"

মনোরমা একটু চুপ করিলেন। বহুকাল পরে আজি আবার সেই শুক্লবসনা কামিনীর উল্লেখ হইল। মনোরমার কথায় সমস্ত

বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হইল এবং চিত্ত মধ্যে জাগরূক রহিল—অচিরে তাহার ফলও ফলিল।

মনোরমা বলিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, আপনার হৃদয়স্থ রহস্য আমার অবিদিত নাই। জানিবেন কেহ আমাকে তাহা বলে নাই, ইঙ্গিত বা আভাস দেয় নাই—তথাপি আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। মাষ্টার মহাশয়, আপনি ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া—অগ্র পশ্চাৎ না চাহিয়া আমার ভগ্নী লীলাবতীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হৃদয় মধ্যে স্থান দিয়াছেন। আমি আপনাকে তাহা স্বীকার করাইয়া ক্লিষ্ট করিতে বাসনা করি না, মহাশয়ের ন্যায় ভদ্রলোক যে তাঁহা অস্বীকার করিতে অক্ষম তাহা আমি বিশেষ জানি। আমি আপনাকে নিন্দা করিতেছি না—আপনি এই নিষ্ফল প্রেমে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া আমি দুঃখ করিতেছি। আপনি কখন কোন অবৈধ উপায় অবলম্বন করেন নাই; কখন আমার ভগ্নীর সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহেন নাই। সুতরাং আপনাকে দোষী করিবার কোনই কারণ নাই। এ বিষয়ে আপনার দোষ—আপনি স্বীয় অবস্থা ও স্বার্থ ভুলিয়া দুরাশায় ঝাঁপ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর কোন অংশেই আপনাকে দোষী করা যায় না। যদি আপনার ব্যবহার ভদ্রতার পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত বলিয়া বোধ হইত, তাহা হইলে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, আপনাকে তখনই আমি আনন্দধাম হইতে বিদূরিত হইবার অনুজ্ঞা করিতাম এবং অপর কাহারও সহিত কথা কহিতেও আপনাকে সময় দিতাম না—অপর কাহারও মতের অপেক্ষাও করিতাম না। ঈশ্বরেচ্ছায় সেরূপ ব্যবহার হয় নাই, এজন্যই আজি আমি কেবল আপনার বিবেচনার নিন্দা করিতেছি। মাষ্টার মহাশয়, আমার উপর রাগ করিবেন না। আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি—আরও কষ্ট দিব। আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমাকে আত্মীয় বলিয়া জানিবেন।

আমি মনোরমার এই সরলতাপূর্ণ, আত্মীয়তা পূর্ণ, কথা শুনিয়া মোহিত হইলাম। নানাবিধ ভাব-ঝটিকা আমার হৃদয়-সাগর প্রবল

তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়া আমাকে দিশাহারা করিয়া তুলিল। আমি কি বলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কথা মুখ দিয়া বাহিরিল না।”

মনোরমা আবার বলিতে লাগিলেন,—“দেবেন্দ্র বাবু, আমি এক্ষণে যাহা বলিব, ভাবিবেন না যে ধন সম্পত্তি বা অবস্থার বৈষম্য হেতু তাহা বলিতেছি। মাষ্টার মহাশয়, আর অধিক অনিষ্ট ঘটিবার পূর্ব্বেই আপনাকে আনন্দধাম ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুরোধে আপনাকে এই কঠোর কথা বলিতে হইল—এইরূপ ঘটনা আর কখন ঘটিলে, বঙ্গ দেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ-প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন বংশ-সম্ভূত কোন ব্যক্তি হইলেও, তাঁহাকেও হয়ত আমার কর্ত্তব্যানুরোধে অবিকল এই কথাই বলিতে হইবে। অতএব মাষ্টার মহাশয়, ঐশ্বর্য্যের অভাব, পদের হীনতা, বা তথাবিধ কারণে আমি এ সকল কথা বলিতেছি না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অন্য কারণ আছে”—

মনোরমা নীরব হইলেন এবং আমার করদ্বয় স্বীয় করে ধারণ করিয়া, নয়নে নয়নে সম্মিলিত করিয়া বলিলেন,—“তাহার অন্য কারণ আছে। লীলাবতীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া রহিয়াছে।”

আমূল ছুরিকা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। বাহ্যজ্ঞান আমাকে ত্যাগ করিল। যে করযুগল আমার করদ্বয় ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহার স্পর্শ আমার বোধাতীত হইয়া গেল। পার্শ্বে ও পশ্চাতে শুষ্ক বৃক্ষ পত্র সমূহ বায়ু-ভরে যেরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এখন আমার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষার সেই দশা। সম্বন্ধ স্থির থাকুক, না থাকুক, আমার পক্ষে সকলই সমান দুরাশা। হা বিধাতঃ।

যন্ত্রণার প্রথম বেগ অতীত হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম মনোরমা আমার হস্ত ধারণ করিয়া আছেন। আমি মুখ তুলিলাম। দেখিলাম মনোরমা সুতীক্ষ্ণ নয়নে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন।

মনোরমা বলিলেন,—“চূর্ণ করিয়া ফেলুন, দেবেন্দ্র বাবু, যে স্থানে তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, সেই স্থানে এ আশা চূর্ণ করিয়া ফেলুন। অধম স্ত্রীলোকের ন্যায় কাতর হইবেন না।

আপনি পুরুষ—পুরুষের ন্যায় দৃঢ়তা সহকারে হৃদয় হইতে বাসনা উন্মূলিত করিয়া ফেলুন—পদবিদলিত করিয়া দূর করিয়া দিউন।”

মনোরমার বাক্যের তেজ, তাঁহার দৃঢ়তা তাঁহার সৎপরামর্শ ও তাঁহার সদুদ্দেশ্য আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল এবং অনতিকাল মধ্যে আমি অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইলাম বটে। আমি আত্ম-চিত্তের উপর কিয়ৎপরিমাণে প্রভুতা লাভ করিয়া মনোরমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম এবং ভবিষ্যতে আমি তাঁহারই উপদেশ-বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

মনোরমা বলিলেন,—“আমার ভগ্নীর অজ্ঞাতসারে তাঁহার যে ভাব আমি জানিতে পারিয়াছি তাহা আপনার নিকট হইতে গোপন করিতে চাহি না। আপনাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য আমি বলিতেছি যে, আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন। আপনার বাঞ্ছনীয় সঙ্গ এবং নির্দ্দোষ আত্মীয়তা পরম স্পৃহনীয় হইলেও, তাহাতে লীলার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। আমি তাহাকে প্রাণা-পেক্ষাও অধিক ভাল বাসি এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে আমার যেমন বিশ্বাস, লীলার উদার, পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হৃদয়কে আমি তেমনই বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমি জানিতে পারিতেছি, মাষ্টার মহা-শয়, লীলার হৃদয়ে তাহার স্থিরীকৃত বিবাহের বিরোধী ভাবের আবির্ভাব হওয়ায়, তাহার কি অসহনীয় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে লীলার যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া আছে, তাহা তাহার হৃদয় কখনই অধিকার করে নাই। তাহা যদি হইত তাহা হইলে লীলার ভাবান্তর জন্মিবে কেন? লীলার পিতা মৃত্যু কালে এই বিবাহ স্থির করিয়া যান—লীলার প্রণয় বা অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া সম্বন্ধ স্থির করা হয় নাই। পিত্রাদেশ পালন করিতে লীলা বাধ্য। সুতরাং লীলা এ সম্বন্ধে অনাস্থা করে নাই—করিতে তাহার সাধ্যও নাই। আপনি যত দিন এখানে না আসিয়াছিলেন, তত দিন লীলার মনে কোনই বিরুদ্ধ ভাব ছিল না। আমার বোধ হয়,—আপনি যদি হৃদয়-বেগ সংযত

করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই নবীন ভাব লীলার হৃদয়ে এখনও বদ্ধমূল হয় নাই। আপনি নয়নান্তরালে থাকিলে, আমার বোধ হয়, লীলার এই ভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া যাইবে এবং বোধ হয় সময়ে সকল অমঙ্গল সম্ভাবনা বিদূরিত হইবে। আর আপনাকে কি বলিব? কলিকাতার সেই জনহীন পথে নিশাকলে সেই অপরিচিতা অসহায়া স্ত্রীলোক আপনার শরণাগত হইয়া আশাতিরিক্ত করুণা লাভ করিয়াছিলেন; প্রার্থনা করি অদ্য আপনি আপনার ছাত্রীর মঙ্গলার্থ সেইরূপ সদ্ব্যবহার ও ত্যাগ স্বীকার করিবেন!"

আবার এস্থলে দৈবাৎ সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর উল্লেখ! কি জানি; তাঁহার কথা বাদ দিয়া লীলাবতী ও আমার কথা কি চলিবার উপায় নাই? কি জানি নিয়তির কি লেখা!

আমি বলিলাম,—"বলুন আমাকে, আমি এখন কি উপায়ে রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব? তিনি বিদায় দিলে কোন সময়ে আমার চলিয়া যাওয়া আবশ্যক? আমি অতঃপর সর্ব্বপ্রকারে আপনার উপদেশাপেক্ষী হইয়া চলিব।"

মনোরমা বলিলেন,—"সময়ের কথাই কথা। আপনার মনে আছে বোধ হয়, আমি লীলাকে সোমবার হোরীঘরের কথা বলিতেছিলাম। সোমবারে যিনি আসিবেন তিনিই—

আবারও কি বলিতে হইবে? এখনও কি বুঝিতে বাকী আছে যে, সোমবারে যিনি আসিবেন তিনিই লীলাবতীর ভবিষ্যৎ স্বামী। আমি মনোরমার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম,—"আমি আজিই যাই না কেন? যত শীঘ্র যাওয়া ঘটে, ততই মঙ্গল।"

মনোরমা বলিলেন,—"না, তাহা হইবে না। আপনি জানেন কাকা মহাশয় কেমন লোক। তিনি যদি বুঝিতে পারেন আপনি বিশেষ কারণ ব্যতীত যাইতেছেন, তাহা হইলে আপনার যাওয়া ভার হইয়া উঠিবে। কল্য ডাক আসিবার সময়ের পর আপনি তাঁহার নিকট বিদায়ের প্রস্তাব করিলে তিনি মনে করিতে পারেন যে, হয় ত

আপনার যাওয়ার জন্য বিশেষ কোন পত্র আসিয়াছে। সুতরাং মত দিতে পারেন। আপনি কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার যে কিছু কাজ হাতে আছে তাহা ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া রাখিয়া দিবেন, তাহা হইলে আপনার যাওয়ার কোন ব্যাঘাত হইবে না বোধ হয়। কি দুঃখের বিষয় দেবেন্দ্র বাবু, নির্দ্দোষ কার্য্যের জন্যও আমাদিগকে কপটতা অবলম্বন করিতে হইতেছে!”

তাঁহার কথামত কার্য্য করিব এই কথা বলিতে যাইতেছি, এমন সময়ে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। না জানি কে! লীলাবতী না হইলেই বাঁচি? কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন, যে লীলাবতী হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী, আজ আর তাঁহাকে দেখিতেও সাহস নাই! বাঁচা গেল—যে আসিতেছে সে লীলাবতী নহে, লীলাবতীর এক জন দাসী।

দাসী আসিয়া মনোরমাকে বাহিরে আসিতে সঙ্কেত করিল। তিনি তাহার সহিত চলিয়া গেলেন।

আমি একাকী বসিয়া কতই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু একি উৎপাত! আবার সেই শুক্লবসনা কামিনীর কথা ক্রমে ক্রমে মনে আসিয়া উপস্থিত হইল! কি দায়! সকল চিন্তা, সকল কথা, সকল বিষয়ের মধ্যেই কি সে আসিবে? তাহার সহিত আবার কখন কি আমার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে? কিছু না। কলিকাতায় আমি থাকি তাহা কি সে জানে? জানে বই কি? তাহাকে আমি একথা বলিয়াছিলাম। রাজা উপাধিধারী কোন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে কি না, এই অদ্ভুত প্রশ্নের পূর্ব্বেই হউক, কি পরেই হউক, এ কথা তাহাকে আমি বলিয়াছিলাম।

অত্যল্পকাল পরেই মনোরমা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বদনের কিছু ব্যাকুল ভাব। তিনি বলিলেন,—“দেবেন্দ্র বাবু, আমাদের পরামর্শ সমস্তই স্থির হইয়াছে; এক্ষণে চলুন আমরা বাটীর ভিতর যাই। আমি লীলার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছি; ঝি বলিল লীলা একখানি পত্র পাইয়া বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন—নিশ্চয়ই সেই মালী আমাদিগকে যে পত্র দেখাইতেছিল সেই পত্র।”

আমরা ব্যস্ততা সহ চলিলাম। মনোরমার বক্তব্য সমস্ত শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার এখনও বলিবার অনেক কথা রহিয়াছে। লীলাবতীর স্বামী আসিবেন, তিনি কেমন লোক তাহা জানিবার জন্য আমার হৃদয় প্রবল কৌতূহল ও ঈর্ষাময় আগ্রহে পূর্ণ হইয়াছে। হয় ত ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার অন্য সুযোগ উপস্থিত না হইতে পারে, অতএব এই সময়ে জিজ্ঞাসা করাই সুবিধা।

আমি বলিলাম ;—"আপনি বুঝিয়াছেন বোধ হয়, আমি হৃদয়কে যথেষ্ট সহিষ্ণু করিয়াছি এবং অতঃপর আপনার বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাকে বলিবেন কি, যাঁহার সহিত লীলাবতীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে তিনি কে ?"

মনোরমা অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন,—

"হুগলী জেলার একজন মহাধনবান্ ব্যক্তি।"

হুগলী জেলা! মুক্তকেশীর জন্মভূমি। কি বিপদ গো! সকল কথাতেই সেই শুক্লবসনা সুন্দরী!

আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"তাঁহার নাম কি ?"

"রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়!"

রাজা—রাজা প্রমোদরঞ্জন! এইত আবার সেই মুক্তকেশীর প্রশ্ন—রাজা উপাধিধারী লোক।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা বাটীতে প্রবেশ করিলাম। মনোরমা লীলার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন, আমি নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিলাম। কত শত ভয়ানক ভয়ানক দুশ্চিন্তা আজি আমাকে উৎপীড়িত করিতেছে তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায় ? সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর চিন্তা হুগলী নিবাসী এক মহাধনবান্ রাজার সহিত লীলাবতীর

বিবাহ হইবে! বেশত—তাহাতে চিন্তার বিষয় কি? কি জানি কি? সেই শুক্লবসনা কামিনী সমস্ত চিন্তার মূল। তাহার নিবাস হুগলী এবং সে ভীতভাবে রাজা উপাধিধারী ব্যক্তির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি কি জানি না, কিন্তু মন কেন স্থির হয় না। লীলাবতীর সহিত সেই অসহায়া কামিনীর বিষম সাদৃশ্য অনুভব করার পর হইতে, আমার মনের কেমন গতি হইয়া পড়িয়াছে। যেন মনে হইতেছে যাহা মুক্তকেশীর পক্ষে ভয়ানক ও বিপজ্জনক, তাহা লীলাবতীর পক্ষেও ভয়ানক ও বিপজ্জনক। কি জানি যেন কতই বিপদ—যেন কতই ভয়ানক ঘটনা, আমার সমক্ষে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, বহুদূর হইতে চেষ্টা করিতেছে। কে বলিতে পারে কি হইবে!

এইরূপ চিন্তাকুল অবস্থায় নিয়মিত সময়ের মধ্যে রায় মহাশয়ের কার্য্যাদি সমস্ত শেষ করিয়া দিবার নিমিত্ত উপবেশন করিলাম। কার্য্যাদি প্রায় শেষ হইয়াছিল। একবার দেখিয়া শুনিয়া সব ঠিক করিয়া রাখিয়া দিলাম। তাহার পর স্নানাহার সমাপনের পর, সেই খট্টোপরি শয়ন করিয়া আপনাকে আপনি অসীম দুরাশার জন্য বারবার ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার ঘরের দ্বারে মনোরমা ডাকিলেন;—"মাষ্টার মহাশয়, ঘরে আছেন?"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম,—"আছি, আসুন।"

আমি উঠিয়া চেয়ারে গিয়া বসিলাম।

মনোরমার ভাব দেখিয়া বোধ হইল তিনি বড়ই উত্ত্যক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি নিকটস্থ এক চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, মনে করিয়াছিলাম সর্ব্ব প্রকার অপ্রীতিজনক কথাবার্ত্তা বুঝি অদ্যকার মত অবসান হইয়া গেল। এখন দেখিতেছি তাহা হইবার নহে। আমার ভগ্নীকে তাহার আগতপ্রায় বিবাহ সম্বন্ধে ভয় জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত গুপ্ত চক্রী নিযুক্ত হইয়াছে। আজি প্রাতে মালী লীলার নামে এক খানি অপরিচিত হস্তাক্ষর যুক্ত পত্র আনিয়াছিল জানেন?"

"জানি বই কি ?"

"সেই চিঠিখানি বেনামী। তাহা আর কিছুই নহে, কেবল লীলার চক্ষে রাজা প্রমোদরঞ্জনকে একটী জঘন্য মানুষ রূপে প্রতীয়মান করাইবার অতি ঘৃণিত চেষ্টা। লীলা সেই পত্র পাঠ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। আমি অতি কষ্টে তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছি—সে কি আসিতে দেয় ? মাষ্টার মহাশয়, এ সকল পারিবারিক প্রসঙ্গে আপনার সহিত পরামর্শ করা আমার পক্ষে বিধেয় নহে এবং হয়ত আপনারও এরূপ বিষয়ে কোনই অনুরাগ—"

আমি বলিলাম,—"আপনি অন্যায় বলিতেছেন। যে কোন বিষয়ের সহিত আপনার বা লীলাবতী দেবীর ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধ আছে, আমি তাহাতে কেমন করিয়া উদাসীন থাকিব ?"

মনোরমা বলিলেন,—"আপনার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। এবাটিতে আপনি ছাড়া এমন একটী লোক নাই যাহার সহিত একটা পরামর্শ করা যায়। বাটীর যিনি কর্ত্তা তাঁহার নিকট এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই অসম্ভব, পরামর্শ তো দূরের কথা। এক্ষণে আমি করি কি আপনি তাহারই পরামর্শ দিয়া বাধিত করুন। কে এ পত্র লিখিয়াছে এখন আমি তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, অথবা যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য আমাদিগের কলিকাতাস্থ উকিলের নিকট ইহা পাঠাইয়া দিব ? আপনার সহিত এই তিন মাসে যেরূপ ঘনিষ্ট আত্মীয়তা জন্মিয়াছে, তাহাতে আপনার নিকট এরূপ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আপনি বলিয়া দিন, এখন কি করা কর্ত্তব্য। এই সে পত্র, আপনি পাঠ করুন।"

তিনি আমার হস্তে পত্র প্রদান করিলেন, পত্রে পাঠাপাঠ কিছুই নাই। আমি তাহা অবিকল এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আপনি কি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন ? না করিবেন কেন ? স্বপ্নে বিশ্বাস করা ভাল।

"লীলাবতী দেবী, আমি গত রাত্রে আপনাকে স্বপ্ন দেখিয়াছি।

এক বৃহৎবাটীর সুমার্জ্জিত ও আলোকমালা শোভিত অঙ্গনে আমি দাঁড়াইয়া আছি—তথায় বিবাহের আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত। পুরোহিত, লোকজন, দানসামগ্রী, বর, কন্যা সমস্তই রহিয়াছে। দেখিলাম সে কন্যা আপনি। আপনার সুন্দর বর্ণ হরিদ্রা সংযোগে আরও চমৎকার দেখাইতেছে—আমার বোধ হইল আপনার সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়! আপনার পরিধান রক্তবর্ণ বারাণসী সাটী—অঙ্গের সর্ব্বত্র মূল্যবান্ প্রস্তর খচিত অলঙ্কার। আপনাকে দেখিয়া আমার চক্ষু হইতে অশ্রু-প্রবাহ প্রবাহিত হইল।

"আমার সে অশ্রু সহানুভূতির উৎস হইতে নিঃসৃত। কিন্তু মনুষ্যের নয়ন হইতে যেরূপ অশ্রু প্রবাহিত হয়, এ অশ্রু সেরূপ নহে। আমার এ অশ্রু দুইটী উজ্জ্বল আলোক ধারারূপে নয়নদ্বয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে বরের সমীপস্থ হইল এবং তাহার বক্ষদেশ স্পর্শ করিল। তাহার পর সেই আলোকরূপী অশ্রু-প্রবাহ ধনুকের ন্যায় অর্দ্ধ মণ্ডলাকারে অবস্থিত হইল। আমি সেই অর্দ্ধ মণ্ডল মধ্য দিয়া বরের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম।

"বরের বাহ্যাকৃতি দেখিতে মন্দ নহে। মধ্যমকায়, গৌরবর্ণ, কর্ম্মিষ্ঠ, বয়স বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইতে পারে। কেশ সমুদায়ই কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকের সম্মুখ দিকে খানিকটা টাক। চক্ষু অতি উজ্জ্বল, কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটা কাটা দাগ। কেমন আমি ঠিক স্বপ্ন দেখিয়াছি, না স্বপ্ন আমাকে প্রতারিত করিয়াছে?"

"সেই ধনুকাকার আলোকমালার মধ্য দিয়া আমি সেই বরের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম—সে হৃদয় কৃষ্ণবর্ণ—নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ। তাহার উপর জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, 'এ হৃদয়ে দয়া নাই, মায়া নাই। এ ব্যক্তি কত লোকের জীবন চির-বিষাদময় করিয়া দিয়াছে, আবার পার্শ্ববর্ত্তী যুবতীর জীবনও সেইরূপ করিয়া দিবে।' আমি তাহা পাঠ করিলাম। তাহার পর সেই বক্র আলোক স্থলভ্রষ্ট হইয়া ঐ বরের স্কন্ধদেশে লক্ষিত হইল। দেখিলাম ঐ বরের পশ্চাৎ হইতে

এক পিশাচ হাসিতে হাসিতে উঁকি দিতেছে। তাহার পর সেই ধনুকাকার আলোক স্থান ত্যাগ করিয়া আপনার স্কন্ধদেশে অবস্থিত হইল। দেখিলাম, আপনার পশ্চাতে এক দেবী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তাহার পর সেই আলোক-প্রবাহ আবার এক বার স্থান ত্যাগ করিয়া আপনার ও বরের মধ্যে আবির্ভূত হইল। সেই আলোক ক্রমশঃ আপনাদিগকে তফাৎ করিয়া দিতে লাগিল। বিবাহ ঘটিয়া উঠিল না। মহানন্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। লীলাবতী দেবি! আমি স্বপ্নে বিশ্বাস করি।

"আপনাকে বড় ভাল বাসি বলিয়া এত কথা লিখিলাম—সাবধান করিয়া দিলাম। আমার নিজের এ বিষয়ে কোন স্বার্থ নাই তাহা স্থির জানিবেন। আপনার জননীর দুহিতা আমার বড় ভাল বাসার ধন—কারণ এ জগতে আপনার জননীই আমার এক মাত্র পরমাত্মীয়া ছিলেন।"

এই আশ্চর্য্য পত্র এইরূপে সমাপ্ত হইল। হস্তাক্ষর দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, ইহা স্ত্রীলোকের দ্বারা লিখিত।

মনোরমা বলিলেন,—"নিশ্চয়ই এ পত্র মূর্খ লোকের লেখা নহে। কিন্তু আশ্চর্য্য, লেখিকা এমন সুন্দর লিখিতে জানে, অথচ ব্রাহ্মদিগের বিবাহ-পদ্ধতি কিছুই জানে না।"

আমি বলিলাম,—"ইহা স্ত্রীলোকের লেখা নিশ্চয়ই। তবে সে স্ত্রীলোক যেন—"

মনোরমা বলিলেন,—"যেন অস্থির বুদ্ধি। পত্র পাঠ করিয়া প্রথমেই আমার মনে এই সংস্কার হইয়াছে।"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার নয়ন-মন তখন পত্রের শেষাংশ, যে অংশে লিখিত রহিয়াছে—'আপনার জননীর দুহিতা আমার বড় ভালবাসার ধন—কারণ এ জগতে আপনার জননী আমার একমাত্র পরমাত্মীয়া ছিলেন।" এই অংশ পাঠে নিযুক্ত ছিল। বলিতে সাহস হয় না, এই কথা অবলম্বন করিয়া, মন ক্রমে সেই ভয়ানক স্থানে উপনীত হইয়া বর্ত্তমান ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ

করিতে প্রবৃত্ত হইল, কি বিপদ! বলা দূরে থাকুক, ইহা ভাবিতেও সাহস হয় না।

পত্র খানি মনোরমার হস্তে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম,—"পত্র যে লিখিয়াছে তাহাকে সন্ধান করিতে হইলে, কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে—এখনি সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। আমার বিবেচনায় প্রথমে সেই মালীকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করা, তাহার পর গ্রামস্থ অপরাপর লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত। হাঁ, আপনি কলিকাতার উকিলের নিকট কল্য পত্র লিখিবেন বলিতেছিলেন; আজি লিখিলে দোষ কি?"

মনোরমা বলিলেন,—"কয়েকটী কারণে আজি পত্র লেখা সঙ্গত হইতেছে না। রাজা প্রমোদরঞ্জন এখানে সোমবারে আসিতেছেন, তাঁহার সোমবারে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য, বিবাহের দিন স্থির করা। বিবাহ স্থির হইয়া আছে বটে, কিন্তু দিন এখনও স্থির হয় নাই। রাজা দিন স্থির করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন।"

আমি বলিলাম,—"রাজা যে এই উদ্দেশে এখানে আসিতেছেন লীলাবতী দেবী তাহা জানেন?"

মনোরমা দেবী বলিলেন,—"বিন্দু বিসর্গও না। আমি তাঁহাকে এ সকল কথা বলিতে পারিব না। কাকা মহাশয় তাঁহার অভিভাবক, তিনিই যাহা হয় বলিবেন। এ দিকে বিবাহের দিনস্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীলাবতীর বিষয় সম্পত্তির বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। আপনি জানেন, বোধ হয়, লীলার কিছু নিজ সম্পত্তি আছে। কাকা মহাশয় আমাদের কলিকাতার উকীল শ্রীযুক্ত উমেশ বাবুকে পত্র লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ উমেশ বাবু কল্যই এখানে আসিবেন এবং বিহিত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কয়েকদিন এখানে থাকিবেন। রাজা প্রমোদরঞ্জন যদি বর্ত্তমান বিষয়ের সন্তোষ জনক উত্তর দিতে সক্ষম হন এবং যদি লীলার নিজ সম্পত্তি বিষয়ক সুব্যবস্থা হইয়া যায়, তাহা হইলে বিবাহের কথা স্থির হইয়া যাইবে। এই জন্যই আমি একটু অপেক্ষা করিবে বলিতেছি। উমেশ বাবু

আমাদের হিতৈষী বন্ধু; তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে কোন হানি নাই।"

বিবাহের কথা স্থির! কথাটী কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র আমার হৃদয় কেমন এক প্রকার ঈর্ষাপূর্ণ-হতাশ ভাবে অভিভূত হইয়া গেল এবং আমার উচ্চাভিলাষ ও মহত্তর বুদ্ধি যেন তিরোহিত হইল। যে ভয়ানক কাহিনী আমি এক্ষণে ব্যক্ত করিতে বসিয়াছি, মূল হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আমি তাহার এক বর্ণও প্রচ্ছন্ন করিব না। লেখকের নামবিহীন পত্রে রাজা প্রমোদরঞ্জন সংক্রান্ত যে সকল ভয়ানক কথা লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তের সম্পূর্ণ সত্যতার জন্য আমার মনে প্রবল ঘৃণিত আশার আবির্ভাব হইল। যদি সেই সকল ভয়ানক কথা সত্যমূলক হয় এবং বিবাহের কথা স্থির হইবার পূর্ব্বে যদি সেই সকল কথা সপ্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে? এখন বুঝিয়া দেখিতেছি যে, তৎকালে আমার চিত্তের যে ভাব জন্মিয়াছিল, তাহা লীলাবতী দেবীর কল্যাণ-কামনা মূলক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউক লীলাবতীর বিবাহার্থী ব্যক্তির প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষে আমার হৃদযে এই ভাব আরব্ধও পরিপুষ্ট হইল।

এই নবীন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমি বলিলাম,—"যদি অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা হইলে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা বিধেয় নহে। আমি আবার বলিতেছি, আমাদের এখনই প্রথমে মালীকে জিজ্ঞাসা, তাহার পর গ্রাম-মধ্যে সন্ধান করা কর্ত্তব্য।"

মনোরমা বলিলেন,—"বোধ হয় এ সম্বন্ধে আমিও আপনার সহায়তা করিতে পারি। চলুন তবে, দেরি করিয়া কাজ নাই।"

যাত্রার পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঐ লেখকের নামহীন পত্রের একস্থানে খানিকটা আকৃতিগত বর্ণনা আছে। পত্রে রাজা প্রমোদরঞ্জনের নাম উল্লেখ নাই। কিন্তু ঐ বর্ণনার সহিত তাঁহার আকৃতির সাদৃশ্য আছে কি?"

"ঠিক সাদৃশ্য। এমন কি পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঠিক—"

পঁয়তাল্লিশ বৎসর; এদিকে লীলা এখন এই নব যৌবনে অবতীর্ণা!

তাহাতে ক্ষতি কি? এরূপ বয়স বৈষম্যে তো কতই বিবাহ ঘটিতেছে এবং দেখা যাইতেছে, সে সকল স্থলে দম্পতী সুখেই থাকেন। তথাপি রাজার বয়স ও লীলার বয়সের বৈষম্য মনে করিয়া আমার রাজার উপর ঘৃণা ও অবিশ্বাস আরও একটু বাড়িয়া গেল।

মনোরমা বলিতে লাগিলেন,—"এমন কি পশ্চিম ভ্রমণ কালে তাঁহার হাতে আঘাত হেতু যে একটী দাগ রহিয়া গিয়াছে তাহাও ঠিক লিখিয়াছে। পত্র লেখক যে তাঁহাকে খুব ভাল রকম জানে, তাহাতে কোনই ভুল নাই।"

"আচ্ছা, তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ কথা কখনই কেহ বলে না কি?"

"সেকি মাষ্টার মহাশয়! এই জঘন্য পত্র পাঠে কি আপনিও বিচলিত হইয়াছেন?"

আমি বড় লজ্জিত হইয়া উঠিলাম। কথা ঠিক—পত্রখানা আমাকে বিচলিত করিয়াছে সত্য। বলিলাম,—"না—না—যাহা হউক, তা এ কথাটা আমার জিজ্ঞাসা করা ভাল হয় নাই।"

মনোরমা বলিলেন,—"আপনি এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় আমি দুঃখিত হই নাই। আমি রাজা প্রমোদরঞ্জনের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত প্রশংসার সমর্থন করিতেছি। তাঁহার বিরুদ্ধে বিন্দু বিসর্গও গ্লানি সূচক কথা কখন আমাদের কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে নাই। রাজা কলিকাতার মিউনিসিপাল করপোরেশনের একজন কমিশনর, এবং জষ্টিস্ অব দি পিস্। তাঁহার সচ্চরিত্রতার বোধ হয় ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ।"

কোন উত্তর না দিয়া আমরা গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলাম। তাঁহার কথা বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া আমার বোধ হইল না। স্বর্গের দেবতা আসিয়া যদি আমাকে রাজার সচ্চরিত্রতা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন তাহাও, বোধ হয়, আমি তখন বুঝিতাম না।

আমরা বাহিরে গিয়া দেখিলাম মালী নিজ-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। নানারূপে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার নিকট হইতে বিশেষ সংবাদ কিছুই পাওয়া গেল না। সে বলিল একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক

এই পত্র দিয়া গিয়াছে। তাহার সহিত সে কোন কথাই কহে নাই। চিঠি দিয়াই স্ত্রীলোকটী কিছু-ব্যস্ত ভাবে এই দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া গ্রামের মধ্যে যাওয়া যায়। আমরা সেই দিকেই চলিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

আনন্দপুরের মধ্যে নানা প্রকার অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু বিশেষ ফল কিছুই হইল না। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলে, এরূপ স্ত্রীলোক দেখি নাই। কেবল দুই তিন জন বলিল বটে, দেখিয়াছি; কিন্তু সে দেখিতে কেমন ও সে কোন্ দিকে গেল ইহা তাহারা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। ক্রমে সন্ধান করিতে করিতে আমরা বরদেশ্বরী দেবীর সংস্থাপিত শিশু বিদ্যালয়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিদ্যালয় ভবন ছাড়াইয়া যাই যাই সময়ে আমি বলিলাম,—"এ গ্রামের অন্যান্য সকল লোকের অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় অবশ্যই বিজ্ঞ ও বিদ্বান্। এতই সন্ধান করা গেল, একবার শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেও হইত।

মনোরমা বলিলেন,—"আমার বোধ হয় স্ত্রীলোক যখন যাতায়াত করিয়াছিল, তখন পণ্ডিত মহাশয় আপন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যাহা হউক, সন্ধান করায় হানি নাই।"

আমরা বিদ্যালয়ের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা জানালা দিয়া দেখিতে পাইলাম পণ্ডিত মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া বালকগণ দাঁড়াইয়া আছে, তিনি তাহাদিগকে কি উপদেশ দিতেছেন। কেবল একটী বালক জনহীন দ্বীপে দ্বীপান্

রিত ব্যক্তির ন্যায় এক কোনে একখানি টুলের উপর অধোবদনে দাঁড়াইয়া আছে।

আমরা দ্বার সমীপস্থ হইয়া শুনিতে পাইলাম, পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন,—"বালকগণ! সাবধান! ভূত প্রেতিনীর কথা যদি তোমরা কখন বল তাহা হইলে তোমাদের বিষম শাস্তি হইবে। আমি বলিতেছি, ভূত প্রেতিনী মিথ্যা কথা; সংসারে সে সকল কিছুই নাই। তোমরা দেখিতেছ রামধনের কেমন অপমান হইয়াছে। প্রেতিনী মিছা কথা ইহা যদি রামধন এখনও না বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি বেতের আগায়, তাহার প্রেতিনী ছাড়াইরা দিব। আর তোমরাও যদি ঐরূপ কথা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমি লাঠিবাজি করিয়া সকলেরই ভূত ছাড়াইয়া দিব।"

বক্তৃতার অবসান সময়ে আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহ প্রবেশ কালে মনোরমা বলিলেন,—"আমরা বড় অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি।"

আমরা গৃহাগত হইলে পণ্ডিত মহাশয় যথেষ্ট সমাদর করিলেন এবং ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"যাও, তোমাদের সকলেরই এখন জলখাবারের ছুটী। কেবল রামধন যাইতে পাইবে না। দেখা যাউক প্রেতিনীতে উহার খাবার আনিয়া দেয় কি না।" রামধন চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

মনোরমা বলিলেন,—"আমরা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, কিন্তু আপনি যে এখন ভূত ছাড়াইতে নিযুক্ত আছেন তাহা আমরা জানিতাম না। যাহা হউক ব্যাপারটা কি? এত গোল কেন?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"বলিব কি আপনাকে, এই দুষ্ট বালকটা কল্য রাত্রে এক প্রেতিনী দেখিয়াছে বলিয়া গল্প করিয়া বিদ্যালয়ের সমস্ত বালককে ভয় দেখাইতেছে। উহার গল্প যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা ও কিছুতেই বুঝিবে না।"

মনোরমা বলিলেন,—"এখনকার ছেলেরা এরূপ ভূত মানে, ইহা

আশ্চর্য্য বটে।" তাহার পর তিনি, যে কথা সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলেন, পণ্ডিত মহাশয়কেও তাহা জিজ্ঞাসিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ও কোনই সন্ধান দিতে পারিলেন না। তাহার পর আমাকে লক্ষ্য করিয়া মনোরমা বলিলেন,—"চলুন তবে বাটী ফিরিয়া যাই। আমরা যে সংবাদের সন্ধান করিতেছি তাহা যে পাওয়া যাইবে এখন বোধ হয় না।"

তিনি বিদায় সময়ে অপমানিত রামধনকে দুই একটা সান্ত্বনা বাক্য বলিবেন ইচ্ছা করিলেন। তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"দুষ্ট ছেলে, পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে ক্ষমা চাও। ভূতের কথা কখন মুখেও আনিও না।"

রামধন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল,—"অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমি সত্যি পেত্নী দেখিছি—অ্যাঁ।"

মনোরমা বলিলেন,—"মিছে কথা, তুমি কখন পেত্নী দেখ নাই। পেত্নী কি রকম—"

পণ্ডিত মহাশয় যেন একটু উৎকণ্ঠিত ভাবে বাধা দিয়া বলিলেন,—"ও মূর্খ বালককে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। হয়ত না বুঝিয়া—"

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন। মনোরমা ত্বরিত জিজ্ঞাসিলেন,—"না বুঝিয়া কি"?

পণ্ডিত বলিলেন,—"না বুঝিয়া হয়ত আপনার অপ্রীতিকর কোন কথাও বলিয়া ফেলিতে পারে।"

মনোরমা বলিলেন,—"আমি কি এমনই পাগল যে এই দুগ্ধপোষ্য বালকের কথায় অপ্রীত হইব?" তাহার পর বালকের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তোমার ভূতের গল্প আমি শুনিব। বল তুমি কোথায় ভূত দেখিয়াছিলে?"

রামধন বলিল,—"ভূত নয়—পেত্নী। কা'ল রাত্তিরে—জ্যোৎছনার সময়।"

"পেত্নী! আচ্ছা তোমার পেত্নী দেখ্‌তে কেমন?"

বালক বিজ্ঞভাবে বলিল—

"পত্নীতে যেমন সাদা কাপড় পরে, তেমনই—তার আগা গোড়া গায়ে সাদা কাপড়।"

"কোথায় দেখিয়াছ?"

"কেন? রায় মোশাইদের বাগানে—যে রকম জায়গায় পেত্নী থাকে।"

মনোরমা বলিলেন,—"ভূত কেমন কাপড় পরে, কোথায় থাকে সকল কথাই তুমি জান দেখিতেছি। যেন ভূত পেত্নী তোমার চির-কালের আলাপী। যেরূপ তোমার ভাব দেখিতেছি,তাহাতে কে মরিয়া পেত্নী হইয়াছে হয়ত তুমি তাহাও বলিতে পার।"

ঘাড় নাড়িয়া রামধন বলিল,—"তাতো পারি।"

পণ্ডিত মহাশয় অনেকবার বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হন নাই। এবার তিনি জোর করিয়া বলিলেন,—"বালককে অকারণে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উহাকে বিষম প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে।"

মনোরমা বলিলেন,—"আর একটী কথা।" বালককে জিজ্ঞা-সিলেন,—তুমি দেখিয়াছ—সে কোন্ পেত্নী?"

রামধন ভয়ে ভয়ে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"বরদেশ্বরী ঠাকুরাণী।"

পণ্ডিত মহাশয় যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা যথার্থ হইল। বালকের উত্তর শুনিয়া মনোরমা দেবী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ ভাবে বালককে কি বলিবেন মনে করিলেন। বালক তাঁহার বদনের নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও উত্যক্ত ভাব দেখিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর মনোরমা, পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি চাহিয়া, বলিলেন,—"এ ক্ষুদ্র বালককে তিরস্কার করিয়া কি কাজ? নিশ্চয়ই অপর কোন ব্যক্তি বালকের সম্মুখে এরূপ গল্প করিয়াছে। এই আনন্দপুরে আমার মাসীমার নাম এরূপ ভাবে আলোচনা করে এমন লোক যে যে আছে, তাহাদের যাহাতে বিহিত শাস্তি হয় তাহার উপায় আমি করিবই করিব।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"দেবি! আপনার ভুল হইতেছে।

বিষয়টা আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত কেবল ছেলে মানুষের ছেলেমি। কালি রাত্রে বালক যখন বাগানের পাশ দিয়া যাইতেছিল হয়ত সেই সময়ে তথায় কোন শুক্ল বসনা স্ত্রীলোক দেখিয়া থাকিবে, অথবা মনে সেইরূপ ভাবিয়া থাকিবে। সেই কল্পিত বা বাস্তব মূর্ত্তি স্বর্গীয় বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির সন্নিধানে দাঁড়াইয়াছিল। ঐ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া বালক আপনার বিরাগজনক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে।"

তথাপি মনোরমার মন প্রকৃতিস্থ হইল না। তিনি অন্য কোন উত্তর না দিয়া বিদ্যালয় হইতে চলিয়া আসিলেন। আমি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া সমস্ত কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলাম। এক্ষণে বাহিরে আসিয়া বর্ত্তমান ব্যাপারে আমার কি মত, মনোরমা দেবী তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম,—"আমার ধারণা হইয়াছে যে, বালকের কাহিনীর মূলে নিশ্চয়ই কোন সত্য আছে। আমি এখনই বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে যাইব এবং তাহার পার্শ্বের জমী ভাল করিয়া দেখিব।"

"কেন?" তিনি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—"বিদ্যালয়ের গৃহের ঘটনা আমাকে এত চঞ্চল চিত্ত করিয়াছে যে, আমি পত্রের কথা এককালে ভুলিয়া গিয়াছি। তবে কি আমরা এখন পত্র লেখকের সন্ধান আর করিব না? উমেশ বাবু আসিয়া যাহা হয় করিবেন ভাবিয়া এখন আমরা চুপ করিয়া থাকিব?"

"কখন না। বিদ্যালয় গৃহে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে অনুসন্ধানে আমি আরও উৎসাহিত হইয়াছি।"

"কেন?"

"কারণ, আপনি আমাকে যখন পত্র পাঠ করিতে দেন, তখন মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, সেই সন্দেহ এই ঘটনায় আরও বদ্ধমূল হইতেছে।"

"সে সন্দেহ আমার নিকটও গোপন করা আবশ্যক?"

"সে সন্দেহ অধিক আলোচনা করিতে আমার সাহস হয় নাই। সে সন্দেহ প্রথমে নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার ও আমার কুপ্রবৃত্তির ফল মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর সেরূপ মনে করিতে পারিতেছি না। বালকের কথাবার্ত্তা এবং পণ্ডিত মহাশয়ের তাহা বুঝাইবার চেষ্টা কালে দৈবাৎ তাঁহার মুখ হইতে যে একটা উক্তি বাহির হইয়াছিল, তদ্ভয়ই এক্ষণে আমার সেই সন্দেহকে সতেজ করিয়া দিয়াছে। হয়ত ভবিষ্যৎ ঘটনার দ্বারা আমার সন্দেহ নিতান্ত অমূলক হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ আমার চিত্তে তাহার আধিপত্য নিতান্ত প্রবল। আমার বিশ্বাস বাগানের কল্পিত প্রেতনী এবং ঐ নামহীন পত্রের লেখক একই ব্যক্তি।"

"কে সে ব্যক্তি?"

"না জানিয়া ও না বুঝিয়া পণ্ডিত মহাশয় তাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন। যখন তিনি বালক দৃষ্ট মূর্ত্তির কথা বলিতেছিলেন তখন তিনি তাহা কোন শুক্লবসনা স্ত্রীলোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।"

"তবে কি মুক্তকেশী?"

"হাঁ মুক্তকেশী।"

মনোরমা বলিলেন,—"জানি না কেন, আপনার সন্দেহ আমাকে এখন চমকিত ও বিচঞ্চল করিয়া তুলিল। আমার বোধ হয়—"তিনি চুপ করিলেন এবং কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যত্ন করিলেন। তাহার পর আবার বলিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, আপনাকে প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়া আমি বাটী ফিরিয়া যাই। লীলা অনেক ক্ষণ একা আছে। তাহাকে এরূপে একা রাখা ভাল নয়।"

কথা কহিতে কহিতে আমারা বাগানের নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই সুন্দর সুবিস্তৃত উদ্যানের একদেশে স্বর্গীয়া বরদেশ্বরী দেবীর পাষানময়ী প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। ভাস্করের অত্যদ্ভুত নিপুণতা হেতু দূর হইতে যেন প্রতিমূর্ত্তি সজীব বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রতিমূর্ত্তির গম্ভীর বদন-শ্রী দেখিয়া স্বর্গীয়া দেবী যে বিশিষ্ট বুদ্ধিমতী ও সৎস্বভাব সম্পন্না ছিলেন তাহা সহজেই

অনুমিত হইতেছে। অতি সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরবেদিকার উপর ঐ প্রতি-মূর্ত্তি সংস্থাপিত। স্থানটী নিতান্ত নির্জ্জন। উদ্যানের সে দিকে কেহই কখন বেড়াইতে আইসে না এবং তত্রত্য বৃক্ষাবলী বৃহৎকায় সুতরাং মালীদিগকেও সে স্থানে সতত গমন করিতে হয় না। এই উদ্যানের প্রান্তদেশ দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। বাগানের আবর্জ্জনা সমস্ত বাহিরে ফেলিবার নিমিত্ত সেই পথের উপর একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। জীর্ণ হইয়া দ্বারের এক খানি কপাট পড়িয়া গিয়াছে।

মনোরমা বলিলেন,—"আপনার সহিত আমার আর অধিক দূর যাইবার আবশ্যকতা নাই। যদি আপনি কোন সন্ধান জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমাকে বলিবেন।"

তিনি চলিয়া গেলেন। আমিও ধীরে ধীরে প্রতিমূর্ত্তি সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলাম। প্রতিমূর্ত্তি যে ভূমির উপরে অবস্থিত, তাহার চারিদিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস এবং তত্রত্য ভূমি নিতান্ত কঠিন। সুতরাং তথায় কোন প্রকার পদচিহ্ন লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে মর্ম্মর প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রতিমূর্ত্তির চরণদ্বয় সংস্থিত তাহা বৃষ্টি ও অন্যান্য নানা কারণে মলিনতা যুক্ত। সেই মলিন প্রস্তর খণ্ডের এক পার্শ্ব বিশেষ শুভ্র ও নূতনের ন্যায় পরিষ্কার বোধ হওয়ায়, আমার কৌতূহল প্রচুর পরিমাণে উদ্রিক্ত হইল এবং আমি সে অংশ পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইলাম। দেখিলাম, ঐ অংশ অত্যল্প কাল পূর্ব্বে মানব হস্ত দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সুন্দররূপ বুঝা যাইতেছে। প্রস্তর খণ্ড আংশিক পরিষ্কৃত হইয়াছে, অপরাংশ পরিষ্কৃত হয় নাই। কে এই মর্ম্মর প্রস্তর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং অব-শেষে আরদ্ধ কার্য্য অর্দ্ধসমাপিত অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে?

কেমন করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর পাইব, বা মীমাংসা করিব তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে বাগা-নের চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনই ফল হইল না—কোন দিকে কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। বাগানের কার্য্যে যাঁহারা লিপ্ত, তাহাদের নিকটে চলিয়া আসিলাম এবং একে

একে সকলকে সুকৌশলে বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির অপরিস্কৃততার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু যাহাদের জিজ্ঞাসিলাম তাহারা কেহই পরিষ্কার করণে হস্তক্ষেপ করে নাই। তবে কে এ কার্য্য করিল? স্থির মীমাংসা করিলাম এ কোন বাহিরের লোকের কার্য্য। ভূতের যে গল্প শুনিয়াছি, তাহার পর প্রতিমূর্ত্তির নিকটেও যে চিহ্ন দেখিতে পাইলাম, তাহাতে সেই রাত্রে লুক্কায়িত ভাবে প্রতিমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকিতে স্থির প্রতিজ্ঞা করিলাম। বুঝিলাম যে পরিষ্কার করিয়াছে সে আরব্ধ অর্দ্ধ সমাপিত কার্য্য নিশ্চয়ই অদ্য সম্পূর্ণ করিতে আসিবে।

ভবনাগত হইয়া আমি মনোরমা দেবীকে আমার অভিসন্ধি জানাইলাম। তিনি শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, কিন্তু কোন বাধা দিলেন না। তিনি আমার চেষ্টার সফলতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে ধীর ও স্থির ভাবে লীলাবতী দেবীর স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদ জিজ্ঞাসিলাম। শুনিলাম, তিনি ভাল আছেন এবং হয়ত বৈকালে বাগানে বেড়াইতে বাহির হইবেন।

আমি স্বীয় প্রকোষ্ঠে স্বীয় অসম্পূর্ণ কার্য্য সমূহ সম্পূর্ণ করিতে নিযুক্ত হইলাম এবং মধ্যে মধ্যে কতক্ষণে দিবা অবসান হইবে জানিবার নিমিত্ত জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। একবার দেখিতে পাইলাম নিম্নে বাগানে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি পরিক্রমণ করিতেছেন। সে মূর্ত্তি লীলাবতী দেবীর।

অদ্য প্রাতে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, আর সমস্ত দিন পরে এই দেখিলাম। আর এক দিনমাত্র আমি এখানে আছি এবং একদিন হইয়া গেলে হয়ত ইহ জীবনে আর তাঁহার সহিত কখন সাক্ষাৎ হইবেনা। এই চিন্তার উদয় হওয়ায় আমি জানালার সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং সাবধানতা সহকারে জানালার খড় খড়ে ফাঁক করিয়া যতদূর সম্ভব, ততদূর তাঁহাকে নয়ন দ্বারা অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

অতি নির্ম্মল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লীলাবতী উদ্যানে ভ্রমণ

করিতেছেন; শুষ্ক বৃক্ষ পত্র সকল তাঁহার পদনিম্নে ও চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে; কখন বা গায়ে আসিয়া উড়িয়া পড়িতেছে। ফুলের শোভা, বায়ুর কোমলতা কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। তাঁহাকে নিতান্ত অন্যমনস্ক বলিয়া বোধ হইল। আমার নয়ন তাঁহাকে দর্শন করিয়া সুখী হইতেছিল, সে সুখও তিরোহিত হইল। লীলাবতী দেবী চলিয়া গেলেন।

আমার হস্তস্থিত কার্য্য সমাপ্ত হইল, এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার পর আমি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম। ধীরে ধীরে আসিয়া বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির সমীপে উপস্থিত হইলাম। তথায় জীব সমাবেশের চিহ্নও নাই। স্থানটী দিনের অপেক্ষা এক্ষণে অধিকতর প্রশান্ত ও নির্জ্জন হইয়াছে। আমি একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কক্ষণই অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কই কোথাও তো কিছু চিহ্ন নাই। বায়ু কেবল সময়ে সময়ে শাঁ শাঁ করিতেছে, কোথায়ও এক এক একটী শুষ্ক পত্র উড়িতেছে, কদাচিৎ কোন পক্ষী পক্ষধ্বনি করিতেছে। এই জনহীন স্থানে—এই রাত্রি কালে আর একাকী বসিয়া থাকিতে যেন কষ্ট হইল।

এখনও জ্যোৎস্না আছে। এমন সময় সহসা কোমল পদশব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে পদশব্দ নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের। অতি অস্ফুট কথার শব্দও শুনিতে পাইলাম।

শুনিলাম একজন বলিতেছে,—"ভয় করিও না। আমি সে পত্র নির্ব্বিঘ্নে বালকের হস্তে দিয়াছি, বালক আমাকে একটী কথাও

জিজ্ঞাসা করে নাই। সে পত্র লইয়া চলিয়া গেল, আমিও চলিয়া আসিলাম। নিশ্চয়ই কেহ আমার অনুসরণ করে নাই।"

এই কয়টী অস্ফুট শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করায় আমার কৌতূহল এতই বাড়িয়া উঠিল যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম যে আগন্তুকেরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। অবিলম্বে দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি আমার নেত্রপথে উপস্থিত হইল। তাহারা প্রতিমূর্ত্তির অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্ত্রীলোক-দ্বয়ের একজনের পরিচ্ছদ সাধারণবৎ, অপরার পরিচ্ছদ সর্ব্বত্র পরিষ্কার শুক্ল। আমার শিরায় রক্তের গতি বর্দ্ধিত হইল এবং হস্ত পদাদি যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকদ্বয় প্রতিমূর্ত্তির সমীপদেশে উপস্থিত হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। একজনের বদন আমি দেখিতে পাইলাম; কিন্তু শুক্লবসনা স্ত্রীলোকের বদন আমার নয়নগোচর হইল না।

যে স্বরে প্রথমে কথা শুনিয়াছিলাম, সেই স্বর আবার বলিল,—"মোটা কাপড়টা গায়ে থাকে যেন। তারামণী বলিতেছিলেন, তোমাকে সম্পূর্ণ সাদা কাপড়ে যেন কেমন এক রকম দেখাইতেছে। আমি নিকটেই থাকিতেছি। তুমি যাহা করিতে আসিয়াছ, তাহা শীঘ্র শেষ করিয়া লও। মনে থাকে যেন আমাদের রাতারাতি ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া সেই স্ত্রীমূর্ত্তি চলিয়া আসিলেন। নিকটস্থ হইলে আমি বুঝিলাম, স্ত্রীলোক প্রবীণা এবং তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে কোন ক্রমেই অসৎ লোক বলিয়া বোধ হয় না।

তিনি যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন,—"এক রকম—কেমন এক রকম—চিরকাল দেখিতেছি এই রকম। কিন্তু বড় ঠাণ্ডা—নিতান্ত গোবেচারা।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এবং সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে স্ত্রীলোক চলিয়া গেল।

এই স্ত্রীলোকের অনুসরণ করিয়া ইহার সহিত কোন প্রকার কথা বার্ত্তা কহা উচিত কিনা তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না।

প্রবীণার সঙ্গিনীর সহিত কথোপকথন করাই আমি অধিক আবশ্যক বলিয়া মনে করিলাম। যে পত্র দিয়া গিয়াছে তাহাকে কি প্রয়োজন? যে লিখিয়াছে রহস্যের মূলাধারই সে। আমার বিশ্বাস সেই পত্র-লেখিকা এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত।

যখন আমি এই সকল আলোচনায় নিযুক্ত সেই সময়ে শুক্লবসনা স্ত্রীলোক প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে উপস্থিত হইয়া কিৎকাল নির্নিমেষ নয়নে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তদনন্তর বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি রুমাল বাহির করিলেন এবং ভক্তিভাবে প্রতিমূর্ত্তির পদ-নিম্নে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর পাষাণখণ্ড পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ধীরে ধীরে ও সাবধানতা সহকারে আমি বিপরীত দিক দিয়া প্রতিমূর্ত্তির নিকটস্থ হইলাম। কিন্তু রমণী স্বীয় কার্য্যে এতই নিবিষ্ট মনা ছিলেন যে, আমার আগমন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। আমি প্রতিমূর্ত্তির ঠিক বিপরীত দিকে উপস্থিত হইলে, তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন এবং দর্শন মাত্র চমকিত হইয়া ভীতিব্যঞ্জক ধ্বনি সহকারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভয়চকিত নির্ব্বাক ও স্পন্দহীন ভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম,—"ভীত হইবেন না; আপনি আমাকে জানেন, মনে করিয়া দেখুন।"

আর অগ্রসর হইলাম না। আবার কিয়ৎকাল পরে ধীরে ধীরে কয়েকপদ অগ্রসর হইলাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যুবতীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। মনে এতক্ষণ যদি বা কিছু সন্দেহ ছিল, এখন তাহা তিরো-হিত হইয়া গেল। কলিকাতার নির্জ্জন পথে মধ্যরাত্রে যে যুবতী আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, অদ্য এই বিসদৃশ স্থানে, বর-দেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির অন্তরাল হইতে, সেই ভয়চকিতা যুবতী আমার সম্মুখে আবার দণ্ডায়মানা।

আমি বলিলাম,—"আপনি আমাকে মনে করিতে পারিতেছেন,

না? কলিকাতায় অল্পদিন পূর্ব্বে আমি আপনাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিলাম। নিশ্চয়ই আপনি সে ঘটনা বিস্মৃত হন নাই।”

এতক্ষণে যুবতীর ভীত ভাব একটু কমিয়া গেল এবং তিনি যেন আশ্বস্তভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দারুণ ভয়ে তাঁহার বদনের যে মরণাপন্নবৎ ভাব হইয়াছিল, দেখিলাম ক্রমশঃ পূর্ব্বপরিচয় স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হওয়ায় সে ভাব তিরোহিত হইতেছে।

আমি আবার বলিলাম,—“এখনি কথা কহিতে চেষ্টা করিবেন না। ভাবিয়া দেখুন—মনে করিয়া দেখুন, আমি আপনার হিতৈষী ব্যক্তি।”

অস্ফুটস্বরে যুবতী বলিলেন,—“আপনি আমার প্রতি বড়ই কৃপা-বান। তখনও আপনাকে যেমন সদয় দেখিয়াছি, এখনও আপনাকে সেইরূপ সদয় দেখিতেছি।”

উভয়েই কিয়ৎকালের নিমিত্ত নির্ব্বাক। স্থান, কাল, ঘটনা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া আমার চিত্তও যে সম্পূর্ণরূপ স্থির ছিল এ কথা বলিতে পারি না। এই জ্যোৎস্না-স্নাত প্রকৃতির মধ্যে আবার সেই স্ত্রীলোক ও আমি। মধ্যে এক পরলোকগতা রমণীর প্রতিমূর্ত্তি; তাহার এক দিকে সেই স্ত্রীলোক, আর এক দিকে আমি। রাত্রি-কাল—চতুর্দ্দিক নির্জ্জন—প্রশান্ত। মনে হইতে লাগিল, এখন যদি এই স্ত্রীলোক আমাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার পত্রলিখিত বিবরণের সমর্থন সূচক প্রমাণের উল্লেখ করেন, তবেই তো আমার বহু যত্নের সফলতা হয়। এক্ষণে এই স্ত্রীলোকের কথার উপর লীলার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ ও শান্তি নির্ভর করিতেছে। অনেকক্ষণ স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলাম,—“বোধ হয় আপনি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আমাকে বন্ধু জানিয়া আপনি নির্ভয়-চিত্তে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহুন।”

আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে মনঃসংযোগ না করিয়া তিনি বলি-লেন,—“আপনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন?”

“আপনার কি মনে নাই, গত সাক্ষাৎকালে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি শক্তিপুরে যাইতেছি। আমি সেই অবধি এই স্থানে—এই আনন্দধামেই আছি।

তাঁহার পাণ্ডুগণ্ড ও আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এই আনন্দধামে কত সুখেই আপনি আছেন?"

এই নবভাবের প্রাবল্যে তাঁহার বদনশ্রী অপেক্ষাকৃত সম্বর্দ্ধিত হইল। সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোকে এই নবীনার প্রতি চাহিলাম। এক-দিন এইরূপ চন্দ্রালোকে বারাণ্ডায় যে সুন্দরীর মুখ দেখিয়া মুক্তকেশীর মুখ মনে পড়িয়াছিল, অদ্য মুক্তকেশীর মুখ দেখিয়া সেই সুন্দরীর বদন মনে আসিল। লীলাবতী এবং মুক্তকেশী উভয়ের দৈহিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আজি সুন্দররূপ প্রণিধান করিতে সমর্থ হইলাম। দেখি-লাম মোটামুটি মুখের গঠন, বদনের দৈর্ঘ বিস্তার, কেশের উজ্জ্বল মসৃ-ণতা, সমস্ত দেহের উচ্চতা ও আয়তন, গ্রীবার ঈষৎ বক্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে উভয়েরই বিস্ময়জনক সাদৃশ্য। উভয়ের আকৃতিগত যে এত সাদৃশ্য আছে তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আর দেখিলাম লীলার ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ মুক্তকেশীর নাই; নয়নের সেরূপ পরিষ্কার ভাব, ত্বকের তাদৃশ মসৃণতা, অধরোষ্ঠের সুপক্ক বিম্বের ন্যায় শোভা এই কাতর ও ক্লিষ্ট নারীর নাই। মনে এক বিষাদময় ভাবের আবির্ভাব হইল। মনে হইল, যদি কখন লীলার ভবিষ্যৎ জীবন দুঃখের কঠিন পেষণে নিষ্পেশিত হয়, তাহা হইলে উভয়ের আকৃতি-গত এই যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৈষম্য, তাহা আর থাকিবে না। যদি কখন বিষাদ বা ক্লেশের পরুষ আক্রমণে লীলাবতী দেবী আক্রান্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার যৌবন শ্রী ও বদন-শোভা মুক্তকেশীর অনুরূপ হইয়া উঠিবে এবং তখন এই উভয় কামিনী যমজ সহোদরার ন্যায় সমান হইবে, তখন উভয়েই উভয়ের সজীব প্রতিমূর্ত্তিরূপে পরিণত হইবে।

এই ভয়ানক চিন্তার প্রাবল্যে আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। অন্ধকার—অপরিজ্ঞেয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতই বিকট ভাবনা হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। সহসা আমার অজ্ঞাতসারে মুক্তকেশীর হস্ত আমার হস্তে মিলিত হওয়ায় আমার চৈতন্য হইল। প্রথম সাক্ষাৎকালে যেরূপ অজ্ঞাতসারে তিনি আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, অদ্যও সেইরূপ।

যুবতী তাঁহার স্বভাব সঙ্গত দ্রুতভাবে বলিলেন,—"আপনি আমাকে দেখিতেছেন আর কি ভাবিতেছেন?"

আমি বলিলাম,—"অসঙ্গত কোন ভাবনাই ভাবিতেছি না। আপনি কেমন করিয়া এখানে আসিলেন ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি।"

"আমি একটী আত্মীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে আসিয়াছি। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসেন। আমি এখানে দুই দিন আছি।"

"কল্যও আপনি এখানে আসিয়াছিলেন?"

"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

"আমি অনুমান করিতেছি মাত্র।"

আবার তিনি বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"এখানে না আসিয়া আর কোথায় যাইব? যিনি ইহ জগতে আমার জননীর অপেক্ষাও স্নেহময়ী ছিলেন, তাঁহাকে দেখিতেই আমার আসা। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি মলিন দেখিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে। কল্য আমি তাহা পরিষ্কার করিতে আসিয়াছিলাম, অদ্য তাহা শেষ করিতে আসিয়াছি। ইহাতে আমার কি কোন দোষ হইয়াছে? না—স্বর্গীয়া বরদেশ্বরী দেবীর নিমিত্ত যাহা কিছু করিব, তাহাতে দোষ হয় না।"

দেখিলাম এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে সেই বাল্য কৃতজ্ঞতার ভাব এখনও সম্পূর্ণ প্রবল। বুঝিলাম এই নারীর চিত্তে পবিত্রতা ও সততার ভাব সমূহ বলবান এবং সে হৃদয়ে অন্য কোন প্রকার ভাব এখনও উন্মেষিত হয় নাই। আমি তাঁহাকে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে উৎসাহিত করিলাম। তিনি পুনরায় প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন।

সম্ভাবিত প্রশ্নের পথ পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে আমি তাঁহাকে সাবধানতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনাকে এখানে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম। আপনি সেদিন আমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া গেলে আমি আপনার জন্য বড় চিন্তাকুল ছিলাম।"

তিনি নিতান্ত সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"চিন্তাকুল, কেন?"

"আপনি চলিয়া গেলে আর একটী কাণ্ড ঘটিয়াছিল। আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম তাহারই নিকটে গাড়ি করিয়া দুইটী লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আমাকে দেখিতে পায় নাই। তাহারা পাহারাওয়ালার সহিত কথা কহিল।"

তখনই তাঁহার হস্তের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। যে রুমাল দ্বারা তিনি কার্য্য করিতেছিলেন তাহা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ভীত ভাবে আমার প্রতি চাহিলেন। আমি দেখিলাম যখন একথা আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন ইহা শেষ করাই সঙ্গত। এজন্য বলিতে লাগিলাম,—"তাহারা পাহারাওয়ালাকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিল। পাহারাওয়ালা আপনাকে দেখে নাই বলিল। তাহার পর ঐ দুইজনের একজন বলিল, আপনি পলাইয়া আসিয়াছেন।"

তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন যেন অনুসরণকারীরা এখানেও তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে।

আমি বলিলাম,—শুনুন, শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। আমি সে স্থলেও আপনার উপকার করিয়াছি। আমি অনায়াসে তাহাদিগকে পথ বলিয়া দিতে পারিতাম—কিন্তু আমি কোন কথাই কহি নাই। আমি আপনার পলায়নের সহায়তা করিয়াছিলাম, যাহাতে সে পলায়ন নির্ব্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয় তাহাও আমি করিলাম। যাহা আমি বলিতেছি তাহা আপনি বুঝিয়া দেখুন।"

যেন আমার ভাব ও বাক্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল। প্রথম সাক্ষাৎ সময়ে তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র পুঁটলি যেমন বারংবার এক হস্ত হইতে অপর হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখনও রুমালখানি লইয়া সেইরূপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বদনের স্বাভাবিক ভাব আবির্ভূত হইল এবং তিনি কৌতূহলপূর্ণ নয়নে আমার মুখের প্রতি চাহিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"আমাকে বাতুল-রূপে আট্‌কাইয়া রাখা উচিত বলিয়া আপনি মনে করেন না, কেমন ?"

"কখনই না। আপনি যে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন এবং আমি যে তাহার সহায়তা করিয়াছি এজন্য আমি পরমানন্দিত।"

"আপনি আমাকে কঠিন স্থলেই সাহায্য করিয়াছিলেন। পলায়ন করা সহজ, কিন্তু কলিকাতায় ঠিকানা খুজিয়া লওয়াই কঠিন কার্য্য। আপনার নিকট সে জন্য আমি নিতান্ত কৃতজ্ঞ।"

"যে স্থানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে স্থান হইতে আপনাকে যেখানে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা কি অধিক দূরবর্ত্তী ? আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া আপনি যে আমাকে বিশ্বাস করেন, তাহা সপ্রমাণ করুন।"

তিনি সে স্থানের উল্লেখ করিলেন। আমি বুঝিলাম তাহা প্রকাশ্য বাতুলাশ্রম নহে। একজন লোকের অধীনে তিনি আবদ্ধ ছিলেন। তিনি আবার উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি আমাকে পুনরায় বদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না, কেমন ?"

আমি বলিলাম, "আপনি যে নির্ব্বিঘ্নে পলাইয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমি আহ্লাদিত। আপনি বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় কোন আত্মীয়ের নিকটে যাইবেন। তাঁহার দেখা পাইয়াছিলেন তো ?"

"হাঁ দেখা পাইয়াছিলাম। তাঁহার নাম রোহিণী ঠাকুরাণী। তিনি আমাকে বড় দয়া করেন। তবে বরদেশ্বরী দেবীর মত নহেন। তেমন আর কেহ হয় না।"

"রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত কি আপনার অনেক দিনের আত্মীয়তা ?"

"তিনি আমাদের প্রতিবাসিনী ছিলেন। আমি যখন বালিকা তখন হইতে তিনি আমাকে বড় ভাল বাসেন—বড় দয়া করেন। তিনি যখন নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন, তখন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'মুক্ত! তোর যদি কখন কষ্ট হয় তাহা হইলে আমার কাছে আসিস্। আমার স্বামী পুত্র

নাই, আমি তোকে পাইলে সুখী হইব। বড় দয়ার কথা নয়? দয়ার কথা বলিয়া ইহা আমার মনে আছে।"

"আপনার কি পিতা মাতা নাই?"

"পিতা? কই আমি তো কখন তাঁহাকে দেখি নাই; মাতার মুখেও কখন তাঁহার কথা শুনি নাই তো। পিতা? আহা! হয়তো তিনি মরিয়া গিয়াছেন।"

"আর আপনার মাতা?"

"তাঁহার সহিত আমার মনের মিল নাই। আমরা পরস্পর পরস্পরের জ্বালা।"

জ্বালা! মনে সন্দেহ হইল, তবে কি ইহার মাতা ইহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার মূল?

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"মার কথা বলিবেন না। রোহিণী ঠাকুরাণীর কথা বলুন। আপনি আমাকে যেমন দয়া করেন, রোহিণী ঠাকুরাণীও আমাকে সেইরূপ দয়া করিয়া থাকেন। আমি কয়েদ থাকি, ইহা তিনিও উচিত মনে করেন না। আমি পলাইয়া আসায় তিনি বড় সন্তুষ্ট। আমার দুঃখ দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলেন। আমার দুর্ভাগ্যের কথা তিনি কাহাকেও জানিতে দেন না।"

"দুর্ভাগ্যের কথা?" তাহার অর্থ কি? স্ত্রীলোকের দুর্ভাগ্য অনেক প্রকার হইতে পারে। বর্ত্তমান দুর্ভাগ্য কি প্রকার? জিজ্ঞাসিলাম,—"কি দুর্ভাগ্য?"

তিনি সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন,—"এই আবদ্ধ থাকা দুর্ভাগ্য, আর কি দুর্ভাগ্য হইতে পারে?"

আমি আবার ধীরে ধীরে বলিলাম,—"স্ত্রীলোকের জীবনে আরও একপ্রকার দুর্ভাগ্য হইতে পারে এবং সেরূপ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে যাবজ্জীবন লজ্জা ও মনস্তাপের কারণ হয়।"

তিনি ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সে দুর্ভাগ্য?"

আমি বলিলাম,—"প্রণয়াস্পদের চরিত্রে অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করিলে সেরূপ দুর্ভাগ্য হইতে পারে।"

স্ত্রীলোক যেরূপ সরলতা পূর্ণ, পবিত্রতা পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহাতে আমি বুঝিলাম, সে দৃষ্টি যাহার, তাহার চরিত্রে কোন প্রকার লজ্জাজনক কার্য্য বা কলঙ্কিত ব্যবহার প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। শত বাক্যে যাহা বুঝাইতে পারিত না এক দৃষ্টিতে তাহা বুঝাইয়া দিল। ইহা আমি স্থির বুঝিয়াছিলাম যে, মুক্তকেশী পত্রমধ্যে রাজা প্রমোদরঞ্জনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রমোদরঞ্জন ইহাঁর চরিত্র কলঙ্কিত করেন নাই তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। তবে কেন তাঁহাকে লীলাবতী দেবীর চক্ষে ঘৃণিত বর্ণে রঞ্জিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে?" অবশ্যই তাহার বিশেষ কারণ আছে। সে কারণ কি?

আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি কলিকাতায় রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত কত দিন ছিলেন? তাহার পর এখানে কেমন করিয়া আসিলেন?"

তিনি বলিলেন,—"এখানে দুই দিন আসিয়াছি। এখানে আসিবার পূর্ব্বে বরাবর সেই খানেই ছিলাম।"

আমি বলিলাম,—"আপনি তবে এই গ্রামেই রহিয়াছেন? কি আশ্চর্য্য, আপনি এখানে দুই দিন আছেন, কিন্তু আমি আপনার সংবাদ পাই নাই।"

"না, না, আমি এখানে থাকি না। এখান হইতে ক্রোশ খানেক দূরে একটা খামার-বাড়ি আছে, আপনি জানেন কি? তাহার নাম তারার খামার?"

স্থানটী আমার পরিচিত। আমি তাহার নিকট দিয়া অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি।

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"খামারের মালিক তারামণি, রোহিণী ঠাকুরাণীর বিশেষ আত্মীয়। তারামণি রোহিণী ঠাকুরাণীকে একবার তাহাদের বাটীতে আসিবার নিমিত্ত বড় অনুরোধ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। তিনি আসিবার সময় আমাকেও সঙ্গে লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিলেন। শক্তিপুরের নিকটে খামার

শুনিয়া আমি মহা আনন্দে তাঁহার সঙ্গে আসিতে সম্মত হইলাম। এখানকার পূর্ব্বপরিচিত স্থান সকলের উপর দিয়া বেড়াইব—কি আনন্দ! খামারের লোকগুলি বেশ! বোধ হয়, আমি এখানে অনেক দিন থাকিব। এক বিষয়ে রোহিণী ঠাকুরাণী ও তারামণি আমাকে জ্বালাতন করেন—"

"কি বিষয়?"

"আমার এই ধপ্‌ধপে সাদা কাপড় পরার জন্য তাঁহারা আমাকে বড় ত্যক্ত করেন। তাঁহারা জানিবেন কি? বরদেশ্বরী দেবী জানিতেন; তিনি সাদা কাপড় বড় ভাল বাসিতেন—আমাকেও সাদা কাপড় পরাইয়া সুখী হইতেন। সেই জন্যই তো আমি যত্ন করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আরও সাদা করিয়া দিতেছি। তাঁহার ছোট কন্যাটীকেও তিনি সাদা কাপড়ে সাজাইতেন। মহাশয়, লীলাবতী দেবী সুখে আছেন—ভাল আছেন তো? তিনি বালিকাকালে যেমন সাদা কাপড় পরিতেন এখনও তেমনি পরেন কি?"

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম,—"আজি প্রাতঃকাল হইতে তিনি একটু অসুখে আছেন।"

কেন যে লীলাবতী দেবী আজি অসুস্থ হইয়াছেন, বোধ হইল, তাহা মুক্তকেশীর অগোচর নাই। তিনি অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি কি বলিতে লাগিলেন। আমি অবসর বুঝিয়া প্রশ্ন করিলাম,—"কেন লীলাবতী দেবী অসুখী হইয়াছেন তাহা কি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

তিনি ব্যস্ততাসহ উত্তর দিলেন,—"না, তাহা আমি আপনাকে একবারও জিজ্ঞাসা করি নাই।"

আমি বলিলাম,—"আপনি জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি আপনাকে তাহা বলিতেছি। তিনি আপনার পত্র পাইয়াছেন।"

আমার বাক্যের প্রথমাংশ শুনিয়াই তিনি চমকিত হইলেন। বাক্য সমাপ্ত হইলে তিনি প্রস্তরবৎ অচল-নিস্পন্দ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার

হস্তস্থিত বস্ত্রখণ্ড ভূ-পতিত হইয়া গেল, ওষ্ঠাধর উন্মুক্তহইয়া পড়িল, বদন বিজাতীয় পাণ্ডুত্ব প্রাপ্ত হইল।

ক্ষীণ-স্বরে তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? কে আপনাকে তাহা দেখাইল?" আবার ক্রমশঃ বদনের স্বাভাবিক বর্ণ আবির্ভূত হইল। তিনি হতাশভাবে সভয়ে হস্তে হস্ত মিলাইয়া আবার বলিলেন,—"আমি তো তাহা লিখি নাই—"আমি তাহার কিছুই জানি না।"

আমি বলিলাম,—"হাঁ, আপনি তাহা লিখিয়াছেন, আপনি তাহা জানেন। এরূপ পত্র প্রেরণ করা ও লীলাবতী দেবীকে ভয় প্রদর্শন করা অন্যায়। আপনার বক্তব্য যদি তাঁহার শ্রবণ করা আবশ্যক বলিয়া আপনি জানিতেন, তাহা হইলে স্বয়ং আনন্দধামে উপস্থিত হইয়া নিজমুখে লীলাবতী দেবীর সমক্ষে সমস্ত কথা ব্যক্ত করা আপনার উচিত ছিল।"

তিনি নির্ব্বাকভাবে তথায় বসিয়া পড়িলেন। আমি আবার বলিলাম,—"তাঁহার জননী আপনার প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, লীলাবতী দেবীও, আপনার অভিসন্ধি ভাল হইলে, অবশ্যই আপনার সহিত সেইরূপ সদয় ব্যবহার করিবেন। লীলাবতী দেবী, সমস্ত বিষয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, যাহাতে আপনার কোন অনিষ্ট না হয় অবশ্যই তাহা করিবেন। আপনি তাঁহার সহিত কল্য আমারে দেখা করিবেন কি? অথবা আনন্দধামের উদ্যানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কি?"

তিনি, আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া, বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি কাতর ভাবে চাহিয়া বলিলেন,—"মাগো, তুমিই জান, আমি তোমার কন্যাকে বড় ভালবাসি। বলিয়া দেও দেখি, তাঁহাকে বর্ত্তমান বিপদ হইতে কি উপায়ে রক্ষা করিতে হইবে। বল মা, কি করিলে ভাল হইবে।"

এই বলিয়া তিনি সেই প্রতিমূর্ত্তির পদনিম্নে মস্তক স্থাপন করিলেন এবং বারংবার সেই পাষাণময় চরণ-যুগল চুম্বন করিতে লাগি-

লেন। এ দৃশ্য আমাকেও বিচলিত করিল। আমি তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার প্রযত্ন করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোনই ফল হইল না। তাঁহাকে অন্যমনস্ক না করিলে নহে বুঝিয়া বলিলাম,—"শান্ত হউন, স্থির হউন। নচেৎ আমিও হয়ত বুঝিব আপনাকে লোকে নিতান্ত অকারণ আবদ্ধ——"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তিনি তীরবেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন ঘৃণা ও ভয়ে বিষম ভাব ধারণ করিল। তাঁহার মূর্ত্তি বস্তুতই উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া উঠিল। যে বস্ত্র খণ্ড তাঁহার হস্ত ভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহা তিনি তুলিয়া লইলেন এবং বারংবার সজোরে তাহা পেষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ংকাল পরে অতি অস্ফুটস্বরে মুক্তকেশী বলিলেন,—"অন্য কথা বলুন। ও প্রসঙ্গ আমার অসহ্য।"

আমি বুঝিলাম, বরদেশ্বরী দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতাই এই যুবতীর হৃদয়ের একমাত্র বদ্ধমূল ভাব নহে। যে ব্যক্তি ইহাঁকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার প্রতি বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তিও ইহার হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রবল। এ অবৈধ অত্যাচার কে করিয়াছিল? ইহা কি যুবতীর জননীর কার্য্য?

আমার উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রশ্ন করা আবশ্যক হইলেও যুবতীর ভাব দেখিয়া তাহা বলিতে ইচ্ছা হইল না। আমি করুণভাবে বলিলাম,—"আপনার যাহাতে কষ্ট হয় এমন কথা আর বলিব না।"

তিনি বলিলেন,—"আপনার কোন দরকারী কথা আছে বোধ হইতেছে। কি কথা বলুন।"

"আপনি সুস্থির হইয়া আমি যাহা বলিয়াছি তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।"

তিনি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে পাক দিতে দিতে অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন,—"বলিয়াছিলেন? কে কি বলিয়াছিলেন? আমার ত মনে হয় না। আমাকে মনে করাইয়া দিন।" আমি বলিলাম, "আমি আপনাকে কল্য প্রাতে লীলাবতী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিতে ছিলাম।"

"আঃ লীলাবতী, দেবী—বরদেশ্বরী দেবীর কন্যা—বরদেশ্বরী"—

তাঁহার বদনমণ্ডল ক্রমশঃ সুস্থির ভাব ধারণ করিল। আমি বলিতে লাগিলাম,—আপনার কোন ভয় নাই। পত্রের কথা লইয়া কোনই গোল ঘটিবে না; লীলাবতী দেবী সে সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানেন। তাঁহার নিকট সে কথা লুকাইবার কোনই দরকার নাই। আপনি পত্রে কোন নামের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু লীলাবতী দেবী জানেন, আপনি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পত্র লিখিয়াছেন তাঁহার নাম রাজা প্রমোদরঞ্জন—"

নাম শেষ হইতে না হইতে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং বিকট চীৎকার করিলেন। তাঁহার বদন পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে অধিক কাতর ও উত্ত্যক্ত ভাব ধারণ করিল। নাম শ্রবণে দারুণ ঘৃণা ও ভীত ভাব স্পষ্টই বুঝা গেল। আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। তাঁহাকে অবরোধ করার সম্বন্ধে তাঁহার জননীর কোন দোষ নাই। এক ব্যক্তি তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল—সে ব্যক্তি রাজা প্রমোদ রঞ্জন।

তাঁহার চীৎকার ধ্বনি অন্য কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছিল। শুনিতে পাইলাম রোহিণী বলিতেছেন,—"যাই, যাই—ভয় কি?"

অবিলম্বে তাঁহার সঙ্গিনী প্রবীণা রোহিণী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রুক্ষভাবে আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি? কোন্ সাহসে তুমি এই নিঃসহায় স্ত্রীলোককে ভয় দেখাইতেছ?"

রোহিণী, মুক্তকেশীকে আপনার ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইলেন এবং সযত্নে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। তাহার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হইয়াছে মা? তোমার কি করিয়াছে?"

মুক্তকেশী উত্তর দিলেন,—"কিছু না কিছু—করেন নাই। আমি শুধুই ভয় পাইয়াছি।"

রোহিণী রাগতভাবে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

আমি বলিলাম,—"রাগ করিবেন না, রাগ করার মত কোন কাজ আমি করি নাই। দুর্ভাগ্য [illegible] আমার অনিচ্ছাতেও উনি চমকিয়া

উঠিয়াছেন, উঁহার সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ নহে। আপনি উঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, জানিতে পারিবেন যে, উঁহার, বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের, ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন প্রকার ক্ষতি করিবার লোক আমি, নহি।"

মুক্তকেশী যাহাতে আমার কথা ও অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন, আমি তাহাই লক্ষ্য করিয়া বাক্যগুলি পরিষ্কার করিয়া বলিলাম। দেখিলাম, আমার উদ্দেশ্য সফলিত হইয়াছে। মুক্তকেশী বলিলেন,—"হাঁ, ঠিক কথা। উনি একবার আমাকে বড় দয়া করিয়াছিলেন। উনি আমাকে—"অবশিষ্ট কথা মুক্তকেশী রোহিণীর কাণে কাণে বলিলেন।

রোহিণী বলিলেন,—"তাই ত; আপনার সহিত কর্কশ ভাবে কথা বলা আমার ভাল হয় নাই। কিন্তু আমি আগে তো কিছু জানিতাম না। যাহা হউক; মুক্তকেশীকে এরূপ স্থানে একাকী থাকিতে দেওয়াই আমার অন্যায় হইয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহার হাত নাই। এখন এস মা, আমরা বাড়ী যাই।"

আমার বোধ হইল যেন রোহিণীর ফিরিয়া যাইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইল। আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া তাঁহাদের বাসস্থানে রাখিয়া আসিতে প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু ঠাকুরাণী সে উপকার গ্রহণে স্বীকার করিলেন না।

যখন তাঁহারা প্রস্থানের উপক্রম করিলেন তখন আমি মুক্তকেশীকে কাতর ভাবে বলিলাম,—"আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

মুক্তকেশী বলিলেন,—"তাহা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, আপনি আমার সম্বন্ধে এত অধিক সংবাদ জানেন যে, আপনি আমাকে যখন তখন ভয় দেখাইতে পারিবেন।"

রোহিণী আমার প্রতি কাতর ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন,"—আপনি উহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভয় দেখান নাই। যাহা হউক আপনি যদি উহাকে ভয় না দেখাইয়া আমাকে ভয় দেখাইতেন, তাহা হইলে হানি ছিল না।"

কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়া মুক্তকেশী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং বরদেশ্বরী দেবীর সেই প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"এখন মনটা অনেক সুস্থ হইল। আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম।"

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যতদূর তাঁহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, ততদূর আমি নিমেষ-শূন্য নয়নে মুক্তকেশীকে দেখিতে লাগিলাম। মুক্তকেশীর মূর্ত্তি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার হৃদয়, কি জানি কেন, অবসন্ন হইয়া পড়িল। যেন বোধ হইল, ইহ জগতে এই শুক্লবসনা সুন্দরীর সহিত আমার এই শেষ সাক্ষাৎ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বাটী ফিরিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত মনোরমা দেবীকে জানাইলাম। নিঃশব্দে ও সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তিনি সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইতেছে।"

আমি বলিলাম,—"বর্ত্তমানের ব্যবহারের উপর ভবিষ্যতের ফলাফল নির্ভর করিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, মুক্তকেশী আমাকে যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়াছে কোন স্ত্রীলোকের সমক্ষে তদপেক্ষা নিঃসঙ্কোচে মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারে। যদি লীলাবতী দেবী—"

মনোরমা দেবী বাধা দিয়া বলিলেন,—"না—না, সে কথা মনেও করিবেন না।"

আমি বলিলাম,—"তা যদি না হয়, তাহা হইলে আপনি মুক্তকেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মনের কথা জানিবার নিমিত্ত যতদূর সম্ভব যত্ন করুন। আমার কথায় সে একবার বড় ভয় পাইয়াছে।

সে নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে আবার একবার ভয় দেখাইতে আমার বাসনা নাই। আমার সহিত কালি থামার বাড়ীতে যাইতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি ?"

"কিছু না। লীলার হিতার্থে যে কোন স্থানে যাইতে অথবা যে কোন কার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। যে স্থানে তাঁহারা আছেন তাহার কি নাম বলিলেন ?"

"আপনি সে স্থান বেশ জানেন। তাহার নাম তারার থামার।"

"আমি সে স্থান বেশ জানি। তাহা রায় মহাশয়ের জমিদারি ভুক্ত। সেখানকার থামার-ওয়ালার একটী মেয়ে আমাদের বাটীতে চাকরাণী আছে। দাঁড়ান, আমি দেখিয়া আসি, সে এখন আছে কি না। তাহার নিকট হইতে অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।"

মনোরমা দেবী তাহার সন্ধানে গমন করিলেন, কিন্তু সে বাটী চলিয়া যাওয়ায় তাহার সহিত দেখা হইল না। তিনি শুনিয়া আসিলেন, সে দুই দিন কামাইয়ের পর আজি আসিয়াছিল, এবং অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগে চলিয়া গিয়াছে।

মনোরমা দেবী বলিলেন,—"আচ্ছা, কল্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে। আপাততঃ, মুক্তকেশীর সহিত কথাবার্ত্তায় কি কি ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে তাহা বুঝা আবশ্যক। যে ব্যক্তি তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল সে যে রাজা প্রমোদরঞ্জন, এ সম্বন্ধে কি আপনার কোনই সন্দেহ নাই ?"

আমি বলিলাম,—"এক বিন্দুও না। এ সম্বন্ধে কেবল একমাত্র রহস্য আছে। এরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার অভিপ্রায় কি ? রাজার ও এই দরিদ্র-নারীর অবস্থার বৈষম্য দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, ইহাঁদের পরস্পর কোনই সম্পর্ক থাকা সম্ভব নহে। এরূপ স্থলে রাজা ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ভার কেন গ্রহণ করিলেন, তাহা নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়।"

মনোরমা বলিলেন,—"কোথায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন ? সাধারণ-বাতুলালয়ে কি ?"

আমি উত্তর দিলাম,—"না, তাহা হইলেওত সন্দেহ কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া যাইত। লোক নিযুক্ত করিয়া, বহুব্যয় স্বীকার করিয়া উহাকে আট্‌কাইয়া রাখায় তাঁহার কি স্বার্থ তাহা কিছুতেই বুঝা যাইতেছে না।"

মনোরমা বলিলেন,—"বুঝিতেছি, সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। কালি মুক্তকেশীর সহিত দেখা হয় ভালই, না হইলেও এ রহস্য কখন অজ্ঞাত থাকিবে না। রাজার, এ বিষয়ের সদুত্তর দিয়া আমাকে ও উমেশ বাবুকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি এখানে থাকিতেও পাইবেন না, এ বিবাহ-সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া দিব।"

সে রাত্রে কথাবার্ত্তার এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। পর দিন প্রাতে খামার বাড়ীতে যাইবার পূর্ব্বে অন্য এক বিষম কর্ত্তব্য চিন্তা আমার মনে উদিত হইল। অদ্য আমার আনন্দধামে অবস্থানের শেষ দিন। এক্ষণে যত শীঘ্র সম্ভব, রায় মহাশয়ের নিকট বিদায় লওয়া আবশ্যক। বিশেষ প্রয়োজন হেতু, কোন্ সময়ে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব, তাহা জানিবার নিমিত্ত একজন ভৃত্যকে রায় মহাশয়ের প্রকোষ্ঠে পাঠাইয়া দিলাম।

রায় মহাশয় সহজে অনুমতি দিউন বা না দিউন, আমি যে চলিয়া যাইব তাহা স্থির। লীলাবতী দেবীর নিকট হইতে যত শীঘ্র সম্ভব অন্তরিত হওয়া আমার স্থির সংকল্প। এই সংকল্প সাধনার্থ আমার চিত্ত এতই চিন্তাকুল যে অন্য মানাপমান চিন্তার তথায় অবসর ছিল না; সুতরাং রায় মহাশয় আমার প্রার্থনা কিরূপ ভাবে গ্রহন করিবেন, তাহা একবারও আমার মনে হইল না। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, রায় মহাশয়ের শরীরের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, বিশেষতঃ অদ্য তাঁহার যেরূপ অবস্থা তাহাতে দেবেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতুলানন্দ লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এজন্য তিনি সবিনয়ে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং আমার বক্তব্য তাঁহাকে পত্রদ্বারা জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই তিন মাস কালের মধ্যে রায় মহাশয়ের সহিত আমার সেই প্রথমে

যে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—আর হয় নাই। তাঁহার নিয়ত অসুখ, তিনি সতত সাক্ষাতে অসক্ত। কিন্তু লোক মুখে আপ্যায়িতের কখনই ত্রুটি নাই। রকম রকম মিষ্টবচনে তিনি আমাকে তুষ্ট করিয়া আসিতেছেন এবং আমার কৃত প্রাচীন পুঁথির টীকা দেখিয়া অশেষ বিধানে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে দেখা করা অসম্ভব বলিয়া তিনি সততই দুঃখ জানাইয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় কখনই দুঃখিত বা নারাজ ছিলাম না; আজিও হইলাম না। আমি তাঁহার সমীপে নিতান্ত বিনীতভাবে ও সংক্ষেপে বিদায় প্রার্থনা জানাইলাম। প্রায় একঘণ্টা পরে রায় মহাশয়ের উত্তর আসিল। সুন্দর কাগজে, বেগুণে কালীতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ অক্ষরে রায় মহাশয় জাঁকাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। চিঠিতে অনেক দুঃখের কান্না, শরীরের জন্য অনেক খেদ, তাঁহাকে এরূপে উত্যক্ত করার জন্য অনেক অভিমান, লোকের হৃদয়হীনতা স্মরণ করিয়া অনেক আক্ষেপ উক্তি লিখিত ছিল। উপসংহারকালে তিনি আমাকে বিদায় দিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পত্র পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি যে আমার ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া তাঁহার উপর রাগ করিতে আমার সময় ছিল না, ইচ্ছাও হইল না। আমি তাঁহার পত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সঙ্গে রাখিয়া, মনোরমা দেবীর উদ্দেশে বাহিরে আসিলাম। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আমরা তারার খামার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। খামারের নিকটস্থ হইয়া আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, মনোরমা দেবী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বে মনোরমা দেবী ফিরিয়া আসিলেন। এত শীঘ্র তিনি ফিরিয়া আসিলেন দেখিয়া, আমি সবিস্ময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"মুক্তকেশী কি আপনার সহিত সাক্ষাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন?"

মনোরমা দেবী উত্তর দিলেন,—"মুক্তকেশী চলিয়া গিয়াছেন।"

"চলিয়া গিয়াছেন?"

আজি প্রাতে ৮ টার সময় রোহিণীর সহিত মুক্তকেশী চলিয়া গিয়াছেন।”

আমি নির্ব্বাক। বুঝিলাম রহস্য প্রকাশের যে শেষ আশা ছিল তাহাও আর থাকিল না।

মনোরমা দেবী বলিলেন,—“তারামণি তাহার এই অতিথিগণের বৃত্তান্ত যতদূর জানে আমিও তাহা জানিয়াছি। কিন্তু তাহা হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, রাত্রে আমাদের বাগানে আপনার সহিত সাক্ষাতের পর তাহারা এখানে ফিরিয়া আইসে এবং স্বচ্ছন্দে থাকে। দিনে একজন রেলযাত্রীর গাড়ী এই খামারের নিকট কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া ছিল। গাড়ীর বাবু একখানি নিষ্প্রয়োজনীয় বাঙ্গালা খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তারামণির ছোট মেয়েটী সেই কাগজখানা তুলিয়া আনিয়াছিল। সেই কাগজখানা মুক্তকেশীর চক্ষে পড়ে এবং সে সেই কাগজের কিয়দংশ পাঠ করিয়া অত্যন্ত কাতর ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।”

আমি বলিলাম,—“কাগজখানা আপনি একবার দেখিলেন না কেন?”

তিনি উত্তর দিলেন,—“আমি তাহা দেখিয়াছি। দেখিলাম কাগজের অকর্ম্মণ্য সম্পাদক, রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত আমার ভগ্নীর বিবাহ সম্বন্ধ আপনার সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রথমেই প্রকটিত করিয়াছেন। বুঝিলাম, এই সংবাদই মুক্তকেশীর মূর্চ্ছার কারণ এবং এই সম্বন্ধই মুক্তকেশীর নামহীন পত্রের মূল।”

আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম,—“তাহার পর?”

তিনি বলিতে লাগিলেন,—“মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে মুক্তকেশী আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। সে সময়ে তারামণির যে বড় মেয়েটী আমাদের বাটীতে কাজ করে, সেও গৃহে ছিল। সকলের সহিত কথা কহিতে কহিতে মুক্তকেশী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তাহার আবার হঠাৎ ভয়ানক মূর্চ্ছা হইল। কেহই এই মূর্চ্ছার কোন কারণ স্থির করিতে পারিল না। অনেক

যত্নে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন রোহিণী তারামণিকে ডাকিয়া বলিলেন,—তাঁহাদের আর থাকা হইতেছে না, তাঁহারা তখনই যে রেলের গাড়ী যায় তাহাতেই চলিয়া যাইবেন। কেন যে তাঁহারা এরূপ মত করিলেন, তাহা জানিবার জন্য তারামণি অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু রোহিণী সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেলন না। তারামণি দুঃখিত হইল, বিরক্তও হইল। রোহিণী কেবল বলিলেন, —'বিশেষ কোন কথা নহে। যে কারণে আমরা যাইতেছি, তাহার সহিত আপনাদের কোন সম্পর্ক নাই। সে কারণ কোন ক্রমেই ব্যক্ত করিবার নহে। তারামণি আর কি করিবে? তাহার পর মুক্তকেশী ও রোহিণী বেলা ৯॥৹ টার সময় যে ট্রেণ যায়, সেই ট্রেণে যাইবার জন্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন—কি বৃত্তান্ত, কেহই জানে না। এইতো ব্যাপার, মাষ্টার মহাশয়। এখন আপনি বুঝিয়া দেখুন, ইহা হইতে কি মীমাংসা করা সঙ্গত।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"যে সময়ে মুক্তকেশীর মূর্চ্ছা হয়, তখন তথায় কি গল্প হইতেছিল, তা আপনি জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি?"

তিনি বলিলেন,—"করিয়াছি বটে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কারণ সে সময় কোন নির্দ্দিষ্ট কথা চলিতেছিল না, সুতরাং কেহ বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না।"

আমি বলিলাম,—"তারামণির বড় মেয়ে হয়ত বিশেষ বৃতান্ত মনে করিয়া বলিলেও বলিতে পারে। চলুন, বাটী গিয়া অগ্রে তাহার নিকট সন্ধান করা যাউক।"

বাটী ফিরিয়া আসিয়া আমরা উভয়েই তাহার কন্যার নিকটে গমন করিলাম। মনোরমা দেবী নানারূপ অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্ত্তার দ্বারা তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করাইয়া, তাহার পর সুকৌশলে জিজ্ঞাসিলেন,—"কালি তোমাকে এখানে দেখিতে পাই নাই, বাটী ছিলে বুঝি?"

তারার মেয়ে উত্তর দিল,—"হাঁ দিদি ঠাকুরাণি, কালি আমাদের বাটীতে দুইটা বিদেশী মেয়ে মানুষ ছিল, তাহার মধ্যে একজনের বার

বার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। সেই জন্য আমার বেলা হইয়া গেল বলিয়া কালি আসা হয় নাই।"

মনোরমা দেবী জিজ্ঞাসিলেন,—"মূর্চ্ছা হইতে লাগিল? কেন, তোমরা বুঝি তাহাকে কোন ভয়ের কথা বলিয়াছিলে?"

সে উত্তর দিল,—"না দিদি, আমরা সোজাসুজি গল্প করিতে-ছিলাম। আমি এখানে সারাদিন থাকি, এখানকারই অনেক গল্প আমি করিয়াছিলাম।"

মনোরমা দেবী জিজ্ঞাসিলেন,—"এখানকার গল্প? এখানকার আবার গল্প কি?"

সে বলিল,—"রাজা প্রমোদরঞ্জন কেন এখানে শীঘ্র আসিবেন সেই কথা, কত উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে তাহার কথা, এই সব রকম রকম কথা বলিতেছিলাম।"

আর কথা শুনিবার প্রয়োজন হইল না। উভয়ে বাহিরে চলিয়া আসিয়া আমরা কিয়ৎকাল পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর জিজ্ঞাসিলাম,—"দেবি, এখনও কি আপনার মনে কোন প্রকার সন্দেহ আছে?"

মনোরমা বলিলেন,—"রাজা প্রমোদরঞ্জন এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন ভালই, নচেৎ লীলা কখনই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে পাইবে না, ইহা স্থির।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মনোরমা দেবী ও আমি বাহিরে আসিতে না আসিতে দেখিলাম, গাড়ি-বারান্দায় একখানি গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমা দেবী গাড়ির আরোহীকে দেখিবা-মাত্র তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। গাড়ি হইতে একটী প্রবীণ ব্যক্তি অবতরণ করিলেন। তিনিই উমেশ বাবু—উকীল।

এই বয়স্ক ব্যবহারজীবীর সহিত আমার পরিচয় হইলে আমার চিত্তে অনেক চিন্তার আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম, আমি প্রস্থান করিলে ইনিই এখানে থাকিবেন এবং রাজা প্রমোদরঞ্জন আত্ম-চরিত্র সমর্থনার্থ যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিবেন তাহার বিচার করিবেন এবং মনোরমা দেবীকে বিহিত মীমাংসা করার সহায়তা করিবেন। বিবাহ-বিষয়ক সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির হওয়া পর্য্যন্ত ইনি এস্থানে অপেক্ষা করিবেন এবং বিবাহ স্থির হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহবিধি অনুসারে ইনিই আবশ্যক কাগজপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং ইহাঁরই দ্বারা বিবাহ-বন্ধন চিরকালের নিমিত্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে নিবদ্ধ হইবে। এই সকল কারণে লোকটীর প্রতি আমার তৎকালে বড়ই অনুরাগ জন্মিল।

দেখিতে শুনিতে উমেশ বাবু লোকটী বেশ। তাঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র, কেশ প্রায় ধবল, কথাবার্ত্তা অতি মিষ্ট, মুখ-খানি হাসি মাখা, মানুষটী ছোট খাট, চেহারাটী বেশ বুদ্ধিমান লোকের মত। সংক্ষেপতঃ, অল্প আলাপের পরই এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবীর প্রতি আমার ভক্তি জন্মিল।

বৃদ্ধ উমেশ বাবু ও মনোরমা দেবী কথা কহিতে কহিতে গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গী হইলাম না।

আনন্দধামে আমার অবস্থান কাল ক্রমশই শেষ হইয়া আসিতেছে। কল্য প্রাতে আমি প্রস্থান করিব, ইহার আর অন্যথা নাই। আমার জীবনের এই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সুখস্বপ্ন এখনই ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমার প্রেম-লীলার এই স্থানেই অবসান।

চিত্তের অযথা চাঞ্চল্য হেতু আমি তত্রত্য উদ্যানে ও পূর্ব্ব পরিচিত দৃশ্য সমূহের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু যেখানে যাই, যাহা দেখি, কিছুই তো সে মর্ম্মমন্থনকারী স্মৃতি-বিবর্জ্জিত নহে। কোথায় বসিয়া তাঁহাকে পাঠ বলিয়া দিই নাই? কোথায় বসিয়া তাঁহার সহিত নানা সাংসারিক বিষয়ের বাক্যালাপ করিনাই?

কোথায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তত্রত্য শোভার প্রশংসা করি নাই? তবে আজি কোথায় গিয়া হৃদয় জুড়াইব? কোথায় গিয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত সে ভ্রান্তি-সম্ভাবনা-বিরহিত স্মৃতি ভুলিব?

বেড়াইতে বেড়াইতে দূরে উমেশ বাবুকে দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তিনি আমাকেই অন্বেষণ করিতেছেন। মনের এরূপ অবস্থায় তাদৃশ অল্প পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন অসম্ভব হইলেও, অধুনা তাহা অপরিহার্য্য। তিনি বলিলেন,—"মহাশয়, আমি আপনাকেই খুঁজিতে ছিলাম। আপনার সহিত আমার গোটা দুই কথা আছে। যে কার্য্যের জন্য আমি এখানে আসিয়াছি, মনোরমা দেবীর সহিত তৎসংক্রান্ত কথোপকথন-কালে প্রসঙ্গ ক্রমে এই নাম-হীন পত্রের বিষয় জানিতে পারিলাম। আপনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানার্থ যে বিহিত যত্ন করিয়াছেন তাহাও জ্ঞাত হইলাম। আপনার সন্তোষের নিমিত্ত আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি আপাততঃ যে সন্ধান ত্যাগ করিয়াছেন, অতঃপর সে সন্ধানের ভার আমার হস্তেই পড়িয়াছে। আমি সে বিষয়ে কোনই ত্রুটি করিব না।"

আমি বলিলাম,—"উমেশ বাবু, একার্য্যে আপনি আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি সন্দেহ নাই। অতঃপর মহাশয় এ বিষয়ে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহা জানিতে আমার অধিকার আছে কি?"

উমেশ বাবু উত্তর দিলেন,—"আপাততঃ এই নামহীন পত্রের একটী নকল ও ইহার অন্যান্য বৃত্তান্ত আমি কলিকাতায় রাজা প্রমোদরঞ্জনের উকীলের নিকট পাঠাইব স্থির করিয়াছি। আসল পত্র আমার নিকটেই থাকিবে এবং রাজা আসিবামাত্র তাহা তাঁহাকে দেখাইব। ইতি মধ্যেই ঐ দুই স্ত্রীলোকের সন্ধানের জন্য আমি এক-জন লোক পাঠাইয়া দিয়াছি। সে ব্যক্তি প্রথমে রেল-ষ্টেশনে, তাহার পর কোন সন্ধান পাইলে যেখানে স্ত্রীলোকেরা গিয়াছে সেখানেও যাইবে; তাহাকে আবশ্যক মত অর্থ ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আগামী সোমবারে রাজা আসিবেন। যতক্ষণ তিনি না আসিতে-ছেন, ততক্ষণ যাহা করা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট মনে করিতে হইতেছে।

আমার বিশ্বাস, রাজা এ সম্বন্ধে সহজেই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। রাজা প্রমোদরঞ্জন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তাঁহার দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য ঘটে নাই, ইহা এক প্রকার স্থির।

এতদ্বিষয়ক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উমেশ বাবুর যতটা স্থির বিশ্বাস আমার ততটা ছিল না; তথাপি আমি আপাততঃ কোন উচ্চ বাচ্য করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলাম না। এসম্বন্ধের কথাবার্ত্তা ত্যাগ করিয়া আমরা অন্যান্য প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মনের অবস্থা তৎকালে উমেশ বাবুর সহিত কোন অংশেই সমান ছিল না। যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় গ্রহণ করিয়া শক্তিপুর ত্যাগ করাই আমার সংকল্প। যখন যাইতেই হইতেছে, তখন আর কালব্যাজ কেন? শীঘ্রই উদ্যোগায়োজন করিয়া প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। আমি উমেশ বাবুর নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া স্বীয় নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। পথে মনোরমা দেবীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমার ব্যস্ত ও বিচলিত ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। আমি তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম।

তিনি শুনিয়া বলিলেন,—"তাহা হইবে না, মাষ্টার মহাশয়, এরূপ অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায়, অবন্ধু ভাবে আপনার যাওয়া হইবে না। আপনি যাইবার পূর্ব্বে আবার একদিন পূর্ব্বকালের ন্যায় ব্যবহার— আমোদ প্রমোদ—খাওয়া দাওয়া না করিয়া আপনাকে যাইতে দিতে পারি না। দেবেন্দ্র বাবু, এ অনুরোধ আমার—অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর— আর"—মনোরমা নীরব। ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন,—"আর লীলারও এই অনুরোধ জানিবেন।"

আমি থাকিতে স্বীকার করিলাম। তাঁহাদের কাহাকেও দুঃখিত করিতে আমার একবিন্দুও ইচ্ছা ছিল না। যতক্ষণ আহারের সময় না হয়, ততক্ষণ নিজগৃহে আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আজি সমস্ত দিন আমি লীলাবতী দেবীর সহিত কথাবার্ত্তা কহি নাই— দেখাও হয় নাই। আহারের সময় তাঁহার সহিত দেখা হইবার কথা। বড় কঠিন সমস্যা—উভয়ের চিত্তের বিষম পরিক্ষা স্থল।

আহারের সময় উপস্থিত—আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পূর্ব্বস্মৃতি—পূর্ব্ব সদ্ভাব—পূর্ব্ব আনন্দ সজীব করিতে আজি সকলেরই যত্ন। দেখিলাম, যে পরিচ্ছদ পরিধান করিলে ভাল দেখাইত বলিয়া আমি প্রশংসা করিতাম, লীলাবতী দেবী সেই পরিচ্ছদ অদ্য পরিধান করিয়াছেন। আমি গৃহ-প্রবেশ করিবামাত্র তিনি আগ্রহ সহকারে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিলাম তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া, তাঁহার সমস্ত আনন্দ দমন করিয়া, বিষাদের অঙ্ক সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে। সে স্থানে উমেশ বাবুও উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার ও আমার উভয়েরই আহারের স্থান হইয়াছিল। আমরা উভয়ে আহারে বসিলাম। গল্পে উমেশ বাবু খুব পণ্ডিত; তিনি অবিশ্রান্ত গল্প চালাইতে লাগিলেন। আমিও যতদূর সাধ্য তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিলাম। আহার সমাপ্ত হইলে, লীলা ও মনোরমা পাঠাগারে গমন করিলেন। উমেশ বাবুর তামাক খাওয়া বড় অভ্যাস। তিনি তামাক খাইয়া সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন। আমিও কাজেই তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলাম। উমেশ বাবু তামাক টানিতেছেন, এমন সময় একজন লোক তথায় প্রবেশ করিল। উমেশ বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সন্ধান পাইলে?"

লোক উত্তর দিল,—"সন্ধান পাইলাম, উভয় স্ত্রীলোক এখান হইতে বর্দ্ধমানের টিকিট লইয়া যাত্রা করিয়াছেন।"

"তুমিও বর্দ্ধমান গিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ—কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে আর কোন সন্ধান হইল না।"

"তুমি রেলওয়েতে খোজ করিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আর যেখানে যেখানে সন্ধান করা আবশ্যক তাহা করিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তাহার পর, পুলিসে যেরূপ লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলাম তাহা দিয়াছ ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

আচ্ছা, তোমার যাহা কার্য্য তুমি ঠিকই করিয়াছ ; আপাততঃ এবিষয়ের এই স্থানেই শেষ। তবে চলুন, মাষ্টার বাবু, মেয়েদের পাঠের ঘরে গিয়া লীলার বাজনা শুনা যাউক। আপনি তো কালি প্রাতেই যাইতেছেন। যতক্ষণ এখানে আছেন, ততক্ষণ আপনার সহিত আমোদ প্রমোদে থাকাই আবশ্যক।"

আমরা সেই চিরপরিচিত পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম। যে পাঠাগারে কতই আনন্দে—কতই স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা সহকারে জীবনের কত দিনই সুখে অতিবাহিত করিয়াছি, অদ্য সেই পাঠাগারে, বিদায়ের দিনে, শেষ প্রবেশ করিলাম।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোচে আসীনা—নিদ্রিতা [illegible]ছেন ; মনোরমা এক-খানি ইজি চেয়ারে উপবেশন করিয়া আছেন। আর লীলা পিয়ানোর নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। উমেশ বাবু দুই এক কথায় মজলিস্ গরম করিয়া লইলেন এবং একখানি চেয়ার জানালার নিকট টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন। এমন দিন ছিল, যখন আমি গৃহাগত হইয়াই বিনা বাক্যব্যয়ে লীলার নিকটস্থ হইতাম এবং তাঁহাকে ইচ্ছামত বাদ্য বাজাইতে অনুরোধ করিতাম। কিন্তু আজি আর তাহা পারিলাম না। এখন কি করি কি করি ভাবিয়া, দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময়ে লীলা স্বয়ং আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, আপনি যে ভৈরবী রাগিণীর আলাপ বড় ভাল বাসেন, তাহা কি এখন বাজাইব ?"

আমি তাঁহার এতাদৃশ অনুগ্রহ-সূচক বাক্যের সমুচিত উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি পিয়ানোর নিকটস্থা হইলেন। তিনি যে সময় বাদ্য বাজাইতেন সেই সময় তাঁহার সন্নিধানে যে চেয়ারে আমি উপবেশন করিতাম, আজি তাহা অনধিকৃত। লীলা একটু বাজা-

তাহার পর লীলাবতী দেবী আসিলেন। তাঁহার মুখের প্রতি চাহিতে আমার ভরসা ও সাহস হইল না। আমি বলিলাম,—"অতি প্রত্যূষেই আমি প্রস্থান করিব। আপনি শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ আমি চলিয়া—"

তিনি তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া কহিলেন,—"না, না, তাহা হইবে না। অবশ্যই আমি তাহার পূর্ব্বে উঠিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি এত অকৃতজ্ঞ নহি, গত তিন মাসের ব্যাপার এতদূর বিস্মৃত হই নাই—"

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল—আরব্ধ বাক্য সমাপিত হইল না। আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রস্থান করিলেন। আমিও আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম।

ঊষার আলোক অচিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার আনন্দধামে অবস্থান কালও অবসান হইয়া আসিল এবং অপরিহার্য্য প্রস্থান কাল সমুপস্থিত হইল। প্রায় ৭টার সময়ে আমি পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম তথায় লীলা এবং মনোরমা উভয়েই আমার সহিত শেষ সাক্ষাতের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। বুঝিলাম এ কঠোর ক্ষেত্রে চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করা সকলের পক্ষেই সুকঠিন। আমিই বিদায় প্রার্থনা করিলাম। কোন উত্তর না দিয়া লীলাবতী দেবী ব্যস্ততা সহ সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

মনোরমা দেবী বলিলেন,—"ভালই হইল; উঁহার পক্ষেও ভাল—আপনার পক্ষেও ভাল।"

আমি ক্ষণেক নির্ব্বাক রহিলাম। এ শেষ বিদায় সময়ে তাঁহার সহিত একটা কথা না কহা, একবার প্রস্থানকালে তাঁহার মূর্ত্তি না দেখিয়া যাওয়া বড় ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু কি করিব? হৃদয় বেগ শান্ত করিয়া আমি মনোরমা দেবীকে সমুচিত ভাবে বিদায় কালোচিত বাক্য বলিলাম। কিন্তু যত কথা বলিব, যত ভাব ব্যক্ত করিব ভাবিয়াছিলাম তাহা হৃদয়েই বিলীন হইয়া গেল; কেবল একটী বাক্য মুখ হইতে বাহিরিল।—বলিলাম "সময়ে সময়ে পত্র দ্বারা আপনি

আমাকে আপনাদের সংবাদ জানাইবেন, এরূপ প্রগল্‌ভ আশা হৃদয়ে স্থান দিব কি?"

"অবশ্যই আপনার আশা সফল হইবে। আপনি সদ্ব্যবহার দ্বারা আপনার চরিত্রের যেরূপ উচ্চতা দেখাইয়াছেন, তাহার প্রতিদান স্বরূপে, যতকাল আপনি ও আমি জীবিত থাকিব, ততকাল আমার দ্বারা আপনার যে কিছু হিত সম্ভবে, তাহা সম্পন্ন করিব সংকল্প করিয়াছি। এদিকের বিষয় যখন যেমন দাঁড়াইবে, তাহা তখনই আপনাকে জানাইব।"

"আর দেবি, আমার এই উন্মত্ততা ও প্রগল্‌ভতা বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া যাওয়ার বহুকাল পরেও, ভবিষ্যতে যদি কখন আমার দ্বারা আপনার কোন সহায়তা হইতে পারে—"

আর কথা আমি কহিতে পারিলাম না। শত চেষ্টা উপেক্ষা করিয়াও আমার চক্ষু জলভারাকুল হইল। মনোরমা তখন অত্যন্ত স্নেহময় ভাবে আমার উভয় হস্ত ধারণ করিলেন। দেখিলাম, তাঁহার নেত্রদ্বয় সমুজ্জল এবং তাঁহার বদন মণ্ডলে আন্তরিক উদারতা ও করুণাময়তা প্রকটিত। তিনি বলিলেন,—"যদি সময় উপস্থিত হয়, তখন আপনাকেই বিশ্বাস করিব। আপনাকে তখন আমার বন্ধু এবং লীলার বন্ধু, আমার ভ্রাতা এবং লীলার ভ্রাতা বলিয়া পূর্ণ বিশ্বাস করিব। তাহার পর এই স্নেহময়ী কামিনী আমাকে আমার নাম ধরিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্র, এই স্থানে ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া স্থির হও। আমাদের উভয়েরই মঙ্গলের নিমিত্ত আমি এখন প্রস্থান করিতেছি। উপরের গবাক্ষ হইতে আমি তোমাকে গমন কালে দেখিব।"

তিনি চলিয়া গেলেন। আমি একবার নয়ন মার্জ্জন করিয়া চিরকালের নিমিত্ত এ প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে অতি মৃদুভাবে দ্বার উদ্ঘাটন শব্দ শুনিয়া, সেই দিকে ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম ধীরে ধীরে লীলাবতী দেবী প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমার হৃদয়ে শোণিত প্রধাবিত হইতে লাগিল। লীলাবতী আমাকে একাকী দেখিয়া একবার সঙ্কুচিত হই-

লেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম তাঁহার দেহ যেন বলহীন, শরীর ঈষৎ বিকম্পিত। তিনি দেহকে আশ্রয় দিবার জন্য সন্নিহিত টেবিলে হস্তার্পণ করিলেন। অপর হস্তে তিনি যেন কি পদার্থবিশেষ অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন,—"আমি এই খাতা খানির সন্ধানে গিয়াছিলাম। ইহা দেখিয়া সময়ে সময়ে আপনার এস্থানের ও এখানকার বন্ধুগণের কথা মনে পড়িতে পারে। আপনি বলিয়াছিলেন যে আমার অনেক উন্নতি হইয়াছে—হয়ত এগুলি আপনার ভাল লাগিতেছ—"

তিনি কথা সাঙ্গ না করিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইলেন, সেইরূপ ভাবে তিনি হাত বাড়াইয়া সেই খাতা আমাকে দিলেন। তিনি ইদানীং অবকাশ কালে প্রাকৃতিক বর্ণনা-পূর্ণ যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকে সংগৃহীত ছিল। খাতা তাঁহার হস্তে কম্পিত হইতে লাগিল। আমিও বিকম্পিত হস্তে তাহা গ্রহণ করিলাম। হৃদয় যাহা বলিতে চাহিল, তাহা বলিতে সাহস হইল না। কেবল বলিলাম,—"যতদিন বাঁচিব, ততদিন ইহা অতুলনীয় সম্পত্তির ন্যায় যত্নে রক্ষা করিব। আর আপনাকে কি বলিব? আপনাকে বিদায় কালে না দেখিয়া যাইতে হইলে মনে বড় কষ্ট হইত, আপনি যে দয়া করিয়া এ সময়ে দেখা দিলেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

তিনি বলিলেন,—"এতদিন এত আনন্দে একত্রে অবস্থানের পর, কেমন করিয়া আপনাকে সহজে বিদায় দিতে পারি?"

আমি বলিলাম,—"লীলাবতী দেবি, সেরূপ দিন হয় ত কখন আর ফিরিবে না। আপনার ও আমার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু দেবি, যদি কখন এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন আমার প্রাণপণ চেষ্টাতে আপনার এক মুহূর্ত্তেরও সন্তোষ জন্মিতে পারে, বা এক মুহূর্ত্তের দুঃখও বিদূরিত হইতে পারে, তখন কি দেবি, আপনি দয়া করিয়া এ দীন হীন শিক্ষককে স্মরণ করিবেন? মনোরমা দেবী আমাকে মনে করিবেন, স্বীকার করিয়াছেন।

দেখিলাম তাঁহার নয়ন জলভারাকুল। তিনি বলিলেন,—"আমিও সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত তাহা স্বীকার করিলাম।"

আমি আবার বলিলাম,—"আপনার অনেক আত্মীয় আছেন, আপনার ভবিষ্যতের সুখ শান্তি তাঁহাদের প্রধান ভাবনা। দেবি, এই বিদায় কালে, আমাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে অনুমতি করুন যে, এই অধম বন্ধুরও তাহাই প্রধান ও প্রিয় চিন্তা।"

তখন তাঁহার নবনীত বিনির্ম্মিত গণ্ড বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থ হইয়া সন্নিহিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। উপবেশন কালে বলিলেন,—"আর না, মাষ্টার মহাশয়, দয়া করিয়া এস্থান ত্যাগ করুন।"

তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত ভাব এই কয় কথায় স্পষ্টই বুঝা গেল। তাহার পর আর কি বলিব? আমার তো কোন কথা বলিতে—তাঁহার বাক্যের কোন উত্তর দিতে আর অধিকার নাই। অশ্রু আসিয়া আমার নয়নকে অন্ধ করিয়া দিল। আর এক মুহূর্ত্তও সে স্থানে অপেক্ষা করা অবৈধ। একবার দ্বার সন্নিহিত হইয়া, একবার মাত্র লালাবতীর সেই দেবীমূর্ত্তি শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। তাহার পর সুদূর বিস্তৃত সমুদ্র উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হইল—লীলাবতীর মূর্ত্তি তখন অতীতের স্মৃতিরূপে পরিণত হইল।

(দেবেন্দ্র বাবুর কথা সমাপ্ত।)

শুক্লবসনা সুন্দরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা, ওল্‌ড পোষ্ট আফিশ ষ্ট্রীটস্থ উকীল শ্রীউমেশচন্দ্র সেনের কথা।

বন্ধুবর বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুরোধে আমাকে এই অংশ লিখিতে হইতেছে। দেবেন্দ্র বাবু চলিয়া আসার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই ইহাতে বিবৃত হইবে। এরূপ পারিবারিক কথা প্রচার করা উচিত কি না, তাহা একটা বিচারের বিষয় বটে। কিন্তু সে সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব দেবেন্দ্র বাবু স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আমার অপরাধ নাই। পরের ঘটনা দ্বারা সপ্রমাণিত হইবে যে, এরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দেবেন্দ্র বাবুর যথেষ্ট অধিকার জন্মিয়াছে। তিনি এই অত্যদ্ভুত উপাখ্যান যেরূপ ভাবে সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ঘটনা-চক্রের মধ্যে যে যে স্থলে যে যে ব্যক্তি বিশেষ লিপ্ত ও সম্পর্কিত তাঁহারই সেই অংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। এই নিয়মানুসারে দেবেন্দ্র বাবু যে স্থান হইতে বর্ত্তমান কাহিনী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পর হইতে আমাকেই লিখিতে হইতেছে।

অগ্রহায়ণ মাসের ২রা আমি আসিয়া আনন্দধামে পৌঁছিলাম, সেদিন শুক্রবার। রাজা প্রমোদরঞ্জন রায় মহাশয়ের আগমন কাল পর্য্যন্ত আমাকে এস্থানে অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনি আসিলে লীলাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহের দিনস্থির হইবে। দিনস্থির হইলে আমাকে কলিকাতায় গিয়া বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় লেখা পড়া ও ব্যবস্থা শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। এই জন্যই আমার আসা।

লীলাবতীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে দেখিলাম যে, তাঁহার শরীর ও মনের অবস্থা ভাল নহে। লীলাবতী বড় ভাল মেয়ে—তাঁহার কথাবার্ত্তা ব্যবহার সমস্তই তাঁহার জননীর ন্যায় সুমিষ্ট ও সুন্দর। আকৃতিতে লীলা কিন্তু মাতার মতন ছিলেন না। সে সম্বন্ধে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল। লীলার নামে লেখকের নামহীন একখানি পত্র আসিয়াছিল। তাহার জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল তাহা শেষ করিলাম। শুক্রবারটা এইরূপে কাটিয়া গেল।

শনিবারের দিন আমি শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্র বাবু চলিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু লোকটা মন্দ নয়। সেদিন লীলার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ ঘটিলনা—তিনি একবারও বাহিরে আসিলেন না। মনোরমার সঙ্গে দুই একবার সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু তাঁহাকে অন্যমনস্ক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বেলা ২টার সময় রাধিকা বাবুর সংবাদ পাইলাম, তাঁহার শরীর এখন একটু ভাল আছে; এ সময় আমি দেখা করিলে করিতে পারি। তাঁহাকে পূর্ব্বেও যেমন দেখিয়াছিলাম, আজিও তেমনই দেখিলাম। তাঁহার গল্প কেবল তাঁহার রোগের, দুর্ভাগ্যের, তাঁহার পুস্তকের দুর্গন্ধের. লোকের গোলমালের, আর সেই চিরকেলে মাথামুণ্ড ছাই ভস্মের। আমি যেই কাজের কথা পাড়িলাম অমনই তিনি শিহরিয়া উঠিয়া নয়ন মুদিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ!" আমি কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলাম না। বুঝিলাম, লীলার বিবাহ স্থির হইয়াই আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার মত গ্রহণ না করিয়া অগ্রে লীলার মত গ্রহণ করা আবশ্যক। লীলার মত জানা হইলে. আমি বিষয়ের যে সকল সংবাদ স্বয়ং জ্ঞাত আছি তাহার সহিত মিলাইয়া, যথারীতি কার্য্য করিব। রাধিকাবাবু লীলার অভিভাবক; তাঁহার সম্মতি লওয়া আবশ্যক। সমস্ত স্থির করিয়া তাঁহাকে আমি বলিবামাত্র তিনি সম্মতি দিবেন স্বীকার করিলেন। আমি বুঝিলাম, এ বৃথা মানুষের সাহায্যে কোনই কার্য্য হইবে না। কেন আর উহাঁকে দগ্ধান।

রবিবারে লিখিবার মত কোন ঘটনাই ঘটিল না। কলিকাতায় রাজা প্রমোদরঞ্জনের উকীল মহাশয়ের নিকট আমি সেই নামহীন পত্রের একটা নকল ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার প্রাপ্তি স্বীকার পত্র ডাকযোগে অদ্য আমার হস্তে আসিয়া পৌঁছিল।

সোমবারে রাজা প্রমোদরঞ্জন আসিয়া পৌঁছিলেন। রাজাকে এই প্রথম দেখিলাম। লোকটীর বয়স যত ভাবিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষাও কিছু অধিক বলিয়া বোধ হইল। চেহারাটী বেশ, দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। মাথার চুল বড় পাকে নাই। রংটী বড় পরিষ্কার। মুখখানি যেন চিন্তাপূর্ণ। কথা বার্ত্তায় রাজা বড় অমায়িক লোক। আমার সহিত প্রথম পরিচয়ে যেরূপ ভাবে আলাপ করিলেন তাহাতে যেন কতকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ চলিতেছে বলিয়া বোধ হইল। মনোরমার সহিত তিনি অতি বিনম্র ভাবে শিষ্টাচার সঙ্গত কথাবার্ত্তা কহিলেন। লীলা তখন সেখানে ছিলেন না, অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার বিমর্ষ ও কাতর ভাব দেখিয়া নিতান্ত আগ্রহ ও আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—লীলা যেন রাজার সাক্ষাতে সঙ্কুচিত ও অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং অচিরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। রাজা কিন্তু লীলার এবম্বিধ ভাব যেন লক্ষ্যই করিলেন না।

লীলা প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করার পরে, রাজা সেই নামহীন পত্রের কথা স্বয়ং উত্থাপন করিলেন। তিনি আসিবার কালে কলিকাতা হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার উকীলের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছেন। তথায় সমস্ত কথা শুনিয়া অবধি, এ সম্বন্ধে আমাদের সকলের সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত, তিনি যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি মূল পত্র তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি না দেখিয়াই পত্রখানি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, যে তিনি চিঠির নকল দেখিয়াছেন—আসল আমাদের নিকটেই থাকা ভাল। তাহার পর যে সকল কথা তিনি বিবৃত করিলেন, তাহা আমি পুঙ্খ

হইতেই যেমন ভাবিয়াছিলাম, তেমনিই সরল ও সন্তোষজনক। হরিমতি নাম্নী একটী স্ত্রীলোক বহুকাল পূর্ব্বে কোন কোন বিষয়ে রাজার নিজের এবং তাঁহার কয়েকজন আত্মীয়ের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল। এই স্ত্রীলোকের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। তাহার স্বামী তাহাকে ফেলিয়া যে কোথায় গিয়াছে তাহার কোনই সন্ধান নাই; অধিকন্তু তাহার একটি কন্যা সন্তান, সেটাও পাগল! একেতো এই স্ত্রীলোকের প্রতি রাজার কৃতজ্ঞ থাকিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, বিশেষতঃ এই সকল দৈব দুর্ব্বিপাকে তাহার হৃদয়ের অসীম ধৈর্য্য দেখিয়া, তাহার প্রতি রাজার বড়ই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। ক্রমে তাহার সেই কন্যার পীড়া বড়ই বৃদ্ধি পাইল, তখন তাহাকে কোন স্থানে আট্‌কাইয়া না রাখিলে চলে না। কিন্তু অবস্থা যেমনই হউক, কন্যাকে নিরুপায় দরিদ্রের ন্যায় সাধারণ বাতুলালয়ে রাখিতে হরিমতির কোন ক্রমেই মত ছিল না—অথচ কিছু একটা উপায় না করিলেও চলে না। সেই সময় হরিমতি-কৃত উপকারের যৎসামান্য প্রতিদান স্বরূপে, ব্যয়ভার বহন করিয়া, রাজা তাহার কন্যাকে স্বয়ং কলিকাতায় দুইজন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে আট্‌কাইয়া রাখিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। হরিমতি কৃতজ্ঞতা সহকারে এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিল। তাহার পর প্রস্তাব মত কার্য্য করা হইল। অনধিককাল মধ্যে পাগলিনী মুক্তকেশী জানিতে পারিল যে, রাজাই তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিবার প্রধান সহায়। বলা বাহুল্য, এই জ্ঞানের পর হইতে, সে রাজার উপর হাড়ে চটিয়া গেল। বর্ত্তমান পত্রও সেই রাগের ফল মাত্র। যাহা হউক, সম্প্রতি সে সেই অবরোধ হইতে কেমন করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। এ সংবাদ শুনিয়া তাহার মাতাও যেমন দুঃখিত, রাজাও তেমনই দুঃখিত। যে লোকের তত্ত্বাবধানে মুক্তকেশী কলিকাতায় থাকিত এবং যে দুজন ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতেন, রাজা তাঁহাদের সকলের নাম ও ঠিকানা জানাইলেন। যদি মনোরমা দেবী অথবা উমেশ বাবু প্রকৃত বিষয় জানিবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে পত্র লেখেন, তাহা হইলে সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন, তাহাও রাজা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিলেন। মুক্ত-

কেশী যাহাই ভাবুক, রাজা তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং সম্প্রতিও কলিকাতা হইতে আসিবার কালে, তিনি আপনার উকীলকে যথাসম্ভব যত্ন সহকারে ঐ উন্মাদিনীর সন্ধান করিয়া, তাহাকে তাহার পূর্ব্ব আশ্রয়ে পুনঃ স্থাপনের জন্য, উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোন অংশে যদি লীলাবতী দেবী অথবা তাঁহার কোন আত্মীয়ের কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে রাজা বিহিত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহা দূর করিয়া দিতে সম্মত আছেন।

আইনের অপার মহিমার আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তর্ক করা যায় না এমন বিষয়ই নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এরূপ মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কথার উপর সেরূপ কোন তর্ক উত্থাপন করিবার আবশ্যক ছিল না। তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম। মনোরমাও সন্তোষ প্রকাশ করিয়া উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু সে সন্তোষ যেন তাঁহার মনের নয় বলিয়া বোধ হইল।

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"যদি কেবল উমেশ বাবুকে বুঝাইলেই আমার বক্তব্যের শেষ হইত, তাহা হইলে আমার আর কিছু বলিবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ উমেশ বাবু স্বয়ং সুবিজ্ঞ লোক, সুতরাং তিনি যে আমার কথাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন তাহা আমার ভরসা আছে; কিন্তু স্ত্রীলোককে বুঝান শক্ত কথা। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত তাঁহাদের প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। মনোরমা দেবি, আপনি প্রমাণ চাহিতে অনিচ্ছা করিলেও, আমি স্বয়ং তাহা দিতেছি। আপনি দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে সেই অভাগিনী হরিমতিকে এক খান পত্র লিখুন, তাহা হইলে সমস্তই জানিতে পারিবেন।"

মনোরমা দেবী কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"ভরসা করি, আমি রাজার কথায় অবিশ্বাস করিতেছি ভাবিয়া রাজা আমার প্রতি অবিচার করিতেছেন না।"

রাজা বলিলেন,—"কখনই না। আমি কেবল আপনাদের সন্তোষের জন্য এ প্রস্তাব করিতেছি। পত্র লিখিবার জন্য আমার বিশেষ অনুরোধ জানিবেন।"

এই বলিয়া রাজা স্বয়ং উঠিয়া অন্য টেবিল হইতে কাগজ কলম ও ও কালী আনিয়া মনোরমার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন এবং হরিমতির নিকট, প্রকৃত বিষয় জানিবার জন্য, পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন,—"অতি সহজ পত্র। স্পষ্ট করিয়া দুইটা কথা লিখিলেই কাজ মিটিবে। এক কথা, হরিমতির ইচ্ছামতে তাহার কন্যাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল কি না। দ্বিতীয় কথা, এ সম্বন্ধে আমি যাহা করিয়াছি, তজ্জন্য হরিমতির মনে আমার নিকট কৃতজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কোন ভাব আছে কি না। আপনারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে এই পত্র খানা লিখিত হইলে আমিও সন্তুষ্ট হই।"

মনোরমা বলিলেন,—"ইচ্ছা না থাকিলেও, আপনার অনুরোধ আমাকে রক্ষা করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি পত্র লিখিতে নিযুক্ত হইলেন। পত্র সমাপ্ত হইলে তিনি তাহা রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা, তাহা পাঠ না করিয়াই, খামের ভিতর পুরিয়া উপরে শিরোনাম লিখিয়া মনোরমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা এখনই ডাকে পাঠাইয়া দিউন। পত্র লেখা তো শেষ হইল, এক্ষণে উন্মাদিনীর সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। উমেশ বাবু সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া আমার উকীলকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমি দেখিয়াছি। সে পত্রে কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই। মুক্তকেশী কি লীলাবতী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল?"

মনোরমা উত্তর দিলেন,—"না।"

"আপনার সহিত সে দেখা করিয়াছিল কি?"

"না।"

"দেবেন্দ্র বাবু নামক একজন লোক ছাড়া আর কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই?"

"না, কাহারও সহিত নহে।"

"দেবেন্দ্র বাবু বুঝি এখানে শিক্ষক রূপে নিযুক্ত ছিলেন? তিনি কি বেশ যোগ্য লোক?"

"হাঁ।"

তিনি ক্ষণেক মৌনভাবে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুক্তকেশী যখন এ দেশে আসিয়াছিল, তখন সে কোথায় থাকিত, তাহা আপনি সন্ধান পাইয়াছেন কি?"

"হাঁ, নিকটে তারার খামার নামে একটা জায়গা আছে, সেখানেই সে থাকিত।"

রাজা বলিলেন,—"এই অভাগিনীর সন্ধান করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। হয়ত যেখানে সে ছিল, সেখানে এমন কোন কথা বলিয়া থাকিবে যে, তাহা ধরিয়া তাহার সন্ধান হইতে পারে। যাহা হউক, এ বিষয়ে লীলাবতী দেবীকে আমি স্বয়ং কোন কথাই বলিতে পারিব না। এ জন্য মনোরমা দেবি, আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনার লিখিত পত্রের উত্তর আসিলে আপনি অনুগ্রহ করিযা লীলাবতী দেবীর সন্দেহ ভঞ্জনার্থে যাহা বলিতে হয় বলিবেন।"

মনোরমা স্বীকার করিলেন। তাহার পর রাজা হাস্য মুখে, আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাঁহার অবস্থানার্থ যে যে প্রকোষ্ঠ সজ্জিত ছিল তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে আমি বলিলাম,—"একটা মহা দুর্ভাবনা আজি বেশ শেষ হইয়া গেল। কি বল মনোরমা?"

মনোরমা বলিলেন,—"তাহার সন্দেহ কি? আপনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়।"

আমি বলিলাম,—"কেবল আমি কেন? তোমার হাতে যে পত্র রহিয়াছে, তাহাতে তোমারও সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক।"

তিনি বলিলেন,—"কাজেই। আমি জানিতাম এরূপ কাণ্ড ঘটিতে পারে না। যাহা হউক, যদি এ সময় দেবেন্দ্র বাবু এখানে থাকিয়া রাজার কথা শুনিতেন এবং এই চিঠির প্রস্তাব জ্ঞাত হইতেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বলিলাম,—"সেই নামহীন পত্রের সঙ্গে দেবেন্দ্র বাবুর কতকটা সম্বন্ধ জন্মিয়াছে সত্য। তিনিও এ বিষয়ে

বিশেষ বিবেচনা ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি আজি এখানে উপস্থিত থাকিলে যে কি উপকার হইত তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

মনোরমা উদাস ভাবে বলিলেন,—"মনের কল্পনা মাত্র। এ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতাই আমাদের প্রকৃষ্ট সহায়।"

সমস্ত ঝোঁক যে আমার ঘাড়ে চাপে তাহাও আমার ইচ্ছা নয়। বলিলাম,—"যদি এখনও মনে কোন সন্দেহ থাকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বল না কেন?"

তিনি বলিলেন,—"কোনই সন্দেহ নাই।"

"রাজার কথার মধ্যে কোন অংশ অসংলগ্ন বা অসম্ভব বলিয়া তোমার বোধ হইয়াছে কি?"

"যখন তিনি এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তখন আর কি বলিবার আছে? মুক্তকেশীর মাতার স্বাক্ষ্যের অপেক্ষা আর কি প্রমাণ হইতে পারে?"

"ইহার অপেক্ষা ভাল প্রমাণ আর কিছুই হইতে পারে না। যদি এই পত্রের উত্তর সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে রাজার সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণ আর কি সন্দেহ করিতে পারেন, তাহা আমিতো বুঝিতেছি না।"

মনোরমা বলিলেন,—"তবে আমি চিঠি ডাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসি। যত দিন এ পত্রের কোন উত্তর না আইসে তত দিন আর কোন কথায় কাজ নাই। আমার দোমনা ভাব দেখিয়া কিছু মনে করিবেন না। লীলার ভাবনায় এ কয় দিন আমি বড় উৎকণ্ঠিত আছি। উৎকণ্ঠা, জানেন তো আপনি, কঠিন হৃদয়কেও চঞ্চল করিয়া ফেলে।"

মনোরমা চলিয়া গেলেন। আশ্চর্য্য স্থিরবুদ্ধি স্ত্রীলোক; হাজারে এরূপ একজন স্ত্রীলোকও মিলে কি না সন্দেহ। যখন তিনি বালিকা তখন হইতে আমি তাঁহাকে দেখিতেছি; কত পারিবারিক বিপদের সময় আমি তাঁহার বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের প্রমাণ দেখিয়াছি এবং প্রশংসা করিয়াছি।

বর্ত্তমান ঘটনায় তাঁহার সঙ্কোচ ও সন্দিগ্ধ ভাব দেখিয়া, আমারও কতকটা সন্দেহ জন্মিল—অন্য স্ত্রীলোক হইলে কিছুই মনে হইত না। কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—তথাপি মন একটু ব্যাকুল হইল। ধীরে ধীরে বাগানে বেড়াইতে বাহির হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈকালে আমরা সকলে মিলিত হইলাম। প্রাতে রাজা প্রমোদরঞ্জনকে যেরূপ ঠাণ্ডা লোক দেখিয়াছিলাম, এ বেলা সেরূপ দেখিলাম না। রাজার কণ্ঠস্বর যেন উচ্চ—তাঁহার গল্পের বিরাম নাই। কিন্তু এ দিকে যাহাই হউক, লীলাবতীর প্রতি তাঁহার মনোযোগের ক্রটি নাই। তাঁহার সহিত কথোপকথন কালে, রাজা যতদূর সম্ভব প্রেমপূর্ণ কোমল স্বরে কথা কহিতেছেন। লীলা কিন্তু রাজার এই সকল সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতেছেন বলিয়া আমার বোধ হইল না। আমার বোধ হইল রাজা পদ, উপাধি, সম্পত্তি ও প্রেম অকাতরে লীলার চরণে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত; লীলা যেন কিছুতেই রাজি নহেন। এ বড় আশ্চর্য্য কথা!

পরদিন মঙ্গলবারে রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া, লোক সঙ্গে লইয়া তারার খামারে গমন করিলেন। পরে শুনিলাম, সেখানে তাঁহার সন্ধানে কোন ফল হয় নাই। রাজা ফিরিয়া আসিয়া রাধিকাপ্রসাদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে দিন আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিল না।

বুধবারের ডাকে হরিমতির প্রত্যুত্তর লিপি আসিল। আমি তাহার নকল রাখিয়াছিলাম। চিঠি খানি নিম্নে লিখিয়া দিতেছি;—

"নিবেদন—আমার কন্যা মুক্তকেশীকে আমার ইচ্ছামতে চিকিৎসকের অধীনে রাখা হইয়াছে কি না, এবং তৎপক্ষে রাজা প্রমোদরঞ্জন

যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতে পারেন কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত আপনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমি পাইয়াছি। এই উভয় প্রশ্নেই আমার সম্মতিসূচক উত্তর জানিবেন। ইতি

শ্রীহরিমতি দাসী।"

চিঠি খানি বড় সংক্ষিপ্ত, যেন চাঁচা কথায় লেখা—কাজের কথা ছাড়া একটীও কথা নাই। কিন্তু প্রশ্নের অতি সন্তোষ-জনক উত্তর পাওয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। রাজা বলিলেন,—"হরিমতি কথাবার্ত্তা বড় কম কহে; বড় সাদা স্বভাবের লোক। তাহার পত্রও তাহার স্বভাবের অনুরূপ।"

রাজা আস্তাবলে ঘোড়া দেখিতে গমন করিলেন। মনোরমাও লীলাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে গমন করিলেন। ক্ষণেক পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া আমার পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং হরিমতির পত্র খানি এ হাত ও হাত করিতে করিতে বলিলেন,— "বস্তুতই কি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু করা উচিত তাহা আমরা করিয়াছি?"

এখনও তাঁহার সন্দেহ দেখিয়া আমি একটু বিরক্ত ভাবে বলিলাম,— "যদি আমরা রাজার বন্ধু হই এবং রাজাকে বন্ধুর ন্যায় জানি ও বিশ্বাস করি, তাহা হইলে আমাদের সমস্তই, এমন কি, আবশ্যকের অপেক্ষাও অধিক করা হইয়াছে। কিন্তু যদি আমরা শত্রুর ন্যায় তাঁহাকে সন্দেহ করি—"

মনোরমা বাধা দিয়া বলিলেন,—"সে কথা মুখেও আনিবেন না; আমরা তাঁহার বন্ধু—আত্মীয়। আপনি জানেন, কল্য আমি রাজার সহিত বেড়াইতে গিয়াছিলাম।"

"তা জানি।"

"পথে আমরা প্রথমতঃ মুক্তকেশীর কথা এবং যে রূপ আশ্চর্য্য ভাবে তাহার সহিত দেবেন্দ্র বাবুর সাক্ষাৎ ঘটে তাহারই কথা কহিতে থাকি। সে কথা শেষ হইলে রাজা অতি অমাইক ভাবে লীলার

ভাবান্তরের কথা উল্লেখ করেন। লীলা যদি কোন কারণে মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজা সম্পূর্ণ উদার ভাবে তাঁহার পাণি-গ্রহণ-আশা পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছেন। কেবল পূর্ব্ব ঘটনা এবং যে যে অবস্থায় বর্ত্তমান বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়, তৎসমস্ত স্মরণ করিয়া লীলাবতী যেন আপনার মত ব্যক্ত করেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র অনুরোধ। সেই সকল বিগত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া লীলাবতীর যে মত হইবে রাজা তাহা লীলার নিজমুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা করেন। লীলার মত তাঁহার বাসনার প্রতিকূল হইলে, তিনি বিবাহের জন্য আর কোন উপরোধ করিবেন না এবং লীলার স্বাধীনতার কোন প্রতিবন্ধক হইবেন না।

আমি বলিলাম,—"অতি উত্তম কথা। রাজার পক্ষে ইহা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা।"

মনোরমা আমার মুখের প্রতি কিয়ৎকাল বিপন্ন ভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমি কোন সন্দেহও করিতেছি না, কাহাকে দোষীও করিতেছি না। কিন্তু লীলাকে এই বিবাহে সম্মত করাইবার ভার আমি কখন লইব না।"

আমি বলিলাম,—"তোমাকে রাজা তো এই ভারই দিয়াছেন, কিন্তু লীলার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন চেষ্টা করিতে তিনিতো তোমাকে নিষেধ করিয়াছেন।"

"কিন্তু রাজার বক্তব্য লীলাকে জানাইলেই প্রকারান্তরে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ চেষ্টা ঘটিতেছে।"

"তাহার অর্থ কি?"

"উমেশ বাবু, আপনি লীলার প্রকৃতি একবার ভাবিয়া দেখুন। যে অবস্থায় বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয় যদি তাহা লীলাকে আলোচনা করিতে বলি, তাহা হইলে তাহার প্রকৃতির দুই শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি—তাহার পিতৃভক্তি ও তাহার সত্যপ্রিয়তা উভয়কেই আঘাত করা হইবে। আপনি জানেন, লীলা জীবনে কখন কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই, আর জানেন, মেসো মহাশয়ের পীড়ার সূত্রপাতে এই বিবাহের প্রস্তাব

উত্থাপিত হয় এবং তিনি মৃত্যু শয্যায় এই বিবাহে বড়ই অনুরাগ প্রকাশ করেন।”

বলিতে কি কথাগুলি শুনিয়া একটু বিচলিত হইলাম। বলিলাম,—“যাহাই হউক, মনোরমা, তোমার ভগ্নির, বর্ত্তমান বিবাহ সম্বন্ধে অমত প্রকাশ করার পূর্ব্বে, সমস্ত বিষয় বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখা আবশ্যক এবং মনে করা উচিত যে, বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যদি সেই নামহীন পত্র রাজার সম্বন্ধে লীলার মনে কোন কুসংস্কার জন্মাইয়া থাকে, তাহা হইলে এখনই লীলার নিকট যাও, ও তাঁহাকে সমস্ত প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিতে বল। তাঁহাকে আরও বল, এ সম্বন্ধে তোমার অথবা আমার মনে কোনই সন্দেহ নাই। ইহার পরেও লীলা রাজার বিরুদ্ধে আর কি বলিবেন? দুই বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে লীলা স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতঃপর কি আপত্তিতে তিনি তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন?”

“যুক্তি এবং আইনের তর্কে নিশ্চই কোন আপত্তি নাই। তথাপি যদি লীলা সঙ্কোচ প্রকাশ করে, অথবা, আমি যদি করি, তাহা হইলে আমাদের অশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিয়া আপনি নিশ্চয়ই আমাদের বুদ্ধির দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিবেন। অগত্যা আমাদিগকে সে অপবাদ সহ্য করিতে হইবে।”

এই বলিয়া মনোরমা ত্বরিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যখন কোন বুদ্ধিমতি স্ত্রীলোক প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না দিয়া, বাজে কথায় তাহা ঢাকিয়া দিবার চেষ্টা করে, তখন প্রায়ই সে কোন কথা লুকাইয়া রাখে। আমার বিশেষ সন্দেহ হইল যে, বর্ত্তমান স্থলে লীলা ও মনোরমা রাজার ও আমার নিকট কোন কথা গোপন করিতেছেন। বৈকালে যখন মনোরমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটিল, তখন আমার সন্দেহ—প্রতীতি আরও বাড়িয়া গেল। লীলার সহিত তাঁহার সাক্ষাতে কি ফল হইল, তাহা আমার সমক্ষে ব্যক্ত করিতে তিনি যেরূপ চাপিয়া চাপিয়া সংক্ষেপে কথা বলিলেন, তাহা বস্তুতই

সন্দেহজনক। পত্রের প্রসঙ্গ লীলা বিহিত মনঃসংযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন। তাহার পর যখন বিবাহের দিনস্থিরের কথা উঠিয়াছে তখন তিনি উত্তর দিবার জন্য আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিয়া, সমস্ত কথার শেষ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে রাজা যদি অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে লীলা বর্ষ শেষ হইবার পূর্ব্বেই শেষ উত্তর দিবেন বলিয়াছেন। লীলা যেরূপ উৎকণ্ঠিত ও কাতর ভাবে সময় প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে মনোরমা রাজাকে সম্মত করিবার নিমিত্ত বিহিত চেষ্টা করিতে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কাজেই, লীলার আন্তরিক অনুরোধ হেতু, বিবাহের প্রসঙ্গ আপাততঃ স্থগিত থাকিতেছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আমার কিছু অসুবিধা হইয়া পড়িল। অদ্য প্রাতে আমার আফিষের অংশিদারের নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছি। তদনুসারে আমার শীঘ্র কলিকাতায় যাওয়ার আবশ্যক। একবার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে আবার যে শীঘ্র অবকাশ পাইব এমন বোধ হয় না—হয়ত বৎসরের অবশিষ্ট কয়েক মাসের মধ্যে আমার আসা নাও ঘটিতে পারে। অথচ ইতিমধ্যে যদি বিবাহের দিন স্থির হইয়া যায়, তাহা হইলে লীলার বৈষয়িক ব্যবস্থা সম্বন্ধে লীলার মত তাঁহার নিজ মুখ হইতে জানিয়া লওয়া এই সময়েই আমার আবশ্যক। রাজার কি অভিপ্রায় হয় তাহা না জানিয়া আমি এ কথা উত্থাপন করিলাম না। জ্ঞাত হইলাম, রাজা লীলাবতীর প্রস্তাবানুসারে অপেক্ষা করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইয়াছেন। তখন আমি মনোরমাকে জানাইলাম যে, লীলার সহিত বৈষয়িক কথাবার্ত্তা আমার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন প্রাতে আমি লীলার সহিত সাক্ষাতাশয়ে তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। লীলার অস্থির মতিত্ব ও বিবেচনার ত্রুটী সম্বন্ধে আমি প্রথমেই বড় গোছ একটা উপদেশ দিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়া লীলা আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যেরূপ ভাবে অগ্রসর হইল, তাহা দেখিয়া আমি সব ভুলিলাম।

আসি উপবেশন করিলে লীলার পোষা কুক্কুরটী লাফাইয়া লাফাইয়া আমার ক্রোড়ের উপর উঠিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"তুমি যখন শিশু ছিলে, তখন এই কোলে তুমি বসিতে। আজি এই শূন্য সিংহাসন তোমার কুক্কুর দখল করিতে চাহিতেছে। তোমার হাতে ও কিসের খাতা ?

লীলার হাতে একখানি সুন্দর হস্তলিখিত খাতা ছিল। লীলাবতী খাতা খানি রাখিয়া দিয়া বলিলেন,—"ও কিছুই নয়। কতকগুলি হিজিবিজি লেখা।"

দেখিলাম লীলার হাত এখনও সেই বালিকাকালের ন্যায় চঞ্চল, নিয়ত এটা ওটা নাড়িতে ভাল বাসে। লীলা ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। না জানি আমি কি প্রসঙ্গ উপস্থিত করিব ভাবিয়া যেন তিনি অস্থির হইলেন। আমি, আর কালব্যাজ না করিয়া, কাজের কথা পাড়িলাম। বলিলাম,—"আমি আজিই কলিকাতায় যাইব। এ স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তোমার সহিত তোমার নিজের বৈষয়িক দুই একটী কথা বার্ত্তা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

লীলা দীন ভাবে আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। আপনাকে এখানে দেখিতে পাইলে আমার সুখময় বাল্যকালের কথা মনে পড়ে।"

আমি বলিলাম,—"আমি হয়ত আর একবার আসিব; কিন্তু সে সম্বন্ধে এখনও একটু অস্থিরতা আছে বলিয়া, তোমার সঙ্গে যে যে কথার দরকার আছে তাহা এখনই শেষ করিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিয়াছি। আমি তোমাদের অনেক দিনের উকীল এবং তোমাদিগের অনেক দিনের বন্ধু। আমি যদি এখন রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত তোমার বিবাহের কথা উত্থাপন করি, তাহাতে দোষ গ্রহণ করিও না।"

লীলা সজোরে হস্তের খাতা পরিত্যাগ করিলেন—যেন তাহাতে বৃশ্চিক ছিল। বারংবার এক হস্তে অপর হস্ত ধারণ করিতে করিতে

বলিলেন,—আমার বিবাহের কথা না তুলিলে কি চলিতে পারিবে না।”

আমি বলিলাম,—“একবার তোমার অভিপ্রায়টা আমার জানা দরকার। বিবাহ হইবে, কি হইবে না তাহা জানিতে পারিলেই হইবে। যদি তোমার বিবাহ হয় তাহা হইলে তোমার পিতৃকৃত উইল অনুসারে তোমার নিজ সম্পত্তির ব্যবস্থা অগ্রেই করা আবশ্যক। সে সম্বন্ধে তোমার ইচ্ছা কি তাহা আমি জানিতে চাহি। ধরা যাউক তোমার বিবাহ হইবে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তোমার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে এবং বর্ত্তমানে তাহা কিরূপ আছে, তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি।”

তাহার পর আমি তাঁহাকে তাঁহার নিজ বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত কথা বুঝাইলাম। তাঁহার অতুল সম্পত্তির মধ্যে কতক তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের, আর কতকের উপর তাঁহার জীবন স্বত্ব মাত্র। তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুর পর কতক সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইবে এবং তাঁহার পিতৃকৃত উইল অনুসারে বিবাহের পর কতক সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইবে। সমস্ত বুঝাইয়া, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম,—“বিবাহ ঘটিলে তোমার সম্পত্তি বিষয়ে তোমার ইচ্ছামত কোন সর্ত্ত রাখিতে তুমি চাহ কিনা, তাহা আমি জানিতে চাই।”

বড় অস্থির ভাবে লীলা এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি সহসা আমার মুখের প্রতি চাহিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন,—“যদিই তাহা ঘটে—যদিই আমার—”

তিনি কথা শেষ করিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া আমি বলিলাম,—“যদিই তোমার বিবাহ হয়—”

লীলা বলিলেন,—“তাহা হইলে মনোরমা দিদি যেন তফাত না হন। দিদি আমার সঙ্গে থাকিবেন আপনি দয়া করিয়া ইহার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিন।”

অন্য স্থান হইলে এ কথায় আমার হাসি আসিত। আমি সম্পত্তির বন্দোবস্তের জন্য এত বকাবকি করিলাম, কিন্তু ফলে এই হইল?

কিন্তু এস্থলে লীলার মুখের ভাব, তাঁহার কণ্ঠস্বর ও কাতরতা দেখিয়া আমিও কাতর হইলাম। তাঁহার এই অল্প কথায় অতীতের প্রতি তাঁহার অত্যাসক্তি প্রকাশিত হইতেছে। ভবিষ্যতের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ নহে।”

আমি বলিলাম,—“মনোরমা তোমার সঙ্গে থাকার বন্দোবস্ত অতি সহজেই করা যাইতে পারিবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহা হয়ত তুমি বুঝিতে পার নাই। আমি তোমার টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। মনে কর, তোমার যদি একটা উইল করিতে হয়, তাহা হইলে তুমি তোমার টাকা কাহাকে দিবে।”

স্নেহ-পরায়ণা বালিকা বলিল,—“দিদি আমার ভগ্নী এবং জননী দুইই। আমি কি আমার টাকা দিদিকে দিতে পারি না?”

আমি বলিলাম,—“অবশ্য পার। কিন্তু ভাবিয়া দেখ তোমার টাকা কত। এত টাকা সবই কি তুমি মনোরমাকে দিবে?”

লীলা যেন কি বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না; বালিকা বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল,—“সব নহে—দিদি ছাড়া আর একজনকে—”

বালিকা কথার শেষ করিল না হাত পা অকারণ নাড়িতে লাগিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি বলিলাম,—“মনোরমা ছাড়া এই পরিবার ভুক্ত অপর কোন লোককে তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি?”

আবার তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। তিনি সন্নিহিত পুস্তক সজোরে ধারণ করিয়া বলিলেন,—“আর এক জন আছে—তাঁহার জন্য যদি আমি কিছু রাখিয়া যাইতে পারি, বোধ হয়, তাহা তাঁহার কাজে আসিতে পারে। যদি আমার অগ্রে মৃত্যু হয়—”

আবার বালিকা নীরব হইল। তাহার দেহ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, তাহার বদন পাণ্ডু হইল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। একবার বালিকা আমার মুখের প্রতি চাহিল, আবার পরক্ষণেই বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার পর উভয় হস্তে বদন আবৃত করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সংসার কি কঠোর

স্থান! এই নিয়ত হাস্যমুখী বালিকা অধুনা সুখের যৌবনে উপস্থিত। কিন্তু হায়, সংসারের ঘর্ষণে তিনি আজি ক্লেশ ভারে নিপীড়িত। লীলার এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া আমার এতই কষ্ট উপস্থিত হইল যে, অধুনা সময় উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটাইয়া দিয়াছে, তাহা আর আমার মনে হইল না। আমি আমার চেয়ার তাহার নিকটে লইয়া গেলাম এবং তাঁহার মুখ হইতে হাত টানিয়া লইয়া বলিলাম,—"কাঁদিও না মা!" দশ বৎসর পূর্ব্বে যে লীলাবতী ছিল, অদ্যও যেন তাহাই আছে মনে করিয়া, আমি স্বহস্তে তাঁহার চক্ষের জল মোচন করিয়া দিলাম। ইহাতে উপকার হইল। বালিকা আমার স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিল এবং অশ্রুরাশি ভেদ করিয়া একটু মৃদু হাসি তাহার বদনে দেখা দিল।

সরলা লীলা সরলতা সহ বলিল,—"আমার ভুল হইয়াছে—অন্যায় হইয়াছে। কয়দিন হইতে আমার শরীর ও মন বড় খারাপ যাইতেছে। আমি যখন তখন কোন কারণ না থাকিলেও কাঁদিয়া ফেলি। এখন আমার শরীর অনেক ভাল হইয়াছে। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসিবেন, তাহার উত্তর দিতেছি।"

আমি বলিলাম,—"না বাছা, এখন আর কাজ নাই। অন্য কোন সময়ে যাহা জানিবার আবশ্যক, তাহা জিজ্ঞাসা করিব। আপাততঃ যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতেই কাজ চলিবে।"

আমি অন্যান্য কথার অবতারণা করিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে তিনি বেশ সুস্থ হইলেন। তখন আমি বিদায় প্রার্থনা করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম।

লীলাবতী সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বিনীত ও কাতর ভাবে বলিলেন, "আবার আসিবেন! আপনি আমাকে যেরূপ দয়া করেন, আবার যখন আসিবেন, তখন আমি সেই দয়ার অনুরূপ ব্যবহার করিব। আপনি আসিতে ভুলিবেন না।"

আমি বলিলাম,—"আবার যখন আসিব, ভরসা করি, তোমাকে তখন সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিতে পাইব।"

অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল আমি লীলাবতীর নিকটে ছিলাম। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে লীলা তাঁহার হৃদয়ের গূঢ় কথা কিছুই আমার নিকট ব্যক্ত করেন নাই এবং বর্ত্তমান বিবাহ বিষয়ে তাঁহার কাতরতার কারণ কি তাহা আমি কিছুই জানি না। তথাপি আমি, কি জানি কেন, তাঁহার পক্ষাবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যখন লীলার প্রকোষ্ঠে আসিয়াছিলাম তখন অনেকটা রাজার পক্ষ ছিলাম, যখন প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিলাম তখন ভাবিলাম কোনরূপে বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে মন্দ হয় না।

আমার প্রস্থান কাল ক্রমে নিকটস্থ হইল। রাধিকা বাবুর সহিত দেখা করা হইল না। সে যন্ত্রণা ভোগ করিবার মত এখন সময় ছিল না। লোক দ্বারা মুখে মুখে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লওয়া হইল।

প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে মনোরমাকে বলিলাম যে, তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ না পাইলে আমি কোন কার্য্যই করিব না।

রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি জেদ করিয়া আমার গাড়ির দরজা পর্য্যন্ত আসিলেন। তিনি বলিলেন,—"যদি কখন দৈবাৎ আমার বাটীর নিকটে যাওয়া হয়, তাহা হইলে দয়া করিয়া আমার বাটীতে পদধূলি দেওয়া হয় যেন। আমাকে আত্মীয় বলিয়া অনুগ্রহ রাখিবেন।" রাজা লোকটা খুব ভদ্র—বড় মাটীর মানুষ। গাড়ি ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিল। আমি স্থির করিলাম, রাজার সহিত সম্পূর্ণ আত্মীয়োচিত ব্যবহার করিব; কেবল এ বিবাহের বড় একটা সহায়তা করিব না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আসিয়া সাত দিনের মধ্যে মনোরমার নিকট হইতে কোন সংবাদ পাইলাম না। অষ্টম দিনে মনোরমার হস্ত লিখিত এক পত্র প্রাপ্ত হইলাম। পত্র পাঠে জানিলাম, রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছে—সম্ভবতঃ বিবাহ আগামী মাঘ মাসেই হইবে। তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন. তাহাতে আমার কথা কি আছে? তথাপি পত্রের সংবাদ জানিয়া মন বড় কাতর হইল। পত্রখানি বড় ক্ষুদ্র। সংবাদও আমার পক্ষে বড়ই অচিন্তিত পূর্ব্ব। সে দিনটা আর কোন কাজ করিতে পারিলাম না। পত্রের প্রথম ছয় ছত্রে বিবাহ সংবাদ, তাহার পর তিন ছত্রে রাজা হুগলি চলিয়া গিয়াছেন এ সংবাদ, শেষ কয়েক ছত্রে লীলার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ এবং তাঁহারা শীঘ্রই বৈদ্যনাথে বেড়াইতে যাইবেন এই সংবাদ। আর কিছু নাই. কোন বিষয়ের একটা কারণ লেখা নাই, হঠাৎ এক সপ্তাহ মধ্যে এরূপ আশ্চর্য্য মত পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল তাহারও কোন উল্লেখ নাই।

লীলার বিবাহ হইবে—বেশ কথা। আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহা করিতে নিযুক্ত হইলাম। লীলার সম্পত্তির ব্যবস্থা। লীলার সম্পত্তি দ্বিবিধ। ১ সম্ভাবিত, ২ হস্তগত। পিতৃব্যের পরলোক প্রাপ্তির পর লীলা যে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন, তাহাই তাঁহার সম্ভাবিত সম্পত্তি এবং পিতৃকৃত উইল অনুসারে বিবাহের পরই তিনি যে দুই লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইবেন তাহা তাঁহার হস্তগত সম্পত্তি বলিতে পারা যায়। লীলার সম্ভাবিত সম্পত্তির সম্বন্ধে কোনই গোল নাই, এবং তাহার জন্য কোন ব্যবস্থারও প্রয়োজন নাই। এতদ্ব্যতীত এক লক্ষ টাকার উপর লীলার জীবন স্বত্ব আছে এবং তাঁহার জীবনান্ত ঘটলে তাহা তাঁহার পিসী শ্রীমতী রঙ্গমতী দেবীর হস্তগত হইবে।

এস্থানে পাঠক জিজ্ঞাসিতে পারেন, ভাইঝির মৃত্যু হইলে পিসী সম্পত্তি পাইবেন কি জন্য ? রঙ্গমতী দেবী লীলার পিতা প্রিয়প্রসাদের এক-মাত্র ভগ্নী। এই ভগ্নীর যতদিন বিবাহ না হইয়াছিল ততদিন তাঁহার সহিত সদ্ভাবের অভাব হয় নাই। কিন্তু তিনি সকল আত্মীয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জোর করিয়া এক পূর্ব্ব বঙ্গনিবাসী ব্যক্তিকে বিবাহ করায়, প্রিয়প্রসাদ রায় যার-পর-নাই বিরক্ত হন এবং ভগ্নীর সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। যাঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় তাঁহার নাম জগদীশ নাথ চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় নিঃস্ব অথবা অযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি এই বিবাহ হেতু রঙ্গমতীর উপর সকলেই বিরক্ত হইলেন এবং তিনি পিতৃসম্পত্তির কিছুই পাইবেন না স্থির হইল। অনেক চেষ্টায়, বহুদিন পরে, তাঁহার প্রতি এই অনুগ্রহ হইল যে লীলার জীবনান্ত হইলে, রঙ্গমতী একলক্ষ টাকা পাইবেন, এবং লীলা সমস্ত জীবনকাল ঐ সম্পত্তির আয় স্বয়ং ভোগ করিবেন। নগদ দুইলক্ষ টাকা ও এই এক লক্ষ টাকার আয় এই উভয় কথার বিহিত ব্যবস্থা এই সময় হওয়া আবশ্যক। যাহাতে এই সম্পত্তি অব্যাহত রূপে লীলার অধিকারে থাকে তাহাই আমার লক্ষ্য। আমি ব্যবস্থা করিলাম যে, এই দুই লক্ষ টাকা এরূপে আবদ্ধ থাকিবে যে তাহার আয়ে লীলার স্বামীর কোন অধিকার থাকিবে না। লীলার পরলোক ঘটিলে তাঁহার স্বামী সেই আয় ভোগ করিবেন এবং ভবিষ্যতে মূল টাকা লীলার সন্তানাদি প্রাপ্ত হইবেন। যদি সন্তানাদি না থাকে তাহা হইলে লীলা উইল দ্বারা তাহা নিজের মাসতুতো ভগ্নী মনোরমাকে, বা অপর যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। আমার মনে লীলার সম্পত্তি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি সেই মত লেখা পড়া প্রস্তুত করিয়া রাজা প্রমোদরঞ্জনের উকীলকে দেখিতে পাঠাইলাম। তাঁহার উকীল অন্যান্য সমস্ত কথায় সম্মতি দিলেন, কেবল যে স্থলে লীলার দুই লক্ষ টাকা তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর সন্তানাদি না থাকিলে, রাজা আয় ভোগ করিবেন, পরে লীলার ইচ্ছানুসারে অপর ব্যক্তির হস্তগত হইবে

এই কথা ছিল, সেই স্থানে উকীল মহাশয় বিষম আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন,—"সন্তানাদি না থাকিলে, লীলাবতী দেবীর পরলোক প্রাপ্তির পর, ঐ দুই লক্ষ টাকা রাজার হস্তগত হইবে।"

কাজেই ঐ টাকার একটী পয়সাও যে মনোরমা বা আর কেহ প্রাপ্ত হইবেন তাহার সম্ভাবনা থাকিতেছে না। এ বড় অন্যায় ব্যবস্থা—সমস্ত টাকা রাজা পাইবেন কেন? আমি একথায় সম্পূর্ণ আপত্তি করিলাম; রাজার উকীলও আমার কথায় আপত্তি করিলেন। তখন যাহাদের বিষয় তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল।

রাধিকাপ্রসাদ রায় লীলাবতীর অভিভাবক। আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া পত্র লিখিলাম। সম্প্রতি রাজার বড় অর্থের অনাটন। দেখিতে তাঁহার যথেষ্ট বিষয় বটে, কিন্তু তিনি দেনায় ডুবিয়া আছেন। বর্ত্তমান বিবাহ কেবল টাকার জন্য। তাঁহার উকীলের প্রস্তাব কেবল স্বার্থপরতা-মূলক। আমি কোন কথাই লিখিতে বাকি রাখিলাম না। রাধিকা বাবুর উত্তর আসিল। তাহা পাঠ করিয়া আমি অবাক হইলাম। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এই যে, "কোন্ কালে কি হইবে তাহা ভাবিয়া এই পীড়িত ব্যক্তিকে কাতর করা কি উমেশ বাবুর উচিত? ষোল বৎসরের এক বালিকা ৪০ বৎসরের পুরুষের অগ্রে মরিবে ইহা কি কখন সম্ভব? আর যদিই তাহা ঘটে, তাহা হইলে একটীও সন্তান থাকিবে না, এই বা কোন্ কথা? কোন্ কালে দুই লক্ষ টাকার কি হইবে তাহার ভাবনা অপেক্ষা শান্তি ও সুখই প্রধান দ্রষ্টব্য। হায়, এ পাপ সংসারে উহা কি দুর্লভ!"

ঘোর বিরক্তির সহিত আমি তাঁহার পত্র দূরে নিক্ষেপ করিলাম। তখনই রাজা প্রমোদরঞ্জনের উকীল মণিবাবু আমার কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। মণিবাবু লোক বড় চতুর। হাসি হাসি মুখ—রহস্যময় কথাবার্ত্তা, কিন্তু কাজ ভুলিবার লোক নহেন। তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল, হাস্য পরিহাস যথেষ্ট হইল, কিন্তু কাজের কথায় তিনি এক বিন্দুও নরম হইলেন না। তখন অগত্যা আমি স্বয়ং শক্তিপুর গিয়া,

বাটীতে পরামর্শ স্থির করিবার অভিপ্রায়ে, মণিবাবুর নিকট আর এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করিলাম। তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি প্রস্থান কালে জিজ্ঞাসিলেন,—"সেই নামহীন পত্র-লেখিকার আর কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম,—"কিছু না। আপনারা কি কিছু জানিতে পারিয়াছেন?"

তিনি বলিলেন,—"না, তবে আমরা হতাশও হই নাই। রাজার বিশ্বাস, কোন লোক তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমরা সেই লোককে চখে চখে রাখিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"যে তাহার সঙ্গে শক্তিপুর গিয়াছিল সেই স্ত্রীলোকটা বুঝি?"

তিনি বলিলেন,—"না মহাশয়, স্ত্রীলোক নহে, এ পুরুষ। আমাদের বোধ হয় পাগলী যখন প্রথম পলায় তখনও এই লোকটা তাহার সাহায্য করিয়াছিল; সে লোকটা এখন কলিকাতাতেই আছে। রাজা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, তাহাতে কাজ নাই। দেখা যাউক ও কি করে, উহাকে লক্ষ্য ছাড়া করা হইবে না। এখন আসি মহাশয়। গোলটা শীঘ্র মিটাইয়া দিবেন।"

মণিবাবু চলিয়া গেলেন। অন্য মক্কেল হইলে আমার ভাবিবার দরকার ছিল না। আমাকে যেমন উপদেশ দিত আমি তেমনই কাজ করিতাম। কিন্তু লীলাবতীর বিষয়ে সেরূপ করা আমার অসাধ্য। লীলার পিতার সহিত আমার বড় আত্মীয়তা ছিল। তিনি আমার প্রধান মুরব্বি ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন। লীলাকে আমি চিরকাল নিতান্ত স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। আমি নিঃসন্তান; অপত্য স্নেহের মর্ম্ম আমার কিছু জানা নাই। কিন্তু আজি আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন বর্ত্তমান বৈষয়িক ব্যবস্থা আমার নিজ কন্যার ব্যবস্থা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উদাসীন ভাবে কার্য্য করা আমার অসাধ্য। রাধিকা বাবুকে পুনরায় পত্র লেখা নিতান্ত অনাবশ্যক। যদি তাঁহার দ্বারা কোন

কার্য্য হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে মুখোমুখি জোর করিয়া না পারিলে হইবে না। কল্য শনিবার। স্থির করিলাম কল্য শক্তিপুর যাইব এবং যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া দেখিব।

পরদিন শনিবার শক্তিপুরে যাইবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ির একটু বিলম্ব দেখিয়া আমি প্লাটফরমে এদিকে ওদিক করিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় হঠাৎ একজন লোক নিতান্ত ব্যস্ততা সহকারে আমার নিকটস্থ হইল। লোকটী দেবেন্দ্র-বাবু। দেবেন্দ্রবাবুর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাঁহার পরিচ্ছদ নিতান্ত মলিন, আকৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ, বদন বিবর্ণ ও কাতর। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি শক্তিপুর হইতে অনেক দিন আসিয়াছেন? আমি মনোরমা দেবীর এক পত্র পাইয়াছি আমি জানি, রাজা প্রমোদরঞ্জনের কথা আপনারা সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন। আপনি জানেন কি উমেশ বাবু, বিবাহ কি শীঘ্রই হইবে?"

তিনি এত শীঘ্র শীঘ্র কথা কহিলেন যে, তাঁহার অনুসরণ করা অসম্ভব। এক সময়ে দৈবাৎ তাঁহার সহিত রায় পরিবারে ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া পারিবারিক সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে আমি জানাইব কেন? আমি বলিলাম,—"সময়ে সকলই জানিতে পারিবেন। সে বিবাহ লুকাইয়া হইবার নহে। দেবেন্দ্রবাবু, আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্রী দেখিতেছি কেন?"

তাঁহার মুখের ভাবে হৃদয়-বেদনার চিহ্ন ব্যক্ত হইল। এরূপ পরুষ ভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় আমার মনে কষ্ট হইল। তিনি ক্লিষ্টভাবে বলিলেন,—"তাঁহার বিবাহের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে আমার কোনই অধিকার নাই বটে, আচ্ছা।" আমি একটা মিঠ কথা দ্বারা আমার ত্রুটি স্বীকার করিবার পূর্ব্বেই, তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"আমি দেশে থাকিতেছি না। কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় অন্য দেশে যাইতেছি। মনোরমা দেবী আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। অনেক দূরদেশ—কোথায় যাইতেছি, সেখানকার জল বায়ু কেমন সে

ভাবিয়া আমার নাই।” কথা কহিতে কহিতে, সন্দিগ্ধ ভাবে, চতুঃ-পার্শ্বে যে বহু লোক যাতায়াত করিতেছিল, তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যেন কে তাঁহার প্রতি নজর রাখিয়াছে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল।

আমি বলিলাম,—“আপনি যেখানে যাইতেছেন নির্ব্বিঘ্নে সেখানে যান এবং নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমি একটু প্রয়োজন হেতু আজি শক্তিপুর যাইতেছি। মনোরমা ও লীলাবতী বৈদ্যনাথ গিয়াছেন।”

তাঁহার বদনমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া হঠাৎ আমাকে নমস্কার করিয়া জন-কোলাহল মধ্যে মিশিয়া গেলেন। যদিও তাঁহার সহিত আমার পরিচয় অতি সামান্য মাত্র, তথাপি তাঁহার জন্য আমার মন কিছু ব্যাকুল হইল। আমার বোধ হইল, দেবেন্দ্র বাবুর ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈকালে গিয়া আমি শক্তিপুর পৌঁছিলাম। আনন্দধাম বড় ফাঁক; লীলা, মনোরমা, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী কেহই নাই। আমি রাধিকা বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলাম। সহসা আমার আসার খবর পাইয়া তাঁহার শরীর নিতান্ত খারাপ হইয়া উঠিল, কাজেই আজি আর তাঁহার সঙ্গে কোন ক্রমেই সাক্ষাৎ হইতে পারে না। কল্য প্রাতে দেখা হইবে। চাকর বাকর আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিল।

পরদিন বেলা ১০টার সময় আমি রাধিকাপ্রসাদ বাবুর নিকটস্থ হইলাম। দেখিলাম তিনি চেয়ারে উপবিষ্ট; সম্মুখে তাঁহার খানসামা এক প্রকাণ্ড বাঁধা ছবির বহি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর রায় মহাশয়

চশমা চক্ষে লাগাইয়া সেই সকল ছবির শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। বহি খানি এত বড় ও এমনই ভারি যে, খানসামার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে সে ব্যক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িবার মত হইয়াছে। আমি রায় মহাশয়ের নিকটস্থ হইলে তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিলেন,—"প্রাণের বন্ধু উমেশ বাবু, তবে ভাল আছ তো? বেশ ভাল আছ?"

আমি ভাবিয়াছিলাম, আমি বসিলে খানসামাকে প্রস্থান করিতে বলা হইবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণই দেখিলাম না। সে যেমন বোঝা ধরিয়া ছিল তেমনই খাড়া রহিল। আমি বলিলাম,—"আমি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য আসিয়াছি, আর কেহ এখানে না থাকিলে ভাল হয়।"

খানসামাটা কৃতজ্ঞ ভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিল,—ভাবিল বুঝি এতক্ষণে তাহার এ যন্ত্রণার অবসান হয়। রাধিকা বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—"আর কেহ না থাকিলে ভাল হয়?"

আমার এ সকল ছেলেমি ভাল লাগিল না। আমি দৃঢ় ভাবে বলিলাম,—"এই লোকটাকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলে বাধিত হইব।"

রাধিকা বাবু নেত্র বিস্তার করিয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া, রসিকতা করিয়া, বলিলেন,—"লোক? ওকি একটা লোক নাকি? আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ও একটা লোক ছিল বটে; আধ ঘণ্টা পরেও আবার লোক হইতে পারে বটে, এখন তো ও আমার কেতাব রাখা টেবিল। টেবিল এখানে থাকায় তোমার আপত্তি কি?"

"আমার আপত্তি আছে। রাধিকা বাবু, আমি আবার বলিতেছি, আমাদের এখানে আর কেহ না থাকে।"

আমি যেরূপ স্বরে ও যেরূপ ভাবে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম তাহাতে অন্যমত করা অসম্ভব। রাধিকা বাবু নিতান্ত বিরক্ত ভাবে খানসমাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"রাখ—ছবির বহি ঐ চেয়ারে রাখ। খবরদার—পড়ে না

যেন।' পড়েনি তো? সাবধান। আতরের সিসি আমার কাছে রাখ। রাখিয়াছ? তবে হতভাগা, এখনও দাঁড়াইয়া কেন?"

খাঁনসামাটা বাহিরে গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। রায় মহাশয় বার বার আতর শুঁকিতে লাগিলেন এবং একদৃষ্টে পার্শ্বস্থ আলমারির পুস্তকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রাগে আমার ব্রহ্মাণ্ডটা জ্বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"আমি অনেক ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনাদের কার্য্যের জন্য আসিয়াছি। বোধ হয়, আমার কথায় আপনার মনঃসংযোগ করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক।"

তিনি বলিলেন,—"আমাকে বাক্যযন্ত্রণা দিও না। আমি নিতান্ত কাতর—পীড়িত—অনুগ্রহের পাত্র।"

এই বলিয়া তিনি নয়ন মুদিয়া মুখে রুমাল দিয়া বসিলেন। আমি আজি লীলার হিতার্থে সকল অত্যাচারই সহ্য করিব স্থির করিয়াছি। বলিলাম,—"আমি আপনাকে বিনয় করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি আমার পত্রের লিখিত বিষয় আর একবার বিচার করিয়া দেখুন এবং আপনার ভ্রাতষ্পুত্রীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ঠিক থাকিতে দেন। আমি একবার—এই শেষ বার আপনাকে সমস্ত ঘটনা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।"

রায় মহাশয় অতি কাতর ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ এবং বারংবার মস্তকান্দোলন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"উমেশ বাবু, তুমি নিতান্ত হৃদয়হীন—ছি! যাহা হউক, কি তোমার কথা তাহা বলিয়া যাও।"

আমি সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আতরের সিসি নাকের নিকট রাখিয়া রুমালে মুখ ঢাকিয়া শুঁখিতে লাগিলেন। আমার বাক্য শেষ হইলে তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন। বলিলেন,—"ও বাপরে! উমেশ বাবু, বেশ তোমার যুক্তি! ওঃ!"

আমি বলিলাম,—"আমাকে একটা সাদা জবাব দিন। আমার বিশ্বাস, আপনি জোর করিলে রাজা প্রমোদ রঞ্জনকে নরম হইতেই হইবে। লীলার টাকা লীলার নিজ সম্পত্তি—তাহাতে রাজার কোন

দাওয়া নাই। লীলার সন্তান না থাকিলে, তাঁহার অবর্ত্তমানে সে টাকা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিভুক্ত হওয়া উচিত, অথবা তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই হওয়া উচিত। রাজা যদি জিদ না ছাড়েন, তবে নিশ্চয় জানিবেন এ বিবাহ সম্পূর্ণ অর্থ লোভ হেতু, এবং এ কথার উল্লেখ করিয়া সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিবে।"

রায় মহাশয় ধীরে ধীরে রুমাল নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—"বাপরে! এত কথা! আস্তে কথা কহা বড় সুখের। সে সুখ, উমেশ বাবু, তুমি এখনও জানিতে পার নাই, বোধ হয়। উমেশ বাবু, তুমি তুলসি দাসের দোঁহা জান? তাহাতে বিস্তর সদুপদেশ আছে। আমি অনেক সংগ্রহ করিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"আমার এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কথার মীমাংসা অগ্রে আবশ্যক, তাহার পর অন্য কথা। আপনি যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন সেই বলিবে, স্ত্রীলোকের টাকা অকারণে স্বামীর হস্তগত হইতে দেওয়া অন্যায়। আমিও আপনাকে বন্ধু ভাবে সেই কথা জানাইতেছি।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"বটে, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিব সেই এরূপ কথা বলিবে কি? তাহা যদি বলে, তাহা হইলে তখনই তাহাকে দ্বার-বান দিয়া তাড়াইয়া তবে অন্য কথা।"

আমি বলিলাম,—"আমাকে উত্যক্ত করায় কোন ফল নাই। যেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে তাহার জন্য ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ আপনি দায়ী।"

তিনি বলিলেন,—"না, উমেশ বাবু, না। সমস্ত ঝোঁক আমার ঘাড়ে চাপাইও না। আমি তোমর সহিত তর্ক করিতাম। কিন্তু—হায়—আমার শরীর! তুমি আমার—তোমার নিজের—প্রমোদ-রঞ্জনের এবং লীলার মাথা খাইতে বসিয়াছ। এত করিতেছ কিসের জন্য? ইহ জগতে যাহা হইবার বা ঘটিবার সম্ভাবনা অতি বিরল তাহারই জন্য। শান্তি ও সুখ বজায় রাখিতে চেষ্টা কর—এ কথা ছাড়িয়া দেও।"

আমি আসন ত্যাগ করিয়া বলিলাম,—"তবে আপনি চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই আপনার মত ?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"হাঁ—হাঁ—এত তর্ক—এত বকাবকির পর আমার অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ দেখিতেছি। ওঠ কেন ? বইস।"

আমি তাঁহার অনুরোধ কর্ণেও ঠাঁই দিলাম না। দ্বার সন্নিহিত হইয়া ফিরিয়া বলিলাম,—"ভবিষ্যতে যাহাই কেন হউক না, মনে রাখিবেন আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি। আমি আপনাদিগের বহুদিনের বন্ধু ও কর্ম্মচারী। বিদায় কালে আমি আবার বলিতেছি যে, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সম্পত্তির যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, আমি কখনই আমার কন্যার জন্য সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারতাম না।"

আমি বাহিরে আসিলাম, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"খাওয়া দাওয়া না করিয়া যাইও না। বুঝিয়াছ, উমেশ বাবু, আহার করিয়া যাইও।"

আমি বিরক্তি হেতু তাঁহার কথার, কোনই উত্তর দিলাম না। সেই দিনই বৈকালের ট্রেণে আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

পূর্ব্বের লেখাপড়া বদলাইয়া ফেলিলাম। লীলা নিজ মুখে যাহাদিগকে নিজ সম্পত্তি দান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার সফলতা হওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকিল না। আমি কি করিব ? আমার ইচ্ছায় তো কাজ নহে। আমি না করিতাম, আর এক জন উকীল লেখা পড়া করিয়া দিত।

আমার কথা ফুরাইল। অতঃপর এই আশ্চর্য্য গল্পের অবশিষ্টাংশ অন্যান্য লেখনী ব্যক্ত করিবে। দুঃখিত হৃদয়ে আমার কাহিনী আমি সমাপ্ত করিলাম।

(উমেশ বাবুর কথার শেষ।)

শ্রীমতী মনোরমা দেবীর কথা।

(তাঁহার লিখিত দিনলিপি হইতে উদ্ধৃত। *)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

৮ই অগ্রাহায়ণ। আজি প্রাতে উমেশ বাবু চলিয়া গেলেন। তিনি বলুন, আর বলুন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লীলার সহিত সাক্ষাতে তিনি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। আমার ভয় হইল, বুঝি বা লীলা সমস্ত রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবনা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমি রাজার সহিত বেড়াইতে না গিয়া, তখনই লীলার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম লীলা নিতান্ত অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র আমার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"আমি তোমাকেই মনে করিতেছিলাম। বইস দিদি, যাহা হয় একটা স্থির কর,—আমি তো এরূপে আর থাকিতে পারি না।"

তাহার কণ্ঠস্বর তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তার পরিচয় দিল। আমি তাহার নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার হস্ত হইতে দেবেন্দ্র বাবুর সেই পুস্তক খানি গ্রহণ করিলাম এবং তাহার অজ্ঞাতসারে তাহা তাহার চক্ষুরগোচর স্থানে রক্ষা করিলাম। তাহার পর বলিলাম,—"বল দিদি, তোমার কি অভিপ্রায়? উমেশ বাবু কি তোমাকে কোন উপদেশ দিতেছিলেন?"

লীলা মস্তকান্দোলন করিয়া বলিল,—"যে বিষয় আমি এক্ষণে ভাবিতেছি, সে সম্বন্ধে তিনি কোনই উপদেশ দেন নাই। তিনি

---

* দিনলিপির যে যে অংশের সহিত, বর্তমান উপন্যাসের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমার প্রতি নিতান্ত স্নেহময় ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলাম। যাহা হউক, দিদি এমন করিয়া তো আর চলে না। হৃদয়কে বলবান করিয়া এ বিষয়ের যাহা হয় মীমাংসা করিতে হইতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"বর্ত্তমান বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া কি তোমার অভিপ্রায় ?"

লীলা উত্তর দিল,—"না দিদি, আমি সত্য কথা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সাহস প্রার্থনা করিতেছি।"

এই বলিয়া সে উভয় হস্তে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং আমার স্কন্ধে স্বীয় মস্তক রক্ষা করিল; তাহার সম্মুখের দেও-য়ালে তাহার পিতৃ-প্রতিমূর্ত্তি বিলম্বিত ছিল; লীলা তাহাতে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিল,—"বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া আমার অসাধ্য। আমি দুর্ভাগিনী। পিতার অন্তিম আদেশ এবং আমার স্বীয় প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিয়া জীবনকে চিরদিনের মত অনুতপ্ত ও দুঃখ ভারগ্রস্ত করিব না, ইহা স্থির।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তবে তোমার অভিপ্রায় কি ?"

লীলা উত্তর দিল,—"আমি রাজাকে নিজমুখে সত্য কথা জানা-ইতে চাহি। সমস্ত কথা জানিয়া, আমি প্রার্থনা না করিলেও, যদি তিনি আপনিই বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিতে স্বীকার হন, উত্তম।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"লীলা, তুমি রাজাকে বলিবে কি ?"

লীলা বলিল,—"আমি তাঁহাকে বলিতে চাহি যে, যদি অন্য এক নূতন অনুরাগ আমার হৃদয় অধিকার না করিত, তাহা হইলে পিতৃদেবের আদেশ ক্রমে ও আমার স্বীয় সম্মতিতে যে বিষয় এত দিন স্থির হইয়াছিল, আমি তাহা সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করিতে পারিতাম।"

আমি বলিলাম,—"না লীলা, এ নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট কদাচ তোমাকে আমি হীন হইতে দিব না।"

লীলা বলিল,—"যাহা জানিতে তাঁহার অধিকার আছে, সেই

কথা গোপন করিয়া সত্যবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিলে, আমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে হীন হইতে হইবে।"

"না, একথা জানিতে তাঁহার কোনই অধিকার নাই।"

"অন্যায়—দিদি—অন্যায় কথা বলিলে। কাহাকেও আমি প্রতারণা করিতে চাহি না, বিশেষতঃ পিতৃদেব আমাকে যাঁহাকে বরণ করিতে বলিয়াছেন এবং আমি স্বয়ংও যাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি তাঁহার নিকট আমি কখনই প্রতারণা করিব না।" তাহার পর আবার আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিল,—"দিদি, তোমার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর, আমার যুক্তি ন্যায়সঙ্গত কি না। তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়িতে তাহা হইলে কি হইত? রাজা আমার অভিপ্রায়ের যেরূপ ইচ্ছা অর্থ গ্রহণ করুন, তথাপি আমি কখন মনে মনেও তাঁহার নিকট অবিশ্বাসী থাকিব না।"

আমি জানিতাম আমার চিত্ত অনেকটা পুরুষের ন্যায় কঠিন ও সঙ্কোচ বিরহিত। আজি দেখিলাম আমি সঙ্কোচ পরিপূর্ণ, আর কোমলতাময়ী লীলার হৃদয় আজি সম্ভবাতীত স্থির ও দৃঢ়। আমি লীলার সেই বিশুষ্ক, স্থির ও হতাশ বদনের প্রতি নেত্রপাত করিলাম। সেই প্রেমময় চক্ষে তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা স্পষ্টই প্রতিভাত হইতে লাগিল। যে সকল সতর্কতাপূর্ণ অসার আপত্তি আমার রসনায় উদিত হইতেছিল তাহা কোথায় বিলীন হইয়া গেল। আমি নীরবে মস্তক বিনত করিলাম।

লীলা আমার নিস্তব্ধতা বিরক্তি সূচক মনে করিয়া বলিল,—"দিদি, আমার উপর রাগ করিও না।"

আমি কথায় কোন উত্তর না দিয়া উভয় হস্তে লীলাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলাম; কথা কহিলে পাছে কাঁদিয়া ফেলি ভয়ে কথা কহিতে সাহস করিলাম না। পুরুষের ন্যায় আমারও সহজে রোদন আইসে না; কিন্তু আজি কান্না আটকান কঠিন বোধ হইতে লাগিল।

লীলা অঙ্গুলিতে আমার মাথার চুল জড়াইতে জড়াইতে বলিতে লাগিল,—"দিদি, এই কথা আমি অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি

প্রগাঢ় রূপে এই বিষয় বিচার করিতেছি। যখন আমার বিবেক আমার যুক্তিকে সত্য বলিতেছে, তখন ইহা ব্যক্ত করিতে আমার সাহসের অভাব হইবে না। দিদি, কালি আমি তাঁহাকে তোমার সমক্ষে সমস্ত কথা জানাইব। যাহা অন্যায়, যাহাতে তোমাকে কি আমাকে লজ্জিত হইতে হয়, এমন কোন কথাই আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না। যাহা হউক, ইহাতে এই ঘৃণিত গোপন চেষ্টার শেষ হইবে, সুতরাং হৃদয় শান্তিলাভ করিবে। তাঁহাকে সমস্ত কথা সরল ভাবে বলিব। তাহার পর সমস্ত বিষয় শুনিয়া আমার সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি সেইরূপ করিতে পারেন।”

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া লীলা আমার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিল, এ যুক্তির শেষ কি দাঁড়াইবে তাহার চিন্তায় আমার মন ব্যাকুল হইল। তথাপি লীলাকে তাহার স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধা দিতে ইচ্ছা হইল না। অতঃপর এ বিষয়ের অন্য কথাবার্ত্তা হইল না।

বৈকালে লীলা বাগানে বাহির হইল। আমি রাজার সহিত বাগানে পুষ্করিণী তীরে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। লীলাকে দর্শনমাত্র আমরা উভয়েই সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। লীলা প্রাতে যে সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা এখনও অবিচলিত আছে কি না, এই কথা আমি ভাবিতেছিলাম। অন্য নানা কথার পর বিদায়ের সময়ে, লীলা রাজাকে জানাইলেন, কালি প্রাতে রাজাকে তিনি কোন বিশেষ কথা বলিতে ইচ্ছা করেন। আমি বুঝিলাম লীলার সংকল্প এখনও স্থির রহিয়াছে। লীলার কথা শুনিয়া রাজার মুখের ভাবান্তর জন্মিল। স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, কল্য প্রাতের সংবাদের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে।

রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে আমি লীলার শয্যায় গমন করিলাম। দেখিলাম শিশুকালে লীলা যেমন বালিসের নীচে প্রিয় ক্রীড়া সামগ্রী সকল লুকাইয়া রাখিত, অদ্যও সেইরূপে মাথার বালিসের নীচে দেবেন্দ্র বাবুর হস্তলিখিত পুস্তকখানি অর্দ্ধ লুক্কায়িত ভাবে রাখিয়া দিয়াছে। আমি বলিবার কোন কথা পাইলাম না।

কেবল পুস্তকখানির দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া মস্তকান্দোলন করিলাম। লীলা উভয় হস্তে আমার, কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল,—"দিদি, এক রাত্রি মাত্র উহা ঐরূপে থাকিতে দেও। কালি—কালি হয়ত এমন ঘটনা ঘটিবে যে, চিরজীবনের জন্য উহার সহিত আমার সম্পর্ক শেষ হইয়া যাইবে।"

পরদিন প্রাতের প্রথম ঘটনা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। দেবেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে আমার নামে এক পত্র আসিয়া পঁহুছিল। রাজা মুক্তকেশীর নামহীন পত্র সম্বন্ধে যেরূপে আত্ম-চরিত্রের সততা সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া আমি পূর্ব্বে দেবেন্দ্র বাবুকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। অদ্য দেবেন্দ্র বাবুর যে পত্র পাইলাম, তাহা আমার সেই পূর্ব্ব পত্রের উত্তর। রাজার চরিত্র সমর্থন সম্বন্ধে দেবেন্দ্র বাবু অতি সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র এবং স্বীয় হীনাবস্থায় তাদৃশ উচ্চ ব্যক্তির চরিত্র আলোচনা অনধিকার চেষ্টা বলিয়া সংক্ষেপে প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কেমন উদাস হইয়া গিয়াছে এবং কোন বিষয় কর্ম্মেই তিনি মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ হই-তেছেন না। নূতন দৃশ্য ও নূতন ব্যক্তিবর্গের মধ্যগত হইলে হয়ত চিত্ত অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত হইতে পারে মনে করিয়া তিনি আমাকে সানুনয়ে অনুরোধ করিয়াছেন যে, আমার চেষ্টায় পশ্চিমাঞ্চলে যদি তাঁহার কোন কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে তিনি নিতান্ত অনুগৃহীত হইবেন। তাঁহার পত্রের শেষাংশ পাঠ করিয়া আমি ভীত হইলাম এবং তাঁহার অনুরোধানুযায়ী চেষ্টা করিতে সঙ্কল্প করিলাম। তিনি আর মুক্তকেশীকে দেখিতে অথবা তাহার কোন সংবাদ শুনিতেও পান নাই। এই সংবাদ লিখিয়াই নিতান্ত সন্দেহজনক ভাবে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতায় ফিরিয়া আসা অবধি অপরিচিত লোক অনবরত তাঁহার অনুসরণ করি-তেছে এবং কদাচ তাঁহাকে চক্ষু ছাড়া হইতে দিতেছে না। এই বিষম সন্দেহের কারণ কে তাহা নির্দ্দেশ করিতে তিনি অক্ষম;

তথাপি দিবারাত্রির মধ্যে এ সন্দেহের কদাচ বিরাম নাই। এই সংবাদ যথার্থই আমাকে শঙ্কাকুল করিল। হয়ত নিরন্তর লীলার চিন্তায় তাঁহার এই মনোবিকার জন্মিয়া থাকিবে। সঙ্গী এবং দৃশ্য পরিবর্ত্তনে তাঁহার বিশিষ্ট উপকার হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হইল এবং সেই দিনই আমি আমার পিতৃদেবের কোন কোন পরিচিত বন্ধুকে দেবেন্দ্র বাবুর জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিব স্থির করিলাম।

বেলা ৮টার এই সময়ে রাজাকে লীলা সমস্ত কথা জানাইবেন স্থির ছিল। রাজা সংবাদ পাঠাইলেন যে অদ্য মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে লীলাবতী ও মনোরমা দেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইবে না।

মধ্যাহ্ন কালে যখন লীলা ও আমি রাজার অপেক্ষায় বসিয়া আছি, তখন আমি লীলার মনের ভাব বুঝিবার জন্য বার বার তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। লীলা আমার মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"দিদি, আমার জন্য ভয় করিও না। উমেশ বাবুর ন্যায় প্রাচীন বন্ধু, অথবা তোমার ন্যায় স্নেহময়ী ভগ্নীর সহিত কথোপকথন কালে আমি আত্ম বিস্মৃত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু রাজা প্রমোদরঞ্জনের সমীপে সেরূপ কোন সম্ভাবনা নাই।"

লীলার কথা আমি বিস্ময় সহকারে শ্রবণ করিলাম। তাহার হৃদয়ের যে এত বল তাহা এতদিন একত্রাবস্থান, এত অভেদাত্মা আত্মীয়তা সত্ত্বেও জানিতে পারি নাই। অধুনা প্রেম ও অন্তর্যা-তনা সেই প্রচ্ছন্ন শক্তিকে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে।

ঠিক মধ্যাহ্ন কালে রাজা সমাগত হইলেন। তাঁহার বদনের উৎকণ্ঠিত ভাব। লীলা ও আমি নিকটস্থ হইয়া বসিলাম এবং রাজা সম্মুখস্থ টেবিলের পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন। লীলা এবং রাজা এতদুভয়ের মধ্যে রাজাকেই অধিকতর উৎকণ্ঠিত ও বিবর্ণ বলিয়া আমার বোধ হইল।

সতত রাজা যেরূপ ভাব দেখাইয়া থাকেন, তদ্রূপ সরল

ভাব বজায় রাখিবার নিমিত্ত, তিনি প্রথমেই কয়েকটী অনাবশ্যক কথা কহিলেন। তাঁহার স্বরের বিকৃত ভাব এবং নয়নের অস্থির ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল। তিনি নিজেও স্বীয় থতমত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, এমত নহে।

রাজার বাক্য সমাপ্ত হইলে, তথায় ঘোর নীরবতা উপস্থিত হইল। তাহার পর লীলা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"রাজা, আমাদের উভয়ের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন কথা আমি আপনাকে জানাইতে বাসনা করিয়াছি। আমার সহায়তার নিমিত্ত এ স্থলে আমার ভগ্নীরও উপস্থিত থাকা আবশ্যক। আমি এখনই যাহা ব্যক্ত করিব তাহার এক বর্ণও আমার ভগ্নী আমাকে বলিয়া দেন নাই। আমি যাহা বলিতেছি তাহা কেবল মাত্র আমার আত্ম চিন্তার ফল। প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ সকল কথা বুঝিয়া রাখেন ইহাই আমার উদ্দেশ্য।"

রাজা প্রমোদরঞ্জন সম্মতি সূচক মস্তকান্দোলন করিলেন। লীলা আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি দিদির মুখে শুনিয়াছি, আমাদের সম্ভাবিত বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত, আমাকে আপনার নিকট কেবল প্রার্থনা করিলেই হইবে। রাজা আপনার এই কথা বস্তুতই আপনার মহৎ মন ও উদার স্বভাবের পরিচায়ক। কিন্তু আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, সহসা তাদৃশ প্রার্থনা করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

রাজার বদনমণ্ডলে একটু চিন্তামুক্তির চিহ্ন বুঝা গেল। লীলা আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত আপনি যে আমার পিতৃদেবের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা আমি বিস্মৃত হই নাই। আপনার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান কালে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, বোধ হয়, আপনিও তাহা বিস্মৃত হন নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে আমার পিতার আজ্ঞা ও উপদেশ বশবর্ত্তিনী হইয়াই আমি উপস্থিত প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ

হইতেছি। পিতাকে আমি দেবতা জ্ঞান করিতাম। পিতা এক্ষণে নাই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার হৃদয়ে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আমার শুভাশুভ তিনি বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত ছিলেন এবং যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহাতেই আমারও ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত।"

লীলার স্বর একটু বিকম্পিত হইল। আবার উভয়েই নীরব। কিয়ৎকাল পরে রাজা বলিলেন,—"দেবি, যে বিশ্বাস আমি এতদিন সগৌরবে অধিকার করিয়া আসিতেছি, অধুনা আমি কি তাদৃশ অনুগ্রহের অযোগ্য হইয়াছি?"

লীলা উত্তর দিল,—"আপনার চরিত্রে নিন্দার কার্য্য আমি কিছুই দেখি নাই। আপনি এতাবৎকাল আমার সহিত ধীর ও অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আপনি সর্ব্বপ্রকারে আমার বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র। আরও বিশেষ কথা, যে বিশ্বাস হইতে আমার বিশ্বাস সমুৎপন্ন, আপনি আমার পিতৃদেবের সেই বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন। আপনি এমন কিছুই করেন নাই যাহা উপলক্ষ করিয়া আমি আপনার সহিত সম্ভাবিত সম্বন্ধ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারি। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা। আপনার সদ্ব্যবহার, আমার পিতৃদেবের স্মৃতি, আমার স্বকীয় প্রতিজ্ঞা সকলই বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করার বিরোধী। রাজা, বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছাধীন—আমার তাহা আয়ত্ত নহে।"

রাজা বলিলেন,—"আমার ইচ্ছাধীন? বিবাহ সম্বন্ধ আমি কেন বিচ্ছিন্ন করিব?"

লীলার নিশ্বাস ঘনবেগে বহিতে লাগিল। উত্তর দিল,—"কেন তাহা ব্যক্ত করা বড় কঠিন। রাজা, ইতিমধ্যে আমার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই গুরুতর পরিবর্ত্তন হেতু আপনার এবং আমার উভয়েরই পক্ষে সম্ভাবিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।"

রাজার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি টেবিলে হস্ত স্থাপন করিয়া অবনত বদনে ক্ষুব্ধ স্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি পরিবর্ত্তন?"

লীলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কম্পিত স্বরে বলিল,—"আমি শিক্ষা পাইয়াছি এবং আমি বিশ্বাস করি, নারী হৃদয়ে স্বামীর প্রতি অবিচলিত প্রেম থাকা আবশ্যক। যখন এই সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়, তখন আমার প্রেমের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল? আমাকে ক্ষমা করিবেন, অধুনা আমার সে অবস্থা নাই।"

লীলার চক্ষু জলভারাকুল হইল। রাজা উভয় হস্তে স্বীয় বদন আবরণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তৎকালে দুঃখ বা ক্রোধ কোন্ ভাবের উদয় হইল তাহা কে বলিবে? তাঁহার মনের ভাব না বুঝিয়া ছাড়িব না স্থির করিয়া আমি বলিলাম,—"রাজা, আমার ভগ্নী যাহা যাহা বলিবার সমস্তই বলিলেন, এখন আপনি কি বলিবেন বলুন।"

রাজা মুখের হাত না উঠাইয়া বলিলেন,—"মনোরমা দেবী, আমি তো এত কথা শুনিতে চাহি নাই।"

আমি বিহিত উত্তর দিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে লীলা বলিলেন,—"আপনি স্থির জানিবেন যে, আমি কোন স্বার্থ সাধনোদ্দেশে এত কথা বলি নাই। রাজা, আমার হৃদয়ের কথা জানিতে পারিয়াছেন—অতঃপর যদি আপনি আমার সহিত বিবাহ কল্পনা পরিত্যাগ করেন—জানিবেন তাহার পর আমি আর কোন ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী হইব না; যাবজ্জীবন আমি কুমারী রহিব ইহা স্থির। আপনার সমীপে আমি মনে মনে অপরাধিনী হইয়াছি। মনের সীমা অতিক্রম করিয়া আমার অপরাধ এক পদও অগ্রসর হয় নাই।" লীলা ক্ষণেক স্থির হইয়া আবার বলিতে লাগিল,—"আপনার সমক্ষে সে ব্যক্তির প্রসঙ্গ এই প্রথম ও এই শেষ উল্লেখ করা যাইতেছে, তাঁহার সহিত আমার অথবা আমার সহিত তাঁহার এতৎসংক্রান্ত কোনই মনের কথা চলে নাই—কখন তাদৃশ কথা চলিবারও সম্ভাবনা নাই—ইহজগতে তাঁহার সহিত আমার পুনঃ সাক্ষাতের কোনই সুযোগ নাই। আমি যাহা ব্যক্ত করিলাম তাহা সম্পূর্ণ সত্যমূলক, ইহা

আপনি স্থির জানিবেন। আমার বাক্‌দত্ত স্বামীর এই আভ্যন্তরিক রহস্য জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলিয়া আমি বিবেচনা করি। তিনি নিজ উদারতা গুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন এবং এই রহস্য প্রচ্ছন্ন রাখিবেন ইহাই আমার প্রার্থনা।”

রাজা বলিলেন,—“দেবীর প্রার্থনানুযায়ী কার্য্য করিতে আমি সম্পূর্ণ বাধ্য।” রাজা নীরবে আরও কথা শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

লীলা বলিল,—“আমার যাহা বলিতে বাসনা ছিল, তাহা বলা হইয়াছে। যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ করা সম্বন্ধে আপনার পক্ষে যথেষ্ট কারণ।”

রাজা বলিলেন,—“আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বিবাহ সম্বন্ধ স্থায়ী করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ।” এই বলিয়া তিনি আসন ত্যাগ করিলেন এবং লীলার দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

লীলা চমকিয়া উঠিল এবং অজ্ঞাতসারে অনুচ্চ বিস্ময়সূচক শব্দ তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সরল ও উচ্চ হৃদয় আজি তাহাকে বিপন্ন করিল। আজি সে যত কথা বলিল তাহাতে তাহার স্বভাবের পবিত্রতা ও সততা স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। রাজা সেই মহোচ্চ মনের মহোচ্চ ভাব সম্পূর্ণই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা অসম্ভব নহে। তিনি বলিলেন,—“দেবি, আপনার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। অতঃপর বিবাহের আশা পরিত্যাগ করা না করা আমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু সুন্দরি, আমি এতাদৃশ হৃদয়হীন নহি যে, এখনই যে ভুবনমোহিনীর হৃদয়ভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নারী-জাতির অলঙ্কার বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিব।”

লীলা অবনত বদন উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—“না—না। সে যখন বিবাহ হেতু আত্ম সমর্পণ করিতে পারিবে, অথচ হৃদয়ের ভাল-বাসা দিতে পারিবে না, তখন নিশ্চয়ই সে নারীজাতির মধ্যে যার-পর-নাই অভাগিনী।”

রাজা বলিলেন,—"সেই প্রেমরত্ন লাভ করাই যদি তাঁহার স্বামীর একমাত্র যত্ন হয়, তাহা হইলে এখনই না হউক, দশ দিন পরেও কি তিনি স্বামীকে সেই দুর্ল্লভ সম্পত্তি দান করিতে পারিবেন না?"

লীলা বলিল,—"কখন না। যদি 'এখনও আপনি বিবাহের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে স্থির জানিবেন, আমি আপনার বিশ্বস্তা ধর্ম্মপত্নী হইতে পারিব, কিন্তু আপনার প্রেমময়ী প্রণয়িনী আমি কখনই হইব না।"

সতেজে দর্পিত ভাবে লীলা এই কথা কয়টী বলিল। উৎসাহ হেতু তাহার স্বভাব সুকুমার কান্তি অধুনা পরম রমণীয় ভাব ধারণ করিল। সে পরম রমণীয় বদনশ্রী দেখিয়াও চিত্ত স্থির রাখিতে পারে এমন পুরুষ কে আছে?

রাজা বলিলেন,—"সুন্দরি, আমি আপনার বিশ্বাস ও ধর্ম্ম সম্ভোগ করিয়াই পরম পরিতৃপ্ত হইব। অন্য কোন কামিনীর নিকট হইতে পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ প্রেম লাভ করা অপেক্ষা আপনার নিকট হইতে কণিকা মাত্র লাভ করাও পরম ভাগ্যের কথা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।"

লীলা সংজ্ঞাহীনের ন্যায় অধোবদনে বসিয়া রহিল। রাজা বাক্য সমাপ্তির পর ধীরে ধীরে গৃহ ত্যাগ করিলেন। লীলার ভাব দেখিয়া কোন কথা কহিতে আমার সাহস হইল না। আমি কেবল বাহু দ্বারা সেই দুঃখিনী মর্ম্মপীড়িতা বালিকাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলাম। কতক্ষণ এইরূপেই রহিলাম। এ অবস্থা নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তখন আমি ধীরে ধীরে লীলাকে সম্বোধন করিলাম। আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া লীলার সংজ্ঞা জন্মিল এবং সে যেন চমকিয়া উঠিল। ব্যস্ততা সহ দাঁড়াইয়া বলিল,—"দিদি! যাহা ঘটিবে যথাসম্ভব যত্নে তাহার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। আমার জীবনের আগতপ্রায় পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত আমাকে অনেক কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে এবং অদ্যই তাহার একতম আরব্ধ হইবে।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লীলা টেবিলের উপর হস্তাক্ষর লিখিত

যে যে পুস্তক পড়িয়াছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া একটী পেটিকা মধ্যে রক্ষা করিল এবং তাহার চাবি বন্ধ করিয়া চাবিটা আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল,—"যে কিছু দেখিলে তাঁহাকে মনে পড়ে তৎসমস্তই আমি পরিত্যাগ করিব। যেখানে ইচ্ছা তুমি এই চাবি রাখিয়া দিও, আমি আর ইহা কথন চাহিব না।"

আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই লীলা আলমারি হইতে দেবেন্দ্র বাবুর হস্তলিখিত একখানি অতি চমৎকার খাতা বাহির করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সেই খাতাখানি চুম্বন করিল, আমি তখন বিষন্ন ও কাতর স্বরে বলিলাম,—

"লীলা, লীলা!" লীলা নিতান্ত বিনীত ভাবে বলিল,—"দিদি এই শেষ—এই স্মৃতি চিহ্নের সহিত আজ হইতে আমার চির বিচ্ছেদ।" টেবিলের উপর খাতাখানি স্থাপন করিয়া লীলা স্বীয় ঘন কৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশ রাজি উন্মুক্ত করিয়া দিল। সুচিক্কণ কেশমালা বিশৃঙ্খল ভাবে চারিদিকে পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিল। তাহার পর লীলা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ একগাছি কেশ বাছিয়া লইল এবং সযত্নে তাহা চ্ছেদন করিয়া খাতার প্রথম পত্রে গোল করিয়া আল্‌পিন দ্বারা আঁটিয়া দিল। তাহার পর অবিলম্বে সেই খাতা বন্ধ করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল,—"দিদি, তুমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া থাক এবং তিনিও তোমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন। আমি যত দিন জীবিত থাকিব, ততদিনের মধ্যে যদি কখন তিনি তোমাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে লিখিও যে, আমি ভাল আছি; আমার দুঃখের কথা কখনও তাঁহাকে লিখিও না। আমার জন্য, দিদি, আমার জন্য কখন তাঁহাকে ভাবনাগ্রস্ত করিও না। যদি অগ্রে আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আমার কেশ সংযুক্ত এই খাতাখানি তাঁহাকে প্রদান করিও। ইহ জগতে যখন আর আমি থাকিব না, তখন এই কেশ যে আমি স্বহস্তে এই পুস্তকে সংলগ্ন করিয়াছি, এ কথা তাঁহাকে বলিলে, কোন দোষ হইবে না। আর দিদি, ইহ জীবনে যে কথা আমি তাঁহাকে নিজ মুখে কখন জানাইতে পারি নাই, সে কথা তখন তাঁহাকে তুমি জানাইও। বলিও

দিদি, আমার একান্ত অনুরোধ, তখন তাঁহাকে বলিও যে, আমি তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ হইতে ভাল বাসিতাম।"

নিতান্ত যন্ত্রণাগ্রস্ত রোগীর ন্যায় লীলা শয্যায় পড়িয়া গেল এবং উভয় হস্তে, বদনাবৃত করিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল, শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নানা প্রকার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে বালিকার একটু নিদ্রা আসিল। আমি সেই অবসরে, খাতা খানি নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার চক্ষে না পড়ে, এমনই করিয়া লুকাইয়া রাখিলাম। শীঘ্রই লীলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাজার কথা, অথবা দেবেন্দ্র বাবুর কথা সে দিন আর উল্লেখ করা হইল না।

১০ই। প্রাতে লীলাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া, আমি এই ক্লেশপ্রদ বিষয়ের পুনরায় অবতারণা করিলাম। আমি বলিলাম, রায় মহাশয়কে আমি জোর করিয়া ও স্পষ্ট করিয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলি। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে লীলা বলিল,—"না দিদি, তাহাতে কাজ নাই। গত কল্য বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় ছিল। এখন আর কোন মতেই পশ্চাৎপদ হওয়া হইবে না।"

বৈকালে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিলাম। বুঝিলাম, লীলার পাণিগ্রহণ লালসা তিনি কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। লীলা রাজার হস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া, যদি স্বয়ং জোর করিয়া আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে শুভ ফল ফলিত, কিন্তু তাহা লীলা পারে নাই—পারিবেও না। কাজেই রাজা হাতে পাইয়া বাসনা সিদ্ধি না করিবেন কেন? আমার মনের যে অসহ্য জ্বালা তাহা রাজার সমক্ষে ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

রাত্রে, দেবেন্দ্র বাবুর কর্ম্মের নিমিত্ত, দুই খানি অনুরোধ পত্র দুই স্থানে লিখিয়া পাঠাইলাম। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পর দেবেন্দ্র বাবুর ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার উপর আমার যথেষ্ট ভক্তি ও

শ্রদ্ধা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। দেবেন্দ্র বাবুর হিত চেষ্টা করিতে আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল। আমার চেষ্টায় তাঁহার ভাল হইলে পরম সুখী হইব।

১১ই। রাজা প্রমোদরঞ্জন রাধিকা প্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। রায় মহাশয়ের নিকট হইতে আমারও তলব আসিয়াছে। আমি রায় মহাশয়ের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া বুঝিলাম, এত দিনে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে জানিয়া তিনি বড়ই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এতক্ষণ আমি চুপ করিয়াই ছিলাম। তাহার পর যখন তিনি রাজার ইচ্ছানুসারে শীঘ্রই বিবাহের দিনটাও স্থির করিতে আদেশ করিলেন, তখন আমার বড় রাগ হইল এবং বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিলাম যে, লীলার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন বিষয় স্থির করা হইবে না। রাজা তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রায় মহাশয় নয়ন মুদিয়া শয়ন করিলেন। বলিলেন,—"বাপ্‌রে, এত কি মানুষে সহিতে পারে? ভাল, ভাল, যাহা ভাল হয় সকলে মিলিয়া বিবেচনা করিয়া কর।" আমি বলিলাম,—"লীলা স্বয়ং এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলে আমি তাহাকে কোন কথাই বলিব না।" রাজার মুখে বিষাদ-চিহ্ন দেখিলাম। রায় মহাশয় শুইয়া শুইয়া মাথা দুলাইতে লাগিলেন। আমি প্রস্থান করিলাম। গমন কালে রায় মহাশয় বলিলেন,—"সাবধান মনোরমা, যেন ঝনাৎ করিয়া দরজা ঠেলিও না।"

লীলার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। রায় মহাশয় যে আমাকে ডাকিয়াছিলেন, তাহা লীলা জানিতে পারিয়াছিল। আমাকে দেখিবা মাত্র, কেন আমাকে রায় মহাশয় ডাকিয়াছিলেন, তাহা লীলা জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে সমস্ত কথা জানাইলাম এবং আমার মনের যে ভাব তাহাও ব্যক্ত করিলাম। লীলার উত্তর শুনিয়া আমি বিরক্ত ও অবাক্ হইলাম। যাহা স্বপ্নেও মনে করি নাই, লীলা তাহাই ব্যবস্থা করিল। লীলা বলিল কি,—"দিদি, খুড়া মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। আমি তোমাকে এবং সম্পর্কীয় সমস্ত লোককেই অনেক

জ্বালাতন করিয়াছি। আর জ্বালাতন করিয়া কাজ নাই। রাজা যাহা স্থির করিবেন তাহাই হউক।" আমি বিশেষ আপত্তি করিলাম; কিন্তু কোন ফল হইল না। লীলা আত্মত্যাগ করিয়াছে—তাহার স্বাধীন ইচ্ছা সে বিসর্জ্জন করিয়াছে। সে বলিল,—"দিন পিছাইয়া দিলেই কি অশুভ কিছু কম হইবে দিদি? তবে কেন? আমার জীবন আমি বিসর্জ্জন দিয়াছি। কোন ব্যবস্থাতেই আমার আর ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।" তাহাকে এরূপ আশাশূন্য, এরূপ ভগ্ন-মনোরথ, উৎসাহহীন দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

১২ই। প্রাতে রাজা আমাকে লীলার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাজেই তাঁহাকে সমস্ত কথা জানাইতে হইল। আমরা যখন কথা বার্ত্তা কহিতেছি, সেই সময় লীলা তথায় আগমন করিল। বিবাহের দিন স্থির করিবার কথা উঠিলে লীলা বলিল যে, এ সম্বন্ধে রাজার যাহা ইচ্ছা সে তাহাতেই সম্মত। রাজা দয়া করিয়া নিজের ইচ্ছা মনোরমা দিদিকে জানাইবেন। এই কথা বলিয়া লীলা সে প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিল, সুতরাং রাজারই জয় হইল। বর্ত্তমান বর্ষ মধ্যেই বিবাহ হওয়া রাজার অভিপ্রায়। রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিতে আমার কোনই অধিকার নাই। সেই দিন বৈকালের গাড়ীতে রাজা বিবাহের উদ্যোগ ও আয়োজন করিবার নিমিত্ত জগলীর প্রাসাদে যাত্রা করিলেন। বলিব আর কি? আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে।

১৩ই। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। প্রাতে স্থির করিলাম, স্থান পরিবর্ত্তন করিলে হয়ত বিশেষ উপকার হইতে পারে। হয়ত অন্য স্থানে নূতন দৃশ্য মধ্যে উপস্থিত হইলে লীলার বর্ত্তমান মানসিক অবসাদ অনেক কমিয়া যাইতে পারে। বিবেচনা করিলাম বৈদ্যনাথ যাওয়াই ভাল। সেখানে পরিচিত লোকও কয়েকজন আছেন, এবং জায়গাও ভাল। আমি বৈদ্যনাথে একজন পরম আত্মীয়ের সমীপে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পত্র সমাপ্ত হইলে, আমি তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া লীলাকে সমস্ত কথা জানাইলাম। ভাবিয়াছিলাম

বুঝি লীলা ইহাতে আপত্তি করিবে। কোথায় আপত্তি, লীলা আপত্তি ও প্রতিবাদ এককালে ভুলিয়া গিয়াছে। বলিল,—"দিদি, তোমার সঙ্গে আমি সর্ব্বত্র যাইতে পারি। স্থান পরিবর্ত্তনে নিশ্চয়ই আমার উপকার হইবে; তোমার যুক্তি ভাল।"

১৪ই। উমেশ বাবুর নিকট পত্র লিখিলাম। বিবাহ ঘটিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। স্থান পরিবর্ত্তনের কথাও লিখিলাম। বিশেষ কোন কথা লিখিলাম না।

১৫ই। ডাকে আমার নামে তিন খানি পত্র আসিয়াছে। এক খানি বৈদ্যনাথস্থ আত্মীয়ের নিকট হইতে। তাহা আত্মীয়তা ও আনন্দে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় পত্র দেবেন্দ্র বাবুর কর্ম্মের জন্য যে দুই ব্যক্তিকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহারই একজনের নিকট হইতে। তাঁহার যত্নে দেবেন্দ্র বাবুর একটি কর্ম্ম হইয়াছে। তৃতীয় পত্র দেবেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে। তাঁহার জন্য অনুরোধ করায় তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। কাবুলের যুদ্ধের নিমিত্ত যে সৈন্যদল সজ্জিত হইতেছে, তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া, কলিকাতাস্থ কোন দৈনিক সংবাদ পত্রে যুদ্ধের প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। সুতরাং তাঁহাকে ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া, বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ভয়ানক কর্ম্ম! তাঁহার সঙ্গে ছয় মাসের এগ্রিমেণ্ট হইয়াছে। তিনি যাত্রাকালে আবার পত্র লিখিবেন বলিয়াছেন। কে জানে অদৃষ্টে কি আছে? তাঁহার জন্য এ প্রকার কর্ম্মের চেষ্টা করিয়া ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম তাহা ভগবান্ ভিন্ন আর কে বলিতে পারে?

১৬ই। দ্বারে আসিয়া গাড়ী লাগিল। লীলা এবং আমি আবশ্যকমত লোকজন সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথ যাত্রা করিলাম।

* * * * * *

দেওঘর। (বৈদ্যনাথ)

২৩শে। এই নূতন স্থানে, পূর্ব্ব পরিচিত কয়েকটি আত্মীয়ের

সহিত একত্র অবস্থান হেতু, লীলার অনেক উপকার হইল; তথাপি যত উপকার হইবে আশা করিয়াছিলাম তত হইল না। আরও এক সপ্তাহ কাল এখানে থাকিব স্থির করিলাম। যতদিন ফিরিয়া যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা উপস্থিত না হইবে, ততদিন শক্তিপুরে ফিরিব না সংকল্প করিলাম।

২৪শে। আজিকার ডাকে বড় দুঃখের সংবাদ পাইলাম। গত ২৬শে কাবুল যুদ্ধের লোক জন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিয়াছে, কাজেই দেবেন্দ্র বাবুও দেশত্যাগ করিয়াছেন। এক জন যথার্থ আত্মীয়ের নিকট হইতে আজি আমরা বিচ্ছিন্ন হইলাম, এক জন প্রকৃত বন্ধুকে অধুনা আমরা হারাইলাম।

২৫শে। অদ্যকার সংবাদ বড় ভয়ানক। রাজা প্রমোদরঞ্জন কাকা মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছেন এবং রায় মহাশয় লীলাকে অবিলম্বে বাটী ফিরিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছেন। ইহার অর্থ কি? তবে কি আমাদের অনুপস্থিতির মধ্যে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আনন্দধাম।

আমার আশঙ্কা সত্য। আগামী ২২শে অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। আমরা বাটী হইতে চলিয়া যাওয়ার পর রাজা প্রমোদরঞ্জন রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার হুগলীস্থ-বাটী মেরামত করিতে হইবে ও অন্যান্য নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষ করিতে হইবে। ঠিক্ কোন সময়ে বিবাহ ঘটিবে তাহা জানিতে না পারিলে এ সকল কার্য্যের সুব্যবস্থা হইতে পারে না। এই পত্রের উত্তরে রায় মহাশয় রাজাকেই বিবাহের দিনস্থির করিতে অনুরোধ করেন এবং রাজা যে দিন স্থির

করিবেন, যাহাতে লীলারও তাহাতে মত হয় সে পক্ষে রায় মহাশয় চেষ্টা করিবেন। পত্র-প্রাপ্তি-মাত্র রাজা উত্তর লেখেন যে, অগ্রহায়ণের শেষ ভাগে—২২সেই হউক বা ২৪সেই হউক, বা আর যে কোন দিন পাত্রী ও কন্যাকর্ত্তা মহাশয় স্থির করিবেন রাজা তাহাতেই সম্মত। পাত্রী তো তথায় উপস্থিত নাই। রায় মহাশয় উত্তর লিখিলেন যে, শুভকর্ম্ম যত শীঘ্র হইয়া যায় ততই মঙ্গল। অগ্রহায়ণের ২২সেই ভাল। রাজার নিকট এই কথা লিখিয়া রায় মহাশয় আমাদিগকে বাটী ফিরিতে লিখিলেন।

আমরা বাটী ফিরিয়া আসার পর রায় মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বিবাহের যে দিনস্থির হইয়াছে তাহাতে লীলাকে সম্মত করাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি দেখিলাম তাঁহার সহিত তর্ক করা বৃথা। আমি লীলাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহার ইচ্ছার বিরোধে তাহাকে উপস্থিত প্রস্তাবে স্বীকৃত করাইতে আমি সম্মত হইলাম না।

অদ্য প্রাতে আমি লীলাকে সমস্ত কথা জানাইলাম। ইদানীং বিবাহ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে লীলা যেরূপ আত্মত্যাগসূচক উদাসীন বৎভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিল, আজি সেরূপ করিতে পারিল না। আজি বালিকা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। বলিল,—"না, না—দিদি, এত শীঘ্র যেন না হয়।" আমি তো তাহাই চাই। তাহার অভিপ্রায় জানিতে না পারায় কোন কথায় আমি স্বয়ং জোর করিতে পারি না। তাহার একটা ইঙ্গিতই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তৎক্ষণাৎ রায় মহাশয়ের নিকট যাইবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলাম। কিন্তু লীলা তখনই আমার অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া প্রতিবন্ধক জন্মাইল। আমি বলিলাম,— "ছাড়িয়া দেও—এ কি কথা? তোমার কাকা মহাশয় আর রাজা মিলিয়া যাহা স্থির করিবেন তাহাই কি করিতে হইবে? তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া না বলিলে আমার মনের জ্বালা ঘুচিবে না।"

লীলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"না দিদি, কোন

কথায় কাজ নাই—এখন অসময় হইয়া পড়িয়াছে। তুমি আর যাইও না।"

আমি বলিলাম,—"না—একটুও অসময় হয় নাই। দিনস্থিরের ভার আমাদের হস্তেই থাকা আবশ্যক। আমরা এ সম্বন্ধে কাহারও আদেশ শুনিতে বাধ্য নহি।" এই বলিয়া আমি জোর করিয়া লীলার হস্ত হইতে অঞ্চল ছাড়াইয়া লইলাম। তখন লীলা উভয় হস্তে আমার কটিবেষ্টন করিয়া বলিল,—"না দিদি,—তাহাতে আরও অনিষ্ট ঘটিবে। তোমার সহিত খুড়া মহাশয়ের বিসম্বাদ ঘটিবে এবং হয়ত রাজা আসিয়া উপস্থিত হইয়া পড়িবেন।"

আমি বলিলাম,—"বেশ তো, আসুন না কেন রাজা। তাহার জন্য, তুমি নিজের স্বত্ব ত্যাগ করিবে কি নিমিত্ত? আমাকে যাইতে দেও লীলা। এ জ্বালা অসহ্য।"

আমার চক্ষে জল আসিল। লীলা বলিল,—"দিদি, তুমি কাঁদিতেছ? তোমার এত সাহস, এত হৃদয়ের বল, আর আজি তুমি কাঁদিতেছ? কেন দিদি, ব্যাকুল হইতেছ? ভাবিয়া দেখ, তুমি সহস্র প্রতিকূল চেষ্টা করিলেও, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই—কেবল দশ দিন অগ্র পশ্চাৎ মাত্র। তাহাতে কি ক্ষতি? কাকা মহাশয়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। আমার কষ্টে যদি সকলের কষ্ট নিবারিত হয়, তবে তাহাই হইতে দাও। বল দিদি, বিবাহের পর তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে না—আর আমি কিছু চাহি না।"

আমি অশ্রু সংবরণ করিয়া ধীর ভাবে লীলাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু লীলা আমার কোন যুক্তিই শুনিল না। বিবাহের পরও যে আমি তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিব না, এ সম্বন্ধে সে আমাকে বারংবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল। তাহার পর সহসা লীলা আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতে আমার সহানুভূতি ও দুঃখ আর এক নূতন পথে সঞ্চারিত হইল। লীলা জিজ্ঞাসিল,—'দিদি! আমরা যখন দেওঘরে ছিলাম, তখন তুমি এক খানি পত্র পাইয়াছিলে—"

বালিকা বাক্য শেষ করিতে পারিল না—সহসা সে আমার স্কন্ধে আপনার মুখ লুকাইল। তাহার প্রশ্ন কোন্ ব্যক্তির উদ্দেশে লক্ষিত তাহা তাহার ভাব দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম। ধীরে ধীরে বলিলাম "লীলা, আমি মনে করিয়াছিলাম, ইহ জীবনে তোমার আমার মধ্যে তাঁহার প্রসঙ্গ আর কখনই উঠিবে না।"

লীলা তথাপি জিজ্ঞাসিল,—"তুমি তাঁহার পত্র পাইয়াছিলে ?"

আমি অগত্যা উত্তর দিলাম,—"হাঁ।"

"তুমি কি পুনরায় তাঁহাকে পত্র লিখিবে ?"

কি উত্তর দিব ? কোথায় তিনি ? তিনি আমারই চেষ্টায় যে সুদূর দেশে প্রস্থান করিয়াছেন, এ কথা লীলাকে জানাইতে আমার সাহস হইল না। বলিলাম, —"মনে কর আমি তাঁহাকে উত্তর লিখিব।"

লীলার দেহ কাঁপিয়া উঠিল এবং সে সমধিক আগ্রহ সহকারে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। তাহার পর নিতান্ত অস্ফুট স্বরে বলিল,—"তাঁহাকে আগামী ২২শের কথা জানাইওনা। আর দিদি, আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি, তুমি তাঁহাকে অতঃপর যত পত্র লিখিবে তাহাতে আমার নামমাত্রও কখন উল্লেখ করিও না।"

আমি অগত্যা সম্মত হইলাম। ভগবান জানেন তখন আমার মনের কি অবস্থা। লীলা আমার নিকট হইতে উঠিয়া একটা জানালা সন্নিধানে গমন করিয়া আমার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সেইরূপ অবস্থাতেই বলিল,—"দিদি, তুমি কি এখন কাকা মহাশয়ের ঘরে যাইবে ? তাঁহাকে বলিও যে, তাঁহারা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত আছি।"

আমি প্রস্থান করিলাম। যদি প্রাকৃতিক নিয়মের উপর আমার বাসনার প্রভুতা থাকিত, তাহা হইলে আমি কাকা মহাশয়কে ও রাজাকে এই দণ্ডেই রসাতলে পাঠাইয়া দিতাম। ক্রোধে ও মনস্তাপে আমার মন জর্জ্জরীভূত। রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করিতে আমার আর ইচ্ছা হইল না। আমি ঘোর শব্দসহকারে তাঁহার

প্রকোষ্ঠদ্বার খুলিয়া ফেলিলাম এবং সেইস্থান হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"লীলা ২২শেতেই রাজি আছে।" আবার সেইরূপ শব্দসহকারে দ্বার বন্ধ করিলাম। বারংবার এই কঠোর শব্দ শুনিয়া বোধ করি রায় মহাশয়ের মরণাপন্ন দশা উপস্থিত হইল!

২৮শে। প্রাতে উঠিয়াই দেবেন্দ্র বাবুর শেষ পত্র গুলি আর একবার পাঠ করিলাম। লীলার নিকট দেবেন্দ্র বাবুর দেশত্যাগের সংবাদ ব্যক্ত করি নাই। অতএব চিঠিগুলি রাখিয়া কি ফল? এগুলি কেন নষ্ট করি না। কাজ কি রাখিয়া—যদিই ইহা কখন ঘটনাক্রমে অপর কাহারও হস্তে পড়ে। ইহাতে লীলার সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ আছে তাহা আর কখন কাহারও চক্ষে পড়া উচিত নহে। এ সকল পত্রে সেই বিষম অপরিজ্ঞের আশঙ্কা ও সন্দেহের কথা আছে। সেই দুই জন অপরিচিত লোক নিয়ত তাঁহার অনুসরণ করিতেছে এ কথার উল্লেখ আছে। যে সময় তিনি বিদেশ যাত্রা করেন, সে সময়ে রেলষ্টেশনে বহুজনতার মধ্যেও সেই অনুসরণকারী ব্যক্তিদ্বয়কে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কোন ব্যক্তি মুক্তকেশীর নাম উচ্চারণ করিয়াছে, এ কথা তিনি স্পষ্ট শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"এ সকল ব্যাপারের অবশ্যই কোন অর্থ আছে এবং এ সকল কাণ্ড হইতে অবশ্যই কোন ফল পাওয়া যাইবে। মুক্তকেশী-সংক্রান্ত রহস্য এখনও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহ জীবনে হয়ত সে কখন আর আমার নয়নপথবর্ত্তিনী না হইতে পারে, কিন্তু যদি সে কখন আপনার চক্ষে পড়ে তাহা হইলে, মনোরমা দেবি, আপনি সে সুযোগ কদাচ অবহেলা করিবেন না। আমি আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে এত কথা বলিতেছি। আপনাকে মিনতি করিতেছি, যাহা আপনাকে বলিলাম তাহা কখন ভুলিবেন না।" এ সকল তাঁহার নিজহস্ত লিখিত শব্দ। দেবেন্দ্র বাবুর কোন কথাই আমার ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমার হস্তে এ সকল পত্র থাকা না থাকা সমানই কথা। যদি আমার পীড়া হয়—যদি আমি মরিয়া যাই—তাহা হইলে এ পত্র হস্তান্তরে পড়িতে পারে, তাহাতে

অনেক আশঙ্কা—অনেক অনিষ্ট। তবে এ সকল ভস্মীভূত করিয়া ফেলি।

পত্র ভস্ম হইয়া গেল! শেষ বিদায় লিপি ছাই হইয়া গৃহমধ্যে উড়িতে লাগিল। দেবেন্দ্র বাবুর বিষাদময় কাহিনীর কি এই স্থানেই অবসান হইল?

২৯শে। বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য কলিকাতা হইতে জহরতওয়ালা নানাবিধ জড়াও অলঙ্কার দেখাইতে আসিয়াছিল। কতকগুলি নূতন গহনা লওয়া হইল বটে, কিন্তু লীলা তাহা দেখিলও না, তজ্জন্য আগ্রহও প্রকাশ করিল না। আজি যদি দেবেন্দ্র বাবু রাজার স্থানীয় হইতেন এবং তাঁহার সহিত যদি বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকিত, তাহা হইলে লীলা কতই আনন্দে উৎফুল্ল থাকিত এবং বসন ভূষণের জন্য না জানি কতই আয়োজন হইত।

৩০শে। প্রতিদিনই আমরা রাজার পত্র পাইতেছি। রাজার শেষ পত্রে জানিলাম, তাঁহার স্বীয় বাসভবন এখন মেরামত হইতেছে এবং অন্ততঃ ছয়মাসের পূর্ব্বে তাহা সম্পন্ন ও ব্যবহারোপযোগী হইবে না। বিবাহের পর যত দিন ভবন ব্যবহারোপযোগী না হয় ততদিন রাজা কাজেই লীলাকে লইয়া হয় পশ্চিমপ্রদেশে নানা সুরম্য স্থানে বেড়াইতে যাইবেন, না হয় তো কলিকাতায় কোন বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিবেন। এতদুভয়ের যাহাই হউক, বিবাহের পর কিছুকাল সুতরাং লীলার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। কারণ লীলা সুস্থির হইয়া স্বামীভবনে বাস করিতে আরম্ভ না করিলে তাহার সঙ্গে আমার থাকা ঘটিবে না। দুইটি পরামর্শের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ তৎসম্বন্ধে রাজা আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি দেখিলাম, যখন কিছুদিনের জন্য লীলার সঙ্গে আমার থাকা হইবে না, তখন লীলার কলিকাতায় থাকা অপেক্ষা পশ্চিমে যাওয়াই ভাল। কারণ তাহাতে তাহার শরীরও ভাল হইবে এবং নানাবিধ মনোরম দৃশ্য সমূহ দেখিয়া মনেরও প্রফুল্লতা জন্মিবে।

কি ভয়ানক! লীলার বিবাহ—তাহার সহিত বিচ্ছেদ এ সকলই যেন স্থির হইয়া গিয়াছে। লোকে স্থির নিশ্চিত বিষয়ের যেরূপ ভাবে আলোচনা করে, আমি তেমনই ভাবে এ প্রসঙ্গ লিখিতে বসিয়াছি। কি নিদারুণ চিন্তা! আর এক মাস অতীত হইতে না হইতে লীলা পর হইয়া যাইবে—আমার লীলা রাজার হইবে। মনে বড় যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। কি জানি মনের কেন এ অবস্থা। এ বিবাহের আলোচনা যেন লীলার মৃত্যুর আলোচনা।

১লা। বড় যাতনার দিন। বিবাহের পর পশ্চিমপ্রদেশে পর্য্যটনের প্রসঙ্গ, ভয়প্রযুক্ত, কল্য রাত্রে লীলার নিকট ব্যক্ত করিতে পারি নাই—আজি তাহা বলিলাম। আমি তাহার সঙ্গে থাকিব মনে করিয়া সরলা বালিকা প্রথমে এ প্রস্তাবে বড়ই আনন্দিত হইয়া উঠিল। তখন আমি তাহাকে ধীরে ধীরে সাবধানতাসহকারে বুঝাইয়া দিলাম যে, বিবাহের পরই কিছুদিন নিয়ত আমি সঙ্গে থাকিলে তাহার স্বামীর সুখের ও আনন্দের অবশ্যই ব্যাঘাত জন্মিবে; কারণ আমি লীলার যত আত্মীয়, লীলার স্বামীর এখনও তত আত্মীয় নহি। সেরূপ আত্মীয়তা উভয়পক্ষের সদ্ভাব ও সময় সাপেক্ষ। এরূপ লোক স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যবর্ত্তী রূপে নিয়ত উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই নানা প্রকারে সকল পক্ষেই অসুবিধা ঘটিতে পারে। অতএব যাহাতে তাঁহার প্রেমের ও সন্তোষের ব্যাঘ্যাত ঘটে, সে ব্যবস্থা এক্ষণে কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং এ যাত্রায় আমার সঙ্গে থাকা ঘটিবে না। উত্তমরূপে লীলাকে এ কথার যুক্তি ও কারণ বুঝাইয়া দিলাম। নীরবে লীলা সকলই স্বীকার করিল।

২রা। রাজার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছি সকলই যেন কিছু অপ্রীতিকর ভাবে বলিয়াছি। রাজার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছে তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে মনে কোন বিরুদ্ধভাব থাকা নিতান্ত অন্যায়। রাজার সম্বন্ধে পূর্ব্বকালে মনে এমন ভাব ছিল না তো। কেমন করিয়া এরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা এক্ষণে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাঁহার সহিত বিবাহ হওয়ায় লীলার

মত ছিল না বলিয়াই কি এরূপ মনের ভাব জন্মিয়াছে? রাজার প্রতি দেবেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধ সংস্কারই কি ইহার কারণ? মুক্তকেশীসম্বন্ধে রাজার নির্দোষিতা বিষয়ক স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি; তথাপি সেই নাম-হীন পত্র কি এখনও আমার মনকে সন্দেহাকুল করিয়া রাখিয়াছে? জানি না কি। যাহাই হউক, ইহা স্থির, রাজাকে অন্যায় রূপে সন্দেহ করা এখন আমার পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজার সম্বন্ধে এরূপ ভাব আর কখন লিপিবদ্ধ করিব না। ছিঃ আমার এ নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার।

১৬ই। দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। লিখিবার মত বিশেষ কোন ঘটনাই ইতিমধ্যে ঘাটে নাই। বিবাহের সমস্ত অয়োজন প্রস্তুত, রাজা কল্য আসিবেন এবং বিবাহ পর্য্যন্ত এখানেই অবস্থান করি-বেন। লীলা সমস্ত দিনের মধ্যেও আর এক মুহূর্ত্তও আমাকে ছাড়িতে চাহে না। গত রাত্রে আমাদের উভয়েরই ঘুম হয় নাই। লীলা মধ্য রাত্রে ধীরে ধীরে আমার শয্যায় উপস্থিত হইল এবং আমাকে আলি-ঙ্গন করিয়া বলিল,—"দিদি, শীঘ্রই তো তোমার কাছ ছাড়া হইতে হইবে, যতক্ষণ সময় আছে ততক্ষণ আর একবারও তোমার কাছ ছাড়া হইব না।"

১৭ই। রাজা আজি আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি পূর্ব্বে যেমন মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাকে সেইরূপই উদ্বিগ্ন ও কাতর বলিয়া বোধ হইল। তথাপি তিনি অতি প্রফুল্ল চিত্তের ন্যায় হাস্যালাপ চালাইতে লাগিলেন। লীলা একবারও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতেছে না। আজি দ্বিপ্রহর কালে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন সময়ে লীলা আমাকে বলিল,—"দিদি, আমাকে একা থাকিতে দিও না—আমাকে নিষ্কর্ম্মা রাখিও না। আমি যেন ভাবিতে সময় না পাই, ইহাই আমার অনুরোধ।"

আন্তরিক যাতনা হেতু লীলার ভাবভঙ্গীর পরিবর্ত্তন তাহার ভাবী স্বামীর চক্ষে অধিকতর সুন্দর ও সজীবতার লক্ষণ বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। লীলা হৃদয়ভাব বিধিমতে প্রচ্ছন্ন রাখি-

বার উদ্দেশে নিয়ত হাস্য পরিহাস ও অনবরত বাক্যালাপ করিতে লাগিল। রাজা এ সকল ব্যবহার হিতপরিবর্ত্তনের সূচনা বলিয়া মনে করিলেন।

যাহাই হউক, লীলার ভবিষ্যৎ স্বামীর কিঞ্চিৎ বয়োধিক্য হইলেও, তিনি যে সুপুরুষ তাহাতে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। রাজা দেখিতে শুনিতে লোকটা বেশ। আমাদের বিশ্বস্ত আত্মীয় উকীল উমেশ বাবুরও এই মত। দোষের মধ্যে রাজা সকল কার্য্যেই কিছু ব্যস্তবাগীশ, আর চাকর বাকর সম্বন্ধে কিছু অপ্রিয়ভাষী। এ সামান্য দোষ, লক্ষ্য করিবার যোগ্যই নহে। আমি এ দোষ কদাচ লক্ষ্যও করিব না। রাজা লোক ভাল, দেখিতেও বেশ। আমি আমার এই মত আজি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

১৮ই। শরীর ও মন বড় অবসন্ন বোধ হওয়ায় আমি অদ্য দ্বিপ্রহর কালেই বাটীর বাহিরে একবার বেড়াইতে বাহির হইলাম। যে পথ দিয়া তারার খামারে যাওয়া যায় সেই পথেই আমি চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে, আমি বিস্ময় সহকারে দেখিতে পাইলাম, রাজা প্রমোদরঞ্জন এই অসময়ে তারার খামারের দিক হইতে বেগে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া আসিতেছেন। নিকটস্থ হইলে, আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই, তিনি বলিলেন, তাঁহার এখানে শেষ আগমনের পর, হরিদাসী, মুক্তকেশীর আর কোন সন্ধান পাইয়াছে কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত তিনি তারার খামারে গমন করিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম,—"তাহারা কিছু জানিতে পারে নাই, কেমন?"

তিনি বলিলেন,—"কিছুই না। আমার বড়ই ভয় হইতেছে, বুঝি বা আর তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।" পরে আমার মুখের দিকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"সেই মাষ্টার দেবেন্দ্র বাবুর নিকট কোন সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে?"

আমি উত্তর দিলাম,—"শক্তিপুর হইতে চলিয়া যাওয়ার পর তিনি মুক্তকেশীকে দেখিতেও পান নাই, তাহার কোন সংবাদও জানেন না।"

রাজা যেন হতাশজনিত দুঃখিত অথচ চিন্তাবিদূরিত ভাবে বলিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয়। না জানি অভাগিনী কতই কষ্ট পাইতেছে। তাহাকে যথা স্থানে পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য আমি যত যত্ন করিতেছি সকলই নিষ্ফল হইল দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে!"

এবার তাঁহাকে বস্তুতই কাতর বলিয়া বোধ হইল। আমি তাঁহাকে দুই একটী সান্ত্বনার কথা বলিতে বলিতে বাটী ফিরিলাম। রাজা, এ প্রকার ব্যবহার তাঁহার চরিত্রের একটী অপূর্ব্ব ভূষণ সন্দেহ কি? বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে, লীলার সহিত পরমানন্দে সময় অতিবাহিত না করিয়া, তিনি দুঃখিনী মুক্তকেশীর সন্ধানার্থে কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার খামার পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছেন, ইহা বিশেষ প্রশংসার কথা।

১৯শে। রাজার অক্ষয় গুণ ভাণ্ডারের আর একটী অদ্য আমার চক্ষে পড়িল। বিবাহের পর তাঁহারা পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিলে, আমি তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাঁহার ভবনে একাত্রাবস্থান করিব, এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবামাত্র, তিনি বলিলেন যে, তিনি যাহা ভাবিতেছিলেন আমি তাঁহাকে সেই কথাই বলিয়াছি। আমি যাহাতে তাঁহার স্ত্রীর সহিত একত্রে থাকি ইহাই তাঁহার অন্তরের বাসনা। তিনি নিতান্ত আগ্রহ সহকারে আমাকে অনুরোধ করিলেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে আমি যেমন লীলার সঙ্গিনী ছিলাম, বিবাহের পরেও সেইরূপ থাকিলে তিনি আমার নিকট অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ থাকিবেন এবং অসীম উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন। এ কথার এইরূপে অবসান হইলে, বিবাহের পর পশ্চিম পর্য্যটন কালে কোথায় কোথায় যাওয়া হইবে এবং কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে লীলার আলাপ ঘটিবে তাহা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। রাজা অনেক বন্ধুবান্ধবের নাম

করিলেন, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই প্রায় কলিকাতা অঞ্চলের লোক। সেই ব্যক্তি জগদীশ নাথ চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী রঙ্গমতী দেবীর সহিত লীলার সাক্ষাৎ ঘটিবে এবং তজ্জন্য হয়ত বহুদিনের পারিবারিক অকৌশলের অবসান হইয়া যাইবে মনে করিয়া, লীলার বর্ত্তমান বিবাহ শুভ ঘটনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পিতৃকুলের সম্পত্তির কিঞ্চিন্মাত্র অংশ লাভেও এক প্রকার হতাশ হইয়া, রঙ্গমতী দেবী একাল পর্য্যন্ত লীলার সহিত কদাচ আপনার লোকের ন্যায় ব্যবহার করেন নাই। অতঃপর, বোধ হয়, আর সে ভাব থাকিবে না। রাজার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের চির-কালের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, সুতরাং তাঁহাদের পত্নীদ্বয়ের মধ্যেও ভদ্রজনোচিত সদ্ভাবের অবশ্যই অসদ্ভাব ঘটিবে না। রঙ্গমতী দেবী কুমারী কালে বড়ই অহঙ্কৃতা, একজেদা ও দুষ্টস্বভাবা ছিলেন। এখন যদি তাঁহার স্বভাব ভাল হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার স্বামী অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। চৌধুরী মহাশয় লোকটী কেমন জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। তিনি লীলার স্বামীর পরমবন্ধু। লীলা কিংবা আমি তাঁহাকে কখনই দেখি নাই। শুনিয়াছি রাজা একবার লাহোরে ডাকাইতের হস্তে পড়িয়া বড় বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সময় চৌধুরী মহাশয় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া রাজাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর যখন স্বর্গীয় মেসো-মহাশয় রঙ্গমতী দেবীর বিবাহে অন্যায়রূপে আপত্তি উত্থাপন করিয়া-ছিলেন, সেই সময়ে চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে অতি ধীরভাবে একখানি পত্র লিখিয়া ছিলেন। লজ্জার কথা—সে পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। এ ছাড়া চৌধুরী মহাশয়ের আর কোন সংবাদই আমি জানি না। এ দেশে তিনি এখন ফিরিয়া আসিবেন কি না এবং দেখা হইলে তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারিব কি না, কে বলিতে পারে?

যাহা হউক লীলার স্বামী, লীলার সহিত আমার একত্রাবস্থান প্রসঙ্গে সহৃতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি আবার বল-

তেছি তিনি বড় ভাল লোক। কি আশ্চর্য্য; আমি ক্রমে রাজার মহাস্তাবক হইয়া পড়িতেছি।

২০শে। আমি রাজাকে ঘৃণা করি। তিনি অতি মন্দস্বভাব, করুণা ও সততা বিরহিত জঘন্য লোক বলিয়া আমি মনে করি। কল্য রাত্রে তিনি লীলার কাণে কাণে কি কথা বলিবা মাত্র লীলা বিবর্ণ হইয়া গেল ও কাঁপিতে লাগিল। কথাটা কি লীলা তাহা আমাকে বলে নাই—কখন বলিবে কি না সন্দেহ। তাঁহার কথায় লীলার যে এত কষ্ট হইল তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। অসভ্য—মূর্খ। পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে আমার যেমন শত্রুতা ভাব ছিল, আবার তেমনই হইয়া পড়িল। সংক্ষেপতঃ আমি তাঁহাকে ঘৃণা করি।

২১শে। এখনও মনে হইতেছে, যেন কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া এ বিবাহ ঘটিতে দিবে না। কেন এ আশ্চর্য্য ধারণা জন্মিল তাহা কে জানে? লীলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা হই-তেই কি এ বিশ্বাসের উৎপত্তি? অথবা যতই বিবাহ নিকটস্থ হইতেছে ততই রাজার ব্যস্ততা ও ক্রুদ্ধ ভাবের বৃদ্ধি দেখিয়া আমার মনের এরূপ ভাব জন্মিতেছে? কিছুই বুঝিতে পারি তেছি না। কত চেষ্টাই করিতেছি; কিছুতেই এ ভাব অন্তরিত হইতেছে না। মনের অদ্যাই বড় বিশৃঙ্খল ভাব। কি লিখিব? যাহা হয় লিখি। চুপ করিয়া ভাবা যায় না।

প্রাতে আমাদের হর্ষে বিষাদ ঘটিল। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী, এই বৃদ্ধ বয়সে লীলার বিবাহ উপলক্ষে দিবার নিমিত্ত, স্বহস্তে অতি পরিশ্রমে একখানি কাপড়ে চমৎকার ফুল কাটিয়াছেন। প্রাতে তিনি সেই কাপড় লীলাকে পরিধান করিতে বলিলেন। লীলা তাহা পরিধান করিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে মাতৃহীনা লীলা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর পরম স্নেহের ধন। ঠাকুরাণীও কাঁদিয়া আকুল হই লেন। আমি স্বয়ং নেত্র মার্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা

করিতে যাইব, এমন সময়ে রায় মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আমি রায় মহাশয়ের ঘরে গিয়া বসিলে, বিবাহের সময় তিনি কেমন করিয়া শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিবেন তাহারই ব্যবস্থা, বক্তৃতা ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি জ্বালাতনের একশেষ হইলাম। কথার মধ্যে সহস্রবার স্নেহের ধন লীলার উল্লেখ। আর কেবল কেহ যেন না গোল করে, কেহ যেন না চীৎকার করে, কেহ যেন না কাঁদে, আর কোন সংবাদ কোন ক্রমে তাঁহার কাছে না পৌঁছে, ইহাই তাঁহার অনুরোধ এবং প্রধান পরামর্শ।

দিনটা যে কি গোলে কাটিল তাহা আর কি বলিব? কলিকাতা হইতে আচার্য্য, গায়ক ও অন্যান্য লোক জন আসার গোল, জিনিষ পত্র আনা ও বুঝিয়া লওয়ার গোল, বিদেশ হইতে বন্ধু বান্ধব আসার গোল ইত্যাদি সহস্র গোলে ভবন পরিপূর্ণ। রাজার ভাব বড় অস্থিরতাময়। তিনি একসঙ্গে এক কার্য্যে ও এক স্থানে থাকিতে পারিতেছেন না—কখন বাহিরে, কখন ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই সকল গোলযোগের মধ্যে লীলা ও আমার মনের যে অবক্তব্য যাতনাময় অবস্থা তাহার কথা আর কি বলিব? কল্য প্রাতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইব, সর্ব্বোপরি এই বিবাহ আমাদের উভয়েরই চিরকালের ক্লেশের কারণ হইবে, এই অব্যক্ত চিন্তা আমাদের মনকে নিয়ত পেষিত করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর একবার লীলার শয্যা সন্নিধানে গমন করিলাম। সেই দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় বালিকা স্থির ভাবে পড়িয়া আছে। ক্ষীণ অলোক জ্যোতিঃ তাহার বদনমণ্ডল আলোকিত করিয়াছে। বালিকার মুদিত নয়ন ভেদ করিয়া মুক্তা ফলের ন্যায় অশ্রু-কণা লোচন প্রান্তে সংলগ্ন রহিয়াছে। কতক্ষণ অতৃপ্ত নয়নে সেই স্নেহ পুত্তলীকে দেখিলাম। দেখিলাম তাহার হস্ত

সমীপে তাহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সেই প্রতিমূর্ত্তি এবং আমার প্রদত্ত একটি পশমের ফুল। কতক্ষণই দেখিলাম—আর যেন দেখিতে পাইব না, এই ভাবে কত অপেক্ষাই করিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। ভাবিলাম, আমার প্রাণের লীলা, আজি তোমার অতুল সম্পত্তি, অপরিমেয় রূপরাশি থাকিতেও তুমি ইহজগতে বান্ধব-বিহীন। যে এক ব্যক্তি তোমার কল্যাণের জন্য অকাতরে জীবন দান করিতে পারিত, হায় সে এক্ষণে কোথায়?—সুদূরে, শত্রু বেষ্টিত, অনভ্যস্ত, অপরিচিত যুদ্ধক্ষেত্রে। আর তোমার কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই—কেবল এই নিঃসহায়া অবলা দিবারাত্রি তোমার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে।

কল্য প্রাতে ঐ ব্যক্তির হস্তে কি দেব দুর্লভ রত্নই সমর্পিত হইবে! যদি সে তাহা ভুলিয়া যায়—যদি সে তাহার সদ্ব্যবহার না করে—যদি সে কখন ইহার কেশাগ্রও নষ্ট করে—

২২শে অগ্রহায়ণ—বেলা ৮টা। লীলা প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়াছে। তাহার অদ্যকার অবস্থা এ কয়দিনের অপেক্ষা ভাল। আজি সে পূর্ণভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছে। বেলা ৫টার সময় বিবাহ। লোকজন আয়োজন করিতে ব্যতিব্যস্ত।

বেলা ১২টা। আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত। বর কন্যা প্রস্তুত। আচার্য্য ও প্রচারক মহাশয়েরা উপস্থিত।

বেলা ৪টা। লীলাকে আমি চুম্বন করিলাম, সেও আমাকে চুম্বন করিল। অঞ্চলে তাহার নয়নের অশ্রু চিহ্ন মুছাইয়া দিলাম। এখনও আমার মনে হইতেছে বুঝি বিবাহ হইবে না; অবশ্যই কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে। কি ভ্রান্তি—কি বাতুলতা। রাজা এত চঞ্চল—এত অস্থির কেন? বিবাহ সুনির্ব্বাহিত হওয়া সম্বন্ধে তাঁহারও কি কোন সন্দেহ আছে? থাকিলে নিশ্চয়ই সকলেই ভ্রান্ত। আর এক ঘণ্টা পরে সকলেই স্ব স্ব ভ্রান্তি হৃদয়ঙ্গম করিবে।

বেলা ৬টা। সকল আশঙ্কার শেষ হইল! ব্রাহ্মমতে লীলাবতীর বিবাহ শেষ হইয়া গেল!

রাত্রি ৯টা। বর কন্যা চলিয়া গেল! রোদনে আমি অন্ধ হইয়াছি—আর লিখিতে পারি না—

ইতি প্রথম ভাগ সমাপ্ত